

পেইন্টার্স লিস্ট

আশদাদ হায়দার তানজীর

অধ্যায় ১

বৃষ্টিভেজা রাত এবং একরাশ বিস্ময়

আমার সাংবাদিকতা জীবনের শুরুটা মোটেও রোমাঞ্চিত ছিলনা। গতানুগতিক রাজনৈতিক খবর, কর্পোরেট জগতের উত্থান-পতন—এইসব নিয়েই আমার দিন কাটত। কিন্তু সেদিন রাতের ঘটনা আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। গুলশানের মতো একটা নীরব, অভিজাত এলাকায় এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে, তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

রাত তখন প্রায় তিনটা। ঢাকার আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ছিল। আমার অফিসের নাইট শিফট সবে শেষ হয়েছে, ক্লান্তিতে চোখ জুড়ে ঘুম নেমে আসছিল। হঠাৎ আমার এডিটর ফোন করে জানালেন, গুলশানে একটি অ্যাপার্টমেন্টে ভয়ানক খুনের ঘটনা ঘটেছে এবং আমাকে দ্রুত ঘটনাস্থলে যেতে হবে। প্রথমে কিছুটা দ্বিধা লাগলেও, এমন একটা চাঞ্চল্যকর খবর উপেক্ষা করার মতো সাহস আমার ছিল না।

বৃষ্টিতে ভিজে কাকভেজা হয়ে যখন সেই অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের সামনে পৌঁছালাম, তখন অ্যাম্বুলেন্স আর পুলিশের গাড়ির লাল-নীল আলো চারপাশের ভেজা রাস্তায় একটা ভুতুড়ে পরিবেশ তৈরি করেছে। আমার সাংবাদিক মন মুহূর্তেই জেগে উঠল। ক্যামেরা হাতে আমি দ্রুত বিল্ডিংয়ের ভেতরে প্রবেশ করলাম।

রিসেপশনে দায়িত্বরত গার্ডের মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল, তিনিও ঘটনার আকস্মিকতায় স্তম্ভিত। পরিচয় দেওয়ার পর সে আমাকে নবম তলার দিকে যাওয়ার অনুমতি দিল। লিফটের ভেতরে নিস্তব্ধতা আমার ভেতরের উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছিল।

নবম তলায় পৌঁছে দেখলাম, করিডোরে কয়েকজন পুলিশ অফিসার উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে আছে। ফ্ল্যাট নম্বর ৯০৩-এর দরজা খোলা, চারপাশে সেই পরিচিত হলুদ রঙের ক্রাইম সিন টেপ লাগানো। ভেতরের টিমটিম আলোয় একটা রহস্যময় জগৎ অপেক্ষা করছিল আমার জন্য।

দরজার কাছে গিয়ে প্রথমবার আমার পায়ের তলার মাটি যেন সরে গেল। লিভিং রুমের মাঝখানে একটি মেয়ের নিথর দেহ পড়ে আছে। সারা শরীরে ধারালো অস্ত্রের অসংখ্য আঘাত, রক্তে ভেসে যাচ্ছে কার্পেট। মেয়েটির পরনে একটা ঝলমলে গাউন, দেখে মনে হচ্ছিল কোনো পার্টি থেকে এইমাত্র ফিরেছিল। তার বিস্ফারিত, স্থির চোখ সিলিংের দিকে তাকিয়ে—যেন শেষ মুহূর্তে কোনো ভয়ংকর দৃশ্য দেখেছে।

আমি দ্রুত আমার নোটবুক বের করলাম। হাত সামান্য কাঁপছিল, কিন্তু আমি নিজেকে সামলে নেওয়ার চেষ্টা করলাম। একজন সাংবাদিক হিসেবে আমাকে এই দৃশ্য ঠান্ডা মাথায় পর্যবেক্ষণ করতে হবে, প্রতিটি খুঁটিনাটি লিখে রাখতে হবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে এলেন হোমিসাইড ব্রাঞ্চের ডিটেকটিভ আজম ওসমান। প্রথম দেখায় তাকে পুলিশ অফিসার বলে মনে হয়নি। হালকা-পাতলা গড়ন, এলোমেলো চুল আর খোঁচা খোঁচা দাড়ি—যেন কোনো শিল্পী অথবা অন্য কোনো জগতের মানুষ। তবে তার চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বলে দিচ্ছিল, এই আপাত নিরীহ চেহারার আড়ালে একজন চৌকস তদন্তকারী লুকিয়ে আছেন। পকেট থেকে সিগারেট ধরিয়ে তিনি ধোঁয়া ছাড়লেন, যেন এই ভয়াবহ দৃশ্য তার কাছে খুব স্বাভাবিক ঘটনা।

একজন অফিসার এগিয়ে এসে আজম ওসমানকে মেয়েটির পরিচয় জানাল—শায়ানা, এইমাত্র রাশিয়া থেকে বাংলাদেশে একটি ইভেন্ট লঞ্চ করতে এসেছিল। গতকাল রাতে পার্টিতে ছিল, সম্ভবত সেখান থেকেই ফেরার পথে...

আজম ওসমান নীরবে মাথা নেড়ে ঘরের চারপাশ দেখতে লাগলেন। তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, যেন প্রতিটি ছোটখাটো জিনিসও তার নজর এড়াচ্ছে না। হঠাৎ তার চোখ গেল একটি দেয়ালের দিকে। রক্তের কালিতে কিছু হিজিবিজি লেখা। কাছে গিয়ে দেখলাম, কয়েকটি এলোমেলো অক্ষর আর অদ্ভুত কিছু প্রতীক আঁকা।

“এগুলো কী?” আজম ওসমান পাশে থাকা অফিসারকে জিজ্ঞেস করলেন।

“আমরা এখনও বুঝতে পারছি না স্যার। ফরেনসিক টিম দেখছে।”

আমার সাংবাদিক মন কৌতূহলে ভরে উঠল। এই আঁকাগুলোর কি কোনো মানে আছে? হত্যাকারী কি কোনো বার্তা রেখে যেতে চেয়েছিল?

এরপর এলেন চিফ ডিটেকটিভ শাহজাহান। অভিজ্ঞ চেহারার এই মানুষটি আজম ওসমানের কাঁধে হাত রেখে বললেন, “আজম, এই কেসটা তোমাকে দেখতে হবে। হাসান রেজা আর কাজ করতে চাইছে না।”

আজম ওসমান নীরবে মাথা নত করলেন। তার ব্যক্তিগত জীবনেও যে ঝড় বয়ে যাচ্ছে, তা আমি তার বিষণ্ণ চাহনি দেখেই বুঝতে পারছিলাম।

চিফ শাহজাহান আমার দিকে তাকিয়ে হালকা হেসে বললেন, “লেখক সাহেবও এখানে? সাবধানে থেকো। হোমিসাইডের জগৎটা বড়ই অন্ধকার।”

আমি মৃদু হেসে মাথা নাড়লাম। অন্ধকার হোক বা আলো, সত্যের সন্ধানে তো আমাদের যেতেই হবে।
আজম ওসমান আবার মৃত শায়ানার দিকে তাকালেন। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি যেন নিহতের চোখের ভাষা বোঝার চেষ্টা করছেন। আমার মনেও একটাই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল—কে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে? এবং কেন?
বাইরে তখনও বৃষ্টি ঝরছিল। সেই রাতে গুলশানের নীরবতা ভেঙে গিয়েছিল এক ভয়াবহ নৃশংসতায়, আর সেই ঘটনার সাক্ষী ছিলাম আমি—তানবীন, একজন ক্রাইম রিপোর্টার, যে তখনও জানে না এই কেস তার জীবনকে কতটা গভীরভাবে জড়িয়ে ফেলবে।

অধ্যায় ২

অদৃশ্য সূত্র আর একাকী গোয়েন্দা

পরের দিন সকালটা ছিল মেঘলা আর বিষণ্ণ। রাতের বৃষ্টির রেশ তখনও বাতাসে লেগে ছিল। আমি ঘুম থেকে উঠেই গতকাল রাতের কথা ভাবতে শুরু করলাম। শায়ানার নিথর দেহ, রক্তের ভেজা মেঝে, আর সেই রহস্যময় আঁকাগুলো—সবকিছু আমার মানসপটে জীবন্ত হয়ে ভেসে উঠছিল। একজন সাংবাদিক হিসেবে আমি জানি, এমন একটা চাঞ্চল্যকর ঘটনা আমার ক্যারিয়ারের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু একই সাথে, নৃশংসতার সেই দৃশ্য আমার ভেতর একটা অস্বস্তিও তৈরি করেছিল।
অফিসে পৌঁছেই আমি গতকাল রাতের ঘটনার রিপোর্ট লেখার কাজে লেগে গেলাম। প্রতিটি খুঁটিনাটি তথ্য, আমার দেখা দৃশ্য—সবকিছু নিখুঁতভাবে লেখার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু বারবার আমার মনোযোগ সরে যাচ্ছিল সেই দেয়ালের আঁকাগুলোর দিকে। ওগুলো কি শুধুই এলোমেলো কিছু দাগ, নাকি এর কোনো বিশেষ অর্থ আছে?
দুপুরের দিকে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, আজম ওসমানের সাথে একবার দেখা করা দরকার। তার তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে কিছু তথ্য হয়তো পাওয়া যেতে পারে, যা আমার রিপোর্টে নতুন মাত্রা যোগ করবে।
হোমিসাইড ব্রাঞ্চের অফিসে গিয়ে দেখলাম, সেখানে বেশ ব্যস্ততা। অফিসাররা ফাইলপত্র নিয়ে ছুটোছুটি করছেন, ফোনে কথা বলছেন। আজম ওসমানের ডেস্কটা এক কোণে, কিছুটা অগোছালো। ফাইলের স্তূপের মাঝে তিনি ঝুঁকে কিছু কাগজপত্র দেখছিলেন, মুখে সিগারেট।
আমাকে দেখে তিনি হালকা হাসলেন। “আরে, লেখক সাহেব। আবার কী মনে করে?”
আমি এগিয়ে গিয়ে একটা চেয়ার টেনে বসলাম। “গতকাল রাতের ঘটনা নিয়ে কিছু জানার ছিল, ডিটেকটিভ ওসমান। আপনার তদন্তের কোনো অগ্রগতি?”
আজম ওসমান সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন। “অগ্রগতি? এই সবে তো শুরু। তবে কিছু জিনিস আমার নজরে এসেছে।”
“যেমন?” আমার কৌতূহল দমন করতে পারলাম না।
“মেয়েটির শরীরে আঘাতগুলো এলোমেলো নয়। প্রতিটি কাটের একটা নির্দিষ্ট গভীরতা আছে, যেন হত্যাকারী খুব হিসেব করে আঘাত করেছে। আর সেই দেওয়ালের আঁকাগুলো…” তিনি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, “আমার মনে হয় ওগুলো কোনো প্রতীক। হয়তো হত্যাকারী তার বিকৃত মনের কোনো বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে চেয়েছে।”
“আপনার কি মনে হয় হত্যাকারী পরিচিত কেউ?”
“সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ভাঙচুরের কোনো চিহ্ন নেই, যা সাধারণত বাইরের লোক প্রবেশ করলে দেখা যায়।”
আমাদের কথা বলার মাঝখানে একজন অফিসার এসে আজম ওসমানের হাতে কিছু ছবি দিয়ে গেল। ছবিগুলো শায়ানার মরদেহের ক্লোজ-আপ এবং ঘটনাস্থলের বিভিন্ন কোণের।
ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে আজম ওসমানের মুখ কঠিন হয়ে গেল। একটা ছবিতে আমার চোখ আটকে গেল—শায়ানার হাতের কাছে একটি ছোট, ধাতব টুকরো পড়ে আছে।
“এটা কী?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।
আজম ওসমান ছবিটি হাতে নিয়ে ভালো করে দেখলেন। “ঠিক বুঝতে পারছি না। ফরেনসিক টিম এটা সংগ্রহ করেছে। হয়তো কোনো অস্ত্রের অংশ অথবা অন্য কিছু।”
এরপর কিছুক্ষণ আমরা দুজনেই চুপ করে রইলাম। আজম ওসমান যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন। তার চারপাশের কোলাহল যেন তার মনোযোগে কোনো ব্যাঘাত ঘটাতে পারছে না।
“আপনি কি সেই আঁকাগুলোর কোনো মানে বের করতে পেরেছেন?” আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম।

তিনি মাথা নাড়লেন। "এখনও না। তবে আমার একজন পুরনো বন্ধু আছে, যে এই ধরনের প্রতীক আর কালির বিষয়ে ভালো জানে। তার সাথে কথা বলতে হবে।"
কথাটা শেষ না হতেই তার ফোন বেজে উঠল। অন্য প্রান্তে কে ছিল জানি না, তবে তার কথা বলার ভঙ্গি দেখে মনে হলো কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছেন। ফোন রেখে তিনি দ্রুত উঠে দাঁড়ালেন।
"আমাকে এখন বের হতে হবে, লেখক সাহেব। একটা নতুন সূত্র পাওয়া গেছে মনে হচ্ছে।"
আমিও উঠে দাঁড়ালাম। "আমি কি আপনার সাথে যেতে পারি?"
আজম ওসমান কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "দেখুন, এটা একটা বিপজ্জনক তদন্ত। আপনি বরং আপনার রিপোর্টের কাজ করুন। যখন নতুন কিছু জানতে পারব, আমি আপনাকে জানাব।"
আমি বুঝতে পারলাম, এই মুহূর্তে তাকে বিরক্ত করা উচিত হবে না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে তার প্রস্তাব মেনে নিতে হলো। হোমিসাইড ব্রাঞ্চ থেকে বেরিয়ে আমি সোজা আমার অফিসে গেলাম। কিন্তু আমার মন পড়ে রইল সেই রহস্যময় হত্যাকাণ্ডের কিনারা খোঁজার জন্য। আজম ওসমানের একাকী তদন্তের পথে আমিও যেন অজান্তেই সঙ্গী হয়ে গেলাম। সেই ধাতব টুকরোটা কী ছিল? আর সেই আঁকাগুলোর রহস্যই বা কী? আমার সাংবাদিক মন এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল।
সেদিন রাতে, আমি আবার সেই অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বৃষ্টির রেশ কেটে গেছে, আকাশ পরিষ্কার। কিন্তু আমার মনে তখনও সেই রাতের ভয়াবহ দৃশ্য অমলিন। নবম তলার সেই ফ্ল্যাটের দিকে তাকিয়ে আমি ভাবলাম, শায়ানার হত্যাকারী কে এবং কেন সে এমন নৃশংস কাজ করলো? আর সেই রহস্যময় প্রতীকগুলোর অর্থই বা কী? এই প্রশ্নগুলো যেন আমার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল।
পরের দিন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, নিজের মতো করেও এই কেসের কিছু সূত্র খুঁজে বের করার চেষ্টা করব। একজন রিপোর্টার হিসেবে আমারও কিছু নিজস্ব যোগাযোগ আছে। হয়তো তাদের মাধ্যমে আমি এমন কিছু তথ্য পেতে পারি, যা পুলিশ এখনও জানতে পারেনি। আমার মনে একটাই জেদ—এই রহস্যের জাল ভেদ করতেই হবে।

অধ্যায় ৩

সাংবাদিকের নিজস্ব অনুসন্ধান ও প্রতীকের হাতছানি

পুলিশের তদন্তের পাশাপাশি আমিও নিজের মতো করে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা শুরু করলাম। আমার সাংবাদিকতার পরিচিত মহলে ফোন ঘোরালাম, বিশেষ করে যারা ক্রাইম রিপোর্টিংয়ের সাথে যুক্ত। শায়ানার ব্যক্তিগত জীবন, বাংলাদেশে আসার উদ্দেশ্য এবং তার সাথে কারা কারা যোগাযোগ রাখত—এইসব বিষয়ে কিছু তথ্য জানার চেষ্টা করছিলাম।
বেশ কয়েকজন জানালেন, শায়ানা খুবই মিশুক প্রকৃতির ছিলেন এবং বাংলাদেশে তার একটি বড় ইভেন্ট লঞ্চ করার কথা ছিল। তার কিছু স্থানীয় ব্যবসায়ীর সাথে যোগাযোগ ছিল, তবে তাদের মধ্যে কেউই সন্দেহজনক নয় বলে মনে হলো। অন্যদিকে, সেই রহস্যময় প্রতীকগুলো আমার মন থেকে কিছুতেই যাচ্ছিল না। আমি ইন্টারনেটে এই ধরনের প্রতীক নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলাম, বিভিন্ন গুপ্ত ভাষা ও প্রাচীন লিপির ওয়েবসাইটে চোখ বোলালাম। কিন্তু কিছুই যেন পরিচিত মনে হলো না।
পরের দিন সকালে আমি আবার হোমিসাইড ব্রাঞ্চে গেলাম। আজম ওসমান তার ডেস্কের ওপর ঝুঁকে একগাদা ফাইলের মধ্যে ডুবে ছিলেন। তার মুখে সেই একই ক্লান্তির ছাপ, তবে চোখে একটা চাপা অনুসন্ধিৎসু ভাব।
"কিছু নতুন খবর আছে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।
তিনি মাথা নাড়লেন। "ফরেনসিক রিপোর্ট এখনও আসেনি। তবে সেই ধাতব টুকরোটায় কিছু আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে, যা শায়ানার নয়। আমরা সেগুলো ডেটাবেজের সাথে মিলিয়ে দেখছি।"
"আর সেই প্রতীকগুলো?"
আজম ওসমান কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, "আমার এক পুরনো বন্ধু আছে, সে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন লিপি আর প্রতীক নিয়ে গবেষণা করে। কাল রাতে তার সাথে কথা বলেছিলাম। সে কিছু ধারণা দিয়েছে।"
আমার আগ্রহ বেড়ে গেল। "কী ধারণা?"
"সে মনে করে এগুলো কোনো বিশেষ কাল্টের বা গুপ্ত গোষ্ঠীর প্রতীক হতে পারে। তবে নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে হলে আরও ভালোভাবে পরীক্ষা করতে হবে।"
"কাল্ট? গুপ্ত গোষ্ঠী?" আমার কপালে ভাঁজ পড়ল। "শায়ানার সাথে এদের কী সম্পর্ক থাকতে পারে?"

“এখনও কিছুই বলা যাচ্ছে না। তবে আমরা সব দিক খতিয়ে দেখছি।”
কথা বলার সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হলো। একজন অফিসার ভেতরে এসে আজম ওসমানের হাতে একটি ফাইল দিলেন। ফাইলটা খুলেই তার চোখ সামান্য প্রসারিত হলো।
“কী আছে ওতে?” আমি কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।
“শায়ানার পোস্টমর্টেম রিপোর্ট,” তিনি গম্ভীর স্বরে বললেন। “রিপোর্টে যা বলা হয়েছে, তা আরও ভয়াবহ।”
আমি উৎকণ্ঠা নিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।
“শরীরে অসংখ্য আঘাতের পাশাপাশি, রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে মৃত্যুর আগে শায়ানার শরীরে কিছু রাসায়নিক দ্রব্যের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। সম্ভবত তাকে অচেতন করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল।”
আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। তার মানে হত্যাকারী শুধু নৃশংসই ছিল না, ঠান্ডা মাথার পরিকল্পনাকারীও ছিল।
“আর সেই রক্তের আঁকাগুলো?” আমি আবার সেই প্রশ্নটা করলাম।
“ফরেনসিক টিম রক্তের নমুনা পরীক্ষা করেছে। সেটা মানুষের রক্ত, তবে এর সাথে অন্য কিছু মিশ্রিত আছে কিনা তা জানতে আরও সময় লাগবে।”
আজম ওসমান আবার সেই ফাইলগুলোর দিকে ঝুঁকলেন। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি যেন এক জটিল ধাঁধার সমাধান করার চেষ্টা করছেন।
সেদিন বিকেলে আমি আমার এক পুরনো সহকর্মীর সাথে দেখা করলাম, যে আগে ক্রাইম বিটে কাজ করত। তাকে শায়ানার হত্যাকাণ্ড এবং সেই রহস্যময় প্রতীকগুলোর কথা বললাম।
সে কিছুক্ষণ ভেবে বলল, “দেখো তানবীন, এই ধরনের প্রতীক সাধারণত সিরিয়াল কিলাররা ব্যবহার করে। তারা হয়তো তাদের ‘কাজ’-এর একটা স্বাক্ষর রাখতে চায়, অথবা তাদের বিকৃত মানসিকতার কোনো বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে চায়।”
সিরিয়াল কিলার—এই শব্দটা শুনে আমার মেরুদণ্ড দিয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল। শায়ানার হত্যাকারী কি একজন সিরিয়াল কিলার?
আমার সহকর্মী আরও বলল, “যদি এটা সিরিয়াল কিলারের কাজ হয়, তাহলে হয়তো এর আগেও এমন ঘটনা ঘটেছে। পুরনো ফাইল ঘেঁটে দেখতে পারো, হয়তো কোনো সূত্র পাওয়া যেতে পারে।”
তার কথা শুনে আমার মনে একটা নতুন আশার সঞ্চার হলো। আমি ঠিক করলাম, এবার পুরনো ক্রাইম ফাইলগুলো ঘেঁটে দেখব। হয়তো সেখানে এমন কোনো ঘটনা বা প্রতীক খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, যা এই রহস্যের জট খুলতে সাহায্য করবে।
সে রাতে, আমি অফিসের পুরনো আর্কাইভের ধুলোমাখা ফাইলগুলোর মধ্যে ডুবে গেলাম। দিনের পর দিন ঘটে যাওয়া নৃশংস সব হত্যাকাণ্ডের বিবরণ পড়তে লাগলাম। প্রতিটি ফাইলের পাতা উল্টানোর সাথে সাথে আমার মনে এক গভীর বিষণ্ণতা ছেয়ে যাচ্ছিল। মানুষের নিষ্ঠুরতা কত ভয়ঙ্কর হতে পারে, তার জীবন্ত প্রমাণ যেন এই ফাইলগুলো।
অনেক রাত পর্যন্ত ফাইল ঘাঁটার পর হঠাৎ একটা পুরনো কেসের বিবরণ আমার চোখে পড়ল। পাঁচ বছর আগে ঠিক একই ধরনের একটি হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল—একটি তরুণীকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল এবং তার শরীরের পাশে রক্তের কালিতে কিছু অদ্ভুত প্রতীক আঁকা ছিল। প্রতীকগুলো হুবহু না হলেও, তাদের মধ্যে একটা ভীতিকর মিল ছিল।
আমার হাত কাঁপতে শুরু করলো। তাহলে কি শায়ানার হত্যাকারী সেই একই ব্যক্তি? পাঁচ বছর পর সে আবার ফিরে এসেছে?
আমি দ্রুত ফাইলটা নিয়ে আজম ওসমানের কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। হয়তো এই পুরনো কেসের সূত্র ধরে আমরা নতুন কোনো দিশা খুঁজে পেতে পারি। রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে আমি আমার গাড়ির দিকে ছুটলাম, আমার মনে তখন একটাই চিন্তা—এই ভয়ঙ্কর রহস্যের শেষ কোথায়?

অধ্যায় ৪

পুরনো ছায়া, নতুন আতঙ্ক

হোমিসাইড ব্রাঞ্চের অফিসে যখন পৌঁছালাম, তখন প্রায় মধ্যরাত। অফিসের আলো তখনও জ্বলছে, রাতের নীরবতা ভেঙে শুধু কম্পিউটারের কি-বোর্ডের শব্দ আর টেলিফোনের ক্ষীণ আওয়াজ ভেসে আসছিল। আজম ওসমানের ডেস্ক তখনও ফাইলের স্তূপে ঢাকা, তবে তিনি সেখানে ছিলেন না।
একজন অফিসারকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, তিনি জরুরি তলবে ক্রাইম সিনের পুরনো ফাইল নিয়ে আর্কাইভের

দিকে গেছেন। আমার হাতে থাকা পাঁচ বছর আগের সেই পুরনো কেসের ফাইলটা শক্ত করে ধরলাম। সম্ভবত তিনিও একই সূত্র খুঁজে পেয়েছেন।

আর্কাইভের দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করলাম। ধুলো আর পুরনো কাগজের একটা ভ্যাপসা গন্ধ নাকে এল। টিমটিম আলোয় ফাইলপত্রের স্তূপ যেন রহস্যময় কোনো গোলকধাঁধা তৈরি করেছে। এক কোণে আজম ওসমানকে দেখলাম, একটি পুরনো, বিবর্ণ ফাইল হাতে নিয়ে গভীর মনোযোগের সাথে পড়ছেন।

আমাকে দেখে তিনি সামান্য চমকে উঠলেন। "আপনি এখনও জেগে? কী ব্যাপার?"

আমি এগিয়ে গিয়ে আমার হাতে থাকা ফাইলটা তার দিকে বাড়িয়ে দিলাম। "পাঁচ বছর আগের একটা কেস। আমার মনে হয় শায়ানার হত্যাকাণ্ডের সাথে এর কোনো যোগসূত্র থাকতে পারে।"

আজম ওসমান ফাইলটা হাতে নিলেন এবং দ্রুত পাতা উল্টাতে শুরু করলেন। তার মুখের অভিব্যক্তি ক্রমশ কঠিন হতে লাগল। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর তিনি বললেন, "আপনি ঠিক ধরেছেন, লেখক সাহেব। এই কেসটা আমি আগে দেখিনি। কিন্তু এখানে যা লেখা আছে..." তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। "ঠিক একই রকম নৃশংসতা। ভিকটিমের শরীরে একই ধরনের আঘাতের চিহ্ন, আর ঘটনাস্থলে রক্তের কালিতে আঁকা কিছু প্রতীক।"

"প্রতীকগুলো কি একই?" আমার গলায় উত্তেজনা স্পষ্ট।

তিনি ফাইলের একটি ছবি আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। ছবিতে রক্তের কালিতে আঁকা কিছু অদ্ভুত জ্যামিতিক আকার দেখা যাচ্ছে। শায়ানার অ্যাপার্টমেন্টে পাওয়া প্রতীকগুলোর সাথে এর কিছু মিল আছে, আবার কিছু অমিলও রয়েছে।

"কিছুটা আলাদা," আজম ওসমান বললেন। "তবে ধরনটা একই রকম। যেন হত্যাকারী সময়ের সাথে সাথে তার 'স্বাক্ষর'-এর বিবর্তন ঘটিয়েছে।"

"তার মানে আমরা একজন সিরিয়াল কিলারের মুখোমুখি?" আমার ভেতরটা হিম হয়ে গেল।

আজম ওসমান মাথা নেড়ে সায় দিলেন। "খুব সম্ভবত। পাঁচ বছর আগে এই হত্যাকাণ্ডটি রহস্যের বেড়াজালে আটকে ছিল। কোনো সূত্র পাওয়া যায়নি, হত্যাকারীকেও শনাক্ত করা যায়নি। ফাইলটা হঠাৎ করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।"

"বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল?" আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। "কেন?"

"তদন্তে তেমন কোনো অগ্রগতি ছিল না। উপর মহল থেকে চাপ ছিল," তিনি সংক্ষিপ্তভাবে উত্তর দিলেন। "কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, সেই পুরনো ছায়া আবার ফিরে এসেছে, আরও ভয়ঙ্কর রূপে।"

আমরা দুজনেই কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলাম। আর্কাইভের নিস্তব্ধতা যেন সেই পুরনো হত্যাকাণ্ডের ভয়াবহতা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছিল।

"ভিকটিমের নাম কী ছিল?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"তুশি। একজন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী।"

"আর তার শরীরেও কি কোনো রাসায়নিক দ্রব্য পাওয়া গিয়েছিল?"

আজম ওসমান ফাইলটা আবার উল্টে সেই অংশটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করলেন। "হ্যাঁ, রিপোর্টে ঘুমের ওষুধ জাতীয় কিছু পাওয়া গিয়েছিল।"

আমার মনে একটা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল—পাঁচ বছর আগের সেই সিরিয়াল কিলার কেন হঠাৎ আবার সক্রিয় হলো? তার কি কোনো নতুন শিকারের প্রয়োজন ছিল, নাকি শায়ানার হত্যাকাণ্ডের পেছনে অন্য কোনো বিশেষ কারণ আছে?

"আমাদের এখন এই পুরনো ফাইলটা নতুন করে খুঁটিয়ে দেখতে হবে," আজম ওসমান দৃঢ় স্বরে বললেন। "পাঁচ বছর আগের তদন্তে কোথায় ভুল হয়েছিল, কী কী সূত্র এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিল—সবকিছু আমাদের আবার পর্যালোচনা করতে হবে।"

"আমিও কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। "আমার রিপোর্টের কাজের পাশাপাশি যদি কোনো তথ্য খুঁজে পাই..."

আজম ওসমান আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "ঠিক আছে, লেখক সাহেব। তবে সাবধানে থাকবেন। একজন সিরিয়াল কিলারের মন বোঝা কঠিন। আমরা জানি না, এরপর কে তার শিকার হবে।"

তার কথায় একটা চাপা উদ্বেগের সুর ছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম, আমরা এক ভয়ঙ্কর শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি।

পরের কয়েক দিন আমরা দুজনেই সেই পুরনো ফাইল এবং শায়ানার হত্যাকাণ্ডের নতুন তথ্য নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। ফরেনসিক রিপোর্ট থেকে জানা গেল, শায়ানার শরীরে যে রাসায়নিক দ্রব্য পাওয়া গিয়েছিল, তা পাঁচ বছর আগের তুশির শরীরে পাওয়া দ্রব্যের মতোই। আর রক্তের নমুনায় কিছু অস্বাভাবিক উপাদান পাওয়া গেছে, যা সাধারণ রক্তের সাথে মেশানো হয়েছে। তবে সেই উপাদানগুলো কী, তা এখনও শনাক্ত করা যায়নি।

আজম ওসমান তার সেই পুরনো বন্ধুর সাথে আবার দেখা করলেন, যে প্রতীক নিয়ে গবেষণা করে। বন্ধুটি জানাল, এই প্রতীকগুলো কোনো সুপরিচিত কাল্ট বা গুপ্ত গোষ্ঠীর নয়। সম্ভবত হত্যাকারী নিজেই এগুলো তৈরি করেছে, তার বিকৃত চিন্তাভাবনার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে।

এই তথ্য আমাদের আরও অন্ধকারে ঠেলে দিল। যদি প্রতীকগুলো হত্যাকারী নিজেই তৈরি করে থাকে, তাহলে তাদের অর্থ বোঝা আরও কঠিন হয়ে পড়বে।

তবে একটা বিষয় স্পষ্ট হলো—পাঁচ বছর আগে তুশির হত্যাকাণ্ড এবং সাম্প্রতিক শায়ানার হত্যাকাণ্ড একই ব্যক্তির কাজ। একজন সিরিয়াল কিলার, যে দীর্ঘ সময় ধরে আত্মগোপনে ছিল এবং এখন আবার তার নৃশংস খেলা শুরু করেছে।

এই উপলব্ধি আমার ভেতরে একটা চাপা আতঙ্ক সৃষ্টি করলো। ঢাকায় একজন সিরিয়াল কিলার ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর আমরা এখনও তার কোনো হদিস পাইনি। এরপর কে হবে তার শিকার?

অধ্যায় ৫

অন্ধকারের পথে হাতছানি

পাঁচ বছর আগের তুশি হত্যাকাণ্ডের ফাইলটা যেন এক Pandora's Box খুলে দিল। আজম ওসমান এবং আমি দুজনেই সেই ফাইলের প্রতিটি পাতা খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করলাম। পুরনো তদন্তের রিপোর্ট, সাক্ষীদের জবানবন্দি, ফরেনসিক পরীক্ষার ফলাফল—সবকিছু আমরা নতুন করে পর্যালোচনা করছিলাম।

তুশির কেসের তদন্তকারী অফিসার ছিলেন ইন্সপেক্টর খালেদ। তার রিপোর্টে উল্লেখ করা ছিল, তুশি তার বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেল থেকে নিখোঁজ হয়েছিলেন এবং দুদিন পর শহরের উপকণ্ঠে একটি পরিত্যক্ত বাগানবাড়ির পেছনের জঙ্গলে তার মৃতদেহ পাওয়া যায়। তার শরীরেও ধারালো অস্ত্রের অসংখ্য আঘাত ছিল এবং ঘটনাস্থলে রক্তের কালিতে একই ধরনের কিছু প্রতীক আঁকা ছিল, যা শায়ানার অ্যাপার্টমেন্টে পাওয়া প্রতীকগুলোর সাথে ভীতিকরভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ।

তবে তুশির শরীরে কোনো রাসায়নিক দ্রব্যের উপস্থিতি পাওয়া যায়নি, যা শায়ানার ক্ষেত্রে পাওয়া গিয়েছিল। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য ছিল, যা আমাদের ভাবিয়ে তুলছিল। হত্যাকারী কি সময়ের সাথে সাথে তার পদ্ধতি পরিবর্তন করছে?

সাক্ষীদের জবানবন্দিতে তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়নি। তুশির সহপাঠী এবং বন্ধুদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল, কিন্তু কেউই কোনো সন্দেহভাজন ব্যক্তির নাম বলতে পারেনি। বাগানবাড়ির আশেপাশে যারা থাকত, তারাও কোনো অস্বাভাবিক কিছু দেখার কথা জানায়নি।

ফরেনসিক রিপোর্টে রক্তের নমুনা এবং অন্যান্য আলামত সংগ্রহ করার কথা উল্লেখ ছিল, কিন্তু সেই সময়ের প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতার কারণে হয়তো সেগুলো থেকে তেমন কোনো তথ্য উদ্ধার করা যায়নি।

আজম ওসমান একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। “পাঁচ বছর আগের তদন্তে অনেক ফাঁক ছিল বলে মনে হচ্ছে। অথবা হয়তো কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূত্র এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।”

“কেন ফাইলটা হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল?” আমি আবার সেই প্রশ্নটা করলাম।

“রিপোর্টে উল্লেখ করা আছে, তদন্তে আর কোনো নতুন সূত্র পাওয়া যাচ্ছিল না। উপর মহল থেকে সম্ভবত আর চাপ ছিল না,” আজম ওসমান বললেন। “কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, সেই সময় আমরা একটা ভয়ঙ্কর বিপদকে উপেক্ষা করেছিলাম।”

পরের কয়েক দিন আমরা দুজনেই তুশির কেসের সাথে জড়িত প্রতিটি ছোটখাটো তথ্য মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম। আমি আমার সাংবাদিকতার সূত্রে পুরনো দিনের ক্রাইম রিপোর্টারদের সাথে কথা বললাম, যারা সেই সময় এই কেসটি কভার করেছিলেন।

তাদের কাছ থেকে কিছু ইন্টারেস্টিং তথ্য পেলাম। তুশির হত্যাকাণ্ড নিয়ে তখন বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ করেই মিডিয়ার আগ্রহ কমে যায় এবং ধীরে ধীরে ঘটনাটি বিস্মৃতির আড়ালে চলে যায়। কয়েকজন রিপোর্টার সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন যে, হয়তো কোনো প্রভাবশালী মহল তদন্ত প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছিল।

এই তথ্য আমার মনে একটা নতুন সন্দেহের জন্ম দিল। পাঁচ বছর আগের সেই সিরিয়াল কিলারের কি কোনো শক্তিশালী পৃষ্ঠপোষক ছিল?

অন্যদিকে, আজম ওসমান তার সেই বন্ধুর মাধ্যমে প্রতীকগুলোর আরও গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। বন্ধুটি বিভিন্ন প্রাচীন লিপি এবং গুপ্ত সংকেতের বই ঘেঁটে কিছু নতুন ধারণা দিলেন। তিনি মনে করেন, প্রতীকগুলো হয়তো কোনো ব্যক্তিগত বিশ্বাস বা দার্শনিক চিন্তাভাবনার সাথে জড়িত, যা হত্যাকারী তার নৃশংস কাজের মাধ্যমে প্রকাশ করতে চায়।

একদিন আজম ওসমান আমাকে তার অফিসে ডেকে পাঠালেন। তার চোখে একটা নতুন ধরনের আলো দেখতে পেলাম।
"আমার মনে হয় আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ সূত্র খুঁজে পেয়েছি," তিনি বললেন।
"কী সূত্র?" আমার উত্তেজনা চরমে পৌঁছাল।
"তুশির অ্যাপার্টমেন্ট থেকে কিছু ব্যক্তিগত ডায়েরি উদ্ধার করা হয়েছিল। তদন্তকারীরা হয়তো সেগুলোকে তেমন গুরুত্ব দেননি। কিন্তু আমি আজ সেগুলো আবার খুঁটিয়ে দেখছিলাম।"
তিনি একটি পুরনো, বিবর্ণ ডায়েরি আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। ডায়েরির পাতাগুলো হলুদ হয়ে গেছে, অনেক জায়গায় কালির আঁচড় অস্পষ্ট।
"তুশি তার ডায়েরিতে কিছু অদ্ভুত স্বপ্নের কথা লিখত," আজম ওসমান বললেন। "এমন কিছু ভয়ঙ্কর আর বীভৎস স্বপ্ন, যা কোনো স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে দেখা সম্ভব নয়। আর সেই স্বপ্নগুলোর সাথে কিছু প্রতীকও আঁকা ছিল—ঠিক যেমনটা আমরা হত্যাকাণ্ডের স্থানে দেখেছি।"
আমি দ্রুত ডায়েরির পাতা উল্টাতে শুরু করলাম। সত্যিই, প্রতিটি ভয়ঙ্কর স্বপ্নের বর্ণনার পাশে ছোট ছোট কিছু প্রতীক আঁকা। কিছু প্রতীক শায়ানার অ্যাপার্টমেন্টে পাওয়া প্রতীকের সাথে হুবহু মেলে, আবার কিছু নতুন।
"আমার বন্ধু মনে করে, এই স্বপ্নগুলো এবং প্রতীকগুলো হত্যাকারীর মনের ভেতরের অন্ধকার জগতকে প্রতিফলিত করে," আজম ওসমান বললেন। "হয়তো তুশি কোনোভাবে সেই অন্ধকার জগতের আভাস পেয়েছিল, আর সেই কারণেই সে হত্যাকারীর শিকার হয়েছিল।"
এই আবিষ্কার আমাদের তদন্তে একটা নতুন মোড় এনে দিল। এখন আমাদের মনোযোগ শুধু হত্যাকাণ্ডের শিকারদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না, বরং হত্যাকারীর মনের গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করতে হবে। তার স্বপ্ন, তার বিশ্বাস—এইসব হয়তো আমাদের তার পরিচয় পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে।
তবে এই পথটা যে কতটা অন্ধকার আর বিপজ্জনক হতে পারে, তা আমরা তখনও পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারিনি। আমরা যেন এক ভয়ঙ্কর গোলকধাঁধায় প্রবেশ করতে চলেছি, যার প্রতিটি বাঁকে হয়তো আরও ভয়াবহ রহস্য অপেক্ষা করছে।

অধ্যায় ৬

স্বপ্নের জাল, প্রতীকের ভাষা এবং এক অশরীরী শিল্পীর ছায়া

তুশির ডায়েরির প্রতিটি পাতা যেন এক গভীর কুয়াশার চাদরে ঢাকা। তার স্বপ্নগুলোর বর্ণনা এতটাই ভীতিকর আর অস্পষ্ট যে, প্রথমবার পড়ে কিছুই বোধগম্য হয় না। মনে হয় যেন কোনো অসুস্থ মনের এলোমেলো প্রলাপ। কিন্তু আজম ওসমান ধৈর্য ধরে প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বাক্য খুঁটিয়ে দেখছিলেন।
"দেখুন এখানে," তিনি একটি নির্দিষ্ট পাতার দিকে ইঙ্গিত করলেন। "তুশি লিখেছে, 'কালো ডানাওয়ালা কিছু যেন আমাকে তাড়া করছে, তাদের চোখগুলো জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো। তারা আমার রক্ত পান করতে চায়।' আর এর পাশেই এই প্রতীকটা আঁকা।"
প্রতীকটা ছিল একটি উল্টানো ক্রুসের মতো, যার নিচের দিকে তিনটি ছোট বৃত্ত যুক্ত করা। শায়ানার অ্যাপার্টমেন্টে পাওয়া প্রতীকগুলোর মধ্যে এই ক্রুসের অংশটি ছিল, কিন্তু বৃত্তগুলো নতুন।
"আপনার বন্ধু এই প্রতীক সম্পর্কে কিছু বলতে পেরেছেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।
আজম ওসমান মাথা নাড়লেন। "না, ঠিক এইরকম প্রতীক সে আগে দেখেনি। তবে উল্টানো ক্রুস সাধারণত শয়তানের প্রতীক হিসেবে ধরা হয়। আর তিনটি বৃত্তের আলাদা আলাদা অর্থ থাকতে পারে।"
আমরা দুজনেই কিছুক্ষণ ডায়েরির পাতাগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলাম। তুশির ভয়ঙ্কর স্বপ্নগুলো যেন আমাদেরও একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি দিচ্ছিল।
"আমার মনে হয় আমাদের মনোবিজ্ঞানীর সাহায্য নেওয়া উচিত," আমি বললাম। "এই স্বপ্নগুলো হয়তো হত্যাকারীর মানসিকতা বুঝতে সাহায্য করতে পারে।"
আজম ওসমান কিছুক্ষণ ভাবলেন। "হ্যাঁ, আপনার কথা ঠিক। আমার পরিচিত একজন ফরেনসিক সাইকোলজিস্ট আছেন, ডক্টর রায়। তিনি হয়তো এই স্বপ্নগুলো বিশ্লেষণ করে কোনো ধারণা দিতে পারবেন।"
পরের দিন আমরা ডক্টর রায়ের সাথে দেখা করতে গেলাম। তিনি একজন অভিজ্ঞ এবং খ্যাতিমান মনোবিজ্ঞানী। তুশির ডায়েরি এবং শায়ানার হত্যাকাণ্ডের স্থান থেকে পাওয়া প্রতীকগুলোর ছবি দেখে তিনি গভীর মনোযোগের সাথে আমাদের

কথা শুনলেন।
“এই স্বপ্নগুলো অত্যন্ত Disturbing,” ডক্টর রায় বললেন। “এগুলো গভীর ভয়, অসহায়তা এবং ধ্বংসের ইচ্ছাকে নির্দেশ করে। মনে হচ্ছে, স্বপ্নদ্রষ্টা কোনো ভয়ঙ্কর মানসিক trauma-র শিকার হয়েছিলেন।”
“আর প্রতীকগুলো?” আজম ওসমান জিজ্ঞেস করলেন।
ডক্টর রায় কিছুক্ষণ প্রতীকগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন। “উল্টানো ক্রুস যেমন শয়তানের প্রতীক, তেমনি এটা কর্তৃত্বের বিকৃত রূপকেও বোঝাতে পারে। আর তিনটি বৃত্ত—এর অনেক অর্থ হতে পারে। কখনও কখনও এটা সময়, জীবনচক্র বা এমনকি তিনজন শিকারকেও নির্দেশ করতে পারে।”
তার ব্যাখ্যা শুনে আমার গা শিউরে উঠল। তাহলে কি হত্যাকারী তার প্রতিটি শিকারকে কোনো বিশেষ সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করে?
“আমার মনে হয় হত্যাকারী তার ভিকটিমদের ওপর এক ধরনের মানসিক আধিপত্য বিস্তার করতে চায়,” ডক্টর রায় বললেন। “এই প্রতীকগুলো হয়তো তার সেই বিকৃত কর্তৃত্বের প্রকাশ।”
তিনি আরও বলেন, “আপনারা যদি হত্যাকারীর অতীত সম্পর্কে কোনো তথ্য পান, বিশেষ করে তার শৈশব বা কোনো বড় ধরনের মানসিক আঘাতের ঘটনা, তা হয়তো এই রহস্যের জট খুলতে সাহায্য করতে পারে।”
ডক্টর রায়ের সাথে কথা বলার পর আমাদের তদন্তের মোড় কিছুটা হলেও স্পষ্ট হলো। এখন আমাদের মনোযোগ শুধু হত্যাকাণ্ডের শিকারদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে, হত্যাকারীর অন্ধকার অতীত এবং তার বিকৃত মানসিকতার দিকেও প্রসারিত করতে হবে।
আমি আবার আমার সাংবাদিকতার সূত্রে পুরনো দিনের খবর এবং ঘটনার ফাইল ঘাঁটতে শুরু করলাম। যদি পাঁচ বছর আগে তুশির হত্যাকাণ্ডের সময় কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে থাকে বা কোনো সন্দেহভাজন ব্যক্তির নাম উঠে এসে থাকে, তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিলাম।
অন্যদিকে, আজম ওসমান তার নিজস্ব পথে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তুশির বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুদের এবং শিক্ষকদের সাথে আবার কথা বলার সিদ্ধান্ত নিলেন। হয়তো পাঁচ বছর আগে তারা এমন কিছু তথ্য এড়িয়ে গিয়েছিলেন, যা এখন গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।
কয়েক দিন পর আজম ওসমান আমাকে ফোন করে তার অফিসে ডেকে পাঠালেন। তার গলায় একটা চাপা উত্তেজনা অনুভব করলাম।
“আমার মনে হয় আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছি,” তিনি বললেন।
“কী তথ্য?”
“তুশির এক বান্ধবী আমাকে জানিয়েছে, তুশি তার মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ আগে একটি আর্ট এক্সিবিশনে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি একটি বিশেষ ছবি দেখে খুব ভয় পেয়েছিলেন।”
“কী ছিল সেই ছবিতে?” আমার কৌতূহল চরমে পৌঁছাল।
“ছবিটি ছিল একটি বীভৎস দৃশ্য—রক্তাক্ত শরীরে ধারালো অস্ত্রের আঘাত, আর চারপাশে কিছু অদ্ভুত প্রতীক আঁকা।”
আমার বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। তাহলে কি হত্যাকারী তার নৃশংস কাজগুলো ছবির মাধ্যমে কোথাও প্রকাশ করত? আর তুশি কি সেই ভয়ঙ্কর ছবি দেখে ফেলায় তার শিকার হয়েছিল?
“বান্ধবীটি শিল্পীর নাম বলতে পেরেছে?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।
আজম ওসমান কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, “হ্যাঁ। শিল্পী তার ছবিতে ‘Dante’ ছদ্মনাম ব্যবহার করত। কিন্তু বাস্তবে এই নামে কোনো শিল্পীর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি।”
আমার কপালে ভাঁজ পড়ল। একজন অশরীরী শিল্পী, যার কোনো ঠিকানা নেই, কেবল একটি ছদ্মনাম—এই বিষয়টি রহস্যকে আরও ঘনীভূত করে তুলল। তাহলে কে এই ‘Dante’? কেন সে এমন বীভৎস ছবি আঁকে? আর তার সাথে তুশির বা শায়ানার কী সম্পর্ক থাকতে পারে? এই প্রশ্নগুলো যেন এক নতুন ধাঁধার সৃষ্টি করলো, যা আমাদের তদন্তের গতিপথ পরিবর্তন করে দিতে পারে।

অধ্যায় ৭

Dante-র রহস্যময় জগৎ

'Dante'—এই ছদ্মনামটি যেন একটা ভুতুড়ে ঘন্টার মতো আমাদের তদন্তের চারপাশে বাজতে শুরু করলো। বাস্তবে যার কোনো অস্তিত্ব নেই, অথচ তার আঁকা ছবি একটি হত্যাকাণ্ডের কারণ হতে পারে—এই ভাবনাটাই যথেষ্ট রহস্যময়। আজম ওসমান এবং আমি দুজনেই এই অশরীরী শিল্পীর জগৎ নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করলাম।

"আমার বন্ধু, যে আর্ট নিয়ে কাজ করে, তাকে 'Dante' নামে কোনো শিল্পীর কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম," আজম ওসমান বললেন। "সেও এই নামে কাউকে চেনে না। এমনকি কোনো আন্ডারগ্রাউন্ড আর্ট সার্কেল বা ওয়েবসাইটেও এই নামের কোনো শিল্পীর উল্লেখ নেই।"

তাহলে এই 'Dante' আসলে কে? কোনো ছদ্মবেশী সিরিয়াল কিলার, যে তার নৃশংসতাকে শিল্পের আড়ালে ঢাকতে চাইছে? নাকি অন্য কিছু?

আমি ইন্টারনেটে 'Dante' নাম দিয়ে সার্চ করলাম, বিভিন্ন আর্ট ফোরাম এবং ওয়েবসাইটে খুঁজলাম। কিন্তু কোথাও এই নামে কোনো শিল্পীর প্রোফাইল বা কাজের উল্লেখ পেলাম না। মনে হচ্ছিল যেন এই নামটি ইচ্ছাকৃতভাবে তৈরি করা হয়েছে, আমাদের বিভ্রান্ত করার জন্য।

তবে একটা জিনিস খুঁজে পেলাম। পাঁচ বছর আগে তুশির হত্যাকাণ্ডের পর একটি অনলাইন আর্ট ম্যাগাজিনে 'Dante' নামে এক বেনামী শিল্পীর একটি বীভৎস চিত্রকর্মের রহস্যময় আলোচনা হয়েছিল। ছবিটি ছিল ভয়াবহ—এক নারীর রক্তাক্ত দেহ, ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত, এবং চারপাশে সেই একই ধরনের কিছু প্রতীক আঁকা। ছবিটি এতটাই গ্রাফিক ছিল যে, ম্যাগাজিন কর্তৃপক্ষ পরে সেটি সরিয়ে ফেলেছিল।

আমি দ্রুত সেই ম্যাগাজিনের আর্কাইভ খুঁজে বের করার চেষ্টা করলাম। অনেক চেষ্টার পর সেই বিতর্কিত ছবিটি উদ্ধার করতে সক্ষম হলাম। আমার দেখা বর্ণনা অনুযায়ী, ছবিটির বিষয়বস্তু ছিল শিউরে ওঠার মতো। আর হ্যাঁ, ছবির এক কোণে সেই রহস্যময় প্রতীকগুলোও আঁকা ছিল।

"আজম ওসমান, দেখুন এটা!" আমি আমার ল্যাপটপের স্ক্রিন তার দিকে ঘোরালাম। "পাঁচ বছর আগে তুশির হত্যাকাণ্ডের পর এই ছবিটি অনলাইনে দেখা গিয়েছিল। শিল্পী নিজেকে 'Dante' নামে পরিচয় দিত।"

আজম ওসমান মনোযোগ দিয়ে ছবিটি দেখলেন। তার মুখ কঠিন হয়ে গেল। "তাহলে এই 'Dante'-ই আমাদের হত্যাকারী। কিন্তু এর কোনো বাস্তব পরিচয় নেই কেন?"

"হয়তো এটা তার ছদ্মনাম," আমি বললাম। "সে হয়তো তার আসল পরিচয় গোপন রাখতে চাইছে।"

"কিন্তু কেন সে তার নৃশংসতা ছবির মাধ্যমে প্রকাশ করছে?" আজম ওসমানের প্রশ্নটা যেন শূন্যে ভেসে বেড়াল।

আমরা দুজনেই বুঝতে পারছিলাম, এই 'Dante'-র রহস্য ভেদ করা সহজ হবে না। সে হয়তো একজন অত্যন্ত ধূর্ত এবং মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি, যে তার অপরাধকে শিল্পের মোড়কে উপস্থাপন করতে চাইছে।

পরের কয়েক দিন আমরা সেই অনলাইন আর্ট ম্যাগাজিনের ফোরাম এবং কমেন্ট সেকশনগুলো খুঁটিয়ে দেখলাম। সেখানে 'Dante' এবং তার বিতর্কিত ছবিটি নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছিল। কিছু লোক ছবিটিকে অসুস্থ মনের বিকৃতি বলে সমালোচনা করেছিল, আবার কিছু লোক এর শৈল্পিক দিক খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছিল। তবে কেউই শিল্পীর আসল পরিচয় সম্পর্কে কোনো তথ্য দিতে পারেনি।

তবে একটি কমেন্ট আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। একজন ইউজার লিখেছিল, "আমার মনে হয় 'Dante'-র ছবিগুলো কোনো বাস্তব ঘটনার প্রতিচ্ছবি। যেন সে যা দেখেছে, সেটাই আঁকছে।"

এই মন্তব্যটি আমাদের ভাবিয়ে তুলল। তাহলে কি 'Dante' শুধু একজন শিল্পী নয়, বরং সে নিজেই সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ডগুলোর সাক্ষী, অথবা এমনকি স্বয়ং হত্যাকারী?

আজম ওসমান তখন তুশির বান্ধবীটির সাথে আবার কথা বললেন, যে তাকে আর্ট এক্সিবিশনে সেই ভয়ঙ্কর ছবিটি দেখানোর কথা বলেছিল। বান্ধবীটি জানাল, ছবিটি একটি ছোট, স্বল্পপরিচিত গ্যালারিতে প্রদর্শিত হয়েছিল এবং সেখানে খুব কম লোকই গিয়েছিল। শিল্পীর সাথে তার সরাসরি কোনো কথা হয়নি।

আমরা সেই গ্যালারির ঠিকানা জোগাড় করে সেখানে গেলাম। গ্যালারির মালিক একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। তিনি 'Dante' নামের কোনো শিল্পীকে চেনেন না বলে জানালেন। তবে পাঁচ বছর আগে একজন বেনামী শিল্পী কিছু ছবি জমা রেখেছিলেন প্রদর্শনের জন্য। ছবিগুলো ছিল খুবই অদ্ভুত এবং ভীতিকর, তাই তিনি সেগুলো বেশি দিন রাখেননি এবং শিল্পীর সাথে তার আর কোনো যোগাযোগ হয়নি।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমাদের সেই ছবিগুলোর কিছু পুরনো ক্যাটালগ দেখালেন। ক্যাটালগে 'Dante'-র আঁকা কয়েকটি ছবির ছোট প্রিন্ট ছিল। প্রতিটি ছবিতেই বীভৎসতা এবং রহস্যের ছোঁয়া ছিল। আর হ্যাঁ, প্রতিটি ছবির এক কোণে সেই একই ধরনের প্রতীক আঁকা ছিল।

“আপনার কাছে কি সেই শিল্পীর কোনো কন্টাক্ট ইনফরমেশন ছিল?” আজম ওসমান জিজ্ঞেস করলেন।
বৃদ্ধ ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন। “না। সে শুধু ছবিগুলো জমা দিয়ে গিয়েছিল এবং বলেছিল বিক্রি হলে যেন তাকে ফোন করে জানানো হয়। কিন্তু কোনো ফোন নম্বর বা ঠিকানা দেয়নি।”
আমরা যেন এক অদৃশ্য শত্রুর পেছনে ছুটছি। ‘Dante’ নামের এই শিল্পী যেন কুয়াশার মতো, ধরাও দেয় না আবার পুরোপুরি আড়ালেও যায় না। তার আঁকা ছবিগুলো যেন আমাদের দিকে তাকিয়ে উপহাস করছে, যেন বলছে—তোমরা কখনোই আমাকে ধরতে পারবে না।
তবে আমরা হাল ছাড়ার পাত্র নই। এই রহস্যের শেষ পর্যন্ত আমাদের যেতেই হবে, এমনকি যদি সেই পথ অন্ধকারের দিকেই হাতছানি দেয়।

অধ্যায় ৮

রঙের ভাষা, রক্তের ইশারা

বৃদ্ধ গ্যালারি মালিকের কাছ থেকে পাওয়া ‘Dante’-র আঁকা ছবিগুলোর ক্যাটালগ নিয়ে আমরা ডক্টর রায়ের কাছে গেলাম। ছবিগুলোর ছোট প্রিন্ট হলেও, তাদের বীভৎসতা এবং শিল্পীর অদ্ভুত টেকনিক স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। প্রতিটি ছবিতে গাঢ়, রক্তাভ রঙের ব্যবহার ছিল চোখে পড়ার মতো, আর মানবদেহের বিকৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমনভাবে আঁকা যেন দর্শক এক ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের জগতে প্রবেশ করছে।
ডক্টর রায় ছবিগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে দেখলেন। তার মুখ ক্রমশ গম্ভীর হয়ে উঠল।
“এই ছবিগুলো একজন সুস্থ মানুষের কাজ হতে পারে না,” তিনি বললেন। “এখানে গভীর মানসিক অস্থিরতা, ক্রোধ এবং ধ্বংসের একটি প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ পাচ্ছে।”
“আপনি কি এই প্রতীকগুলোর কোনো নতুন অর্থ খুঁজে পাচ্ছেন?” আজম ওসমান জিজ্ঞেস করলেন।
ডক্টর রায় কিছুক্ষণ একটি নির্দিষ্ট প্রতীকের দিকে তাকিয়ে রইলেন—একটি পেঁচানো সাপের মতো, যার মুখে একটি মানুষের খুলি।
“সাপ সাধারণত পুনর্জন্ম বা পরিবর্তনের প্রতীক,” তিনি বললেন। “কিন্তু এর সাথে যখন একটি খুলি যুক্ত হয়, তখন তা মৃত্যু এবং ধ্বংসের ইঙ্গিত দেয়। মনে হচ্ছে, শিল্পী জীবন ও মৃত্যুর এক বিকৃত দর্শন পোষণ করে।”
তিনি আরও বলেন, “রঙের ব্যবহারও তাৎপর্যপূর্ণ। গাঢ় লাল রং এখানে শুধু রক্তপাত নয়, সম্ভবত শিল্পীর ভেতরের তীব্র আবেগ এবং ক্রোধকেও নির্দেশ করছে। আর ব্যাকগ্রাউন্ডে প্রায় সবসময় কালো বা ধূসর রঙের আধিক্য—যা বিষণ্ণতা, নিঃসঙ্গতা এবং অন্ধকারের প্রতীক।”
“তাহলে কি এই ছবিগুলো শুধু তার বিকৃত মনের বহিঃপ্রকাশ, নাকি এর মধ্যে কোনো বাস্তব ঘটনার ইঙ্গিতও আছে?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।
ডক্টর রায় কিছুক্ষণ চুপ থেকে রইলেন। “একজন সিরিয়াল কিলারের মনস্তত্ত্ব অত্যন্ত জটিল। কখনও কখনও তারা তাদের অপরাধের পুনরাবৃত্তি করার বা তাদের ‘সাফল্য’ জাহির করার জন্য শিল্প বা অন্য কোনো মাধ্যম ব্যবহার করে। এই ছবিগুলো হয়তো ‘Dante’-র সেই ধরনের একটি প্রচেষ্টা।”
তিনি আরও একটি ছবির দিকে ইঙ্গিত করলেন—একটি নারীর চোখ, যা তীব্র ভয়ে বিস্ফারিত, আর চোখের তারায় একটি ছোট উল্টানো ক্রুস প্রতিফলিত হচ্ছে।
“এই ছবিটি দেখুন,” ডক্টর রায় বললেন। “এখানে ভিকটিমের ভয় এবং অসহায়তা অত্যন্ত শক্তিশালীভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। উল্টানো ক্রুসটি সম্ভবত শিল্পীর কর্তৃত্ব এবং ভিকটিমের ওপর তার আধিপত্যের প্রতীক।”
তার বিশ্লেষণ শুনে আমার মনে একটা প্রশ্ন জাগল—‘Dante’ কি তার শিকারদের খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করে? তাদের শেষ মুহূর্তের ভয় কি তার ছবিতে জীবন্ত হয়ে ওঠে?
আজম ওসমান ডক্টর রায়কে তুশির ডায়েরিতে পাওয়া স্বপ্নগুলোর কথাও বললেন। ডক্টর রায় স্বপ্নগুলোর বর্ণনা শুনে আরও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন।
“এই স্বপ্নগুলো প্যারালাইসিস এবং ভয়ঙ্কর ভীতির অনুভূতি দেয়,” তিনি বললেন। “মনে হচ্ছে, স্বপ্নদ্রষ্টা কোনো অসহনীয় মানসিক চাপের মধ্যে ছিলেন। আর স্বপ্নে দেখা কালো ডানাওয়ালা সত্তা—এটা হয়তো শিল্পীর ভেতরের সেই অন্ধকার দিক, যা তাকে নৃশংস কাজ করতে প্ররোচিত করে।”
ডক্টর রায় আমাদের পরামর্শ দিলেন, আমরা যেন ‘Dante’-র আঁকা অন্যান্য ছবিও খুঁজে বের করার চেষ্টা করি। হয়তো

তার পুরনো কাজগুলোতে আমরা এমন কোনো সূত্র পেতে পারি, যা তার পরিচয় বা তার শিকার নির্বাচনের ধরণ সম্পর্কে ধারণা দেবে।
আমরা আবার সেই অনলাইন আর্ট ফোরাম এবং ম্যাগাজিনগুলোর আর্কাইভ ঘাঁটতে শুরু করলাম। অনেক চেষ্টার পর 'Dante'-র আরও কিছু ছবি খুঁজে পেলাম। তার পুরনো কাজগুলোতেও একই ধরনের বীভৎসতা এবং প্রতীক লক্ষ্য করা গেল, তবে সময়ের সাথে সাথে তার রঙের ব্যবহার আরও গাঢ় এবং প্রতীকগুলো আরও জটিল হয়ে উঠেছে।
একটি পুরনো ছবিতে আমার চোখ আটকে গেল—ছবিতে একটি পরিত্যক্ত বাগানবাড়ি আঁকা, আর তার পেছনের জঙ্গলে একটি অস্পষ্ট মানব silhouette দেখা যাচ্ছে। আমার মনে পড়ে গেল, তুশির মৃতদেহ ঠিক এই ধরনের একটি বাগানবাড়ির পেছনের জঙ্গলেই পাওয়া গিয়েছিল।
আমি দ্রুত আজম ওসমানকে ছবিটা দেখালাম। তার চোখও বিস্ময়ে বিস্ফারিত হলো।
"এটা কি কাকতালীয় হতে পারে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।
"কখনও না," আজম ওসমান দৃঢ় স্বরে বললেন। "এই 'Dante'-ই তুশির হত্যাকারী। আর তার ছবিগুলো শুধু শিল্পের বহিঃপ্রকাশ নয়, বরং তার অপরাধের স্বীকারোক্তিও।"
এখন আমাদের প্রধান কাজ হলো এই 'Dante'-র আসল পরিচয় খুঁজে বের করা। তার আঁকা ছবিগুলো হয়তো তার মনের অন্ধকার জগতের একটা জানালা খুলে দিয়েছে, কিন্তু সেই জানালার ওপারে কে দাঁড়িয়ে আছে, তা এখনও অজানা।
তবে একটা বিষয় স্পষ্ট—আমরা এক ভয়ঙ্কর এবং ধূর্ত শত্রুর মুখোমুখি হয়েছি, যে তার নৃশংসতাকে শিল্পের আড়ালে লুকিয়ে রেখে দীর্ঘ দিন ধরে আমাদের চোখের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখন সময় এসেছে সেই মুখোশ খুলে ফেলার।

অধ্যায় ৯

অতীতের প্রতিধ্বনি, নতুন জিজ্ঞাসা

পাঁচ বছর আগের তুশি হত্যাকাণ্ডের ফাইলটি নতুন করে খুলতেই যেন অতীতের চাপা আর্তনাদ আমাদের কানে ভেসে আসতে শুরু করলো। আজম ওসমান এবং আমি দুজনেই উপলব্ধি করছিলাম, এই কেসটি শুধু দুটি বিচ্ছিন্ন হত্যাকাণ্ড নয়, বরং একটি দীর্ঘ, অন্ধকার ইতিহাসের অংশ হতে পারে।
আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, গত পাঁচ বছরে ঢাকা এবং এর আসপাসের এলাকায় ঠিক একই ধরনের নৃশংসতার শিকার হওয়া অন্য কোনো তরুণীর সন্ধান করব। আমাদের প্রধান সূত্র ছিল—শরীরে ধারালো অস্ত্রের এলোমেলো আঘাত এবং ঘটনাস্থলে রক্তের কালিতে আঁকা সেই রহস্যময় প্রতীক।
পুলিশের পুরনো ক্রাইম রেকর্ড ঘেঁটে আমরা বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য পেলাম। তুশির হত্যাকাণ্ডের কয়েক মাস পর, একই ধরনের একটি ঘটনা ঘটেছিল শহরের অন্য প্রান্তে। ভিকটিমের নাম ছিল সামিয়া, একজন উঠতি মডেল। তার মৃতদেহ একটি পরিত্যক্ত অ্যাপার্টমেন্ট থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল এবং তার শরীরেও একই ধরনের আঘাতের চিহ্ন ছিল। ঘটনাস্থলে রক্তের কালিতে কিছু প্রতীক আঁকা ছিল, যদিও সেগুলো তুশির কেসে পাওয়া প্রতীকগুলোর থেকে কিছুটা আলাদা।
এরপর আরও দুটি ঘটনার সন্ধান পাওয়া গেল—একটি তিন বছর আগে এবং অন্যটি বছরখানেক আগে। ভিক্টিমদের নাম ছিল মীরা এবং শায়লা। তাদের দুজনের ক্ষেত্রেই একই ধরনের নৃশংসতা দেখা গিয়েছিল এবং ঘটনাস্থলে সেই পরিচিত প্রতীকগুলো বিদ্যমান ছিল।
এই তথ্যগুলো আমাদের স্তম্ভিত করে দিল। তার মানে, আমরা একজন নয়, বরং একজন ধারাবাহিক serial killer-এর মুখোমুখি হয়েছি, যে গত পাঁচ বছর ধরে নীরবে তার শিকার নির্বাচন করে আসছে। কিন্তু কেন এতদিন এই হত্যাকাণ্ডগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখা হয়েছে? কেন তাদের মধ্যেকার যোগসূত্র আগে খুঁজে পাওয়া যায়নি?
আজম ওসমান বিষয়টি নিয়ে তার পুরনো সহকর্মীদের সাথে কথা বললেন। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী, প্রতিটি কেসের তদন্ত আলাদাভাবে করা হয়েছিল এবং ঘটনাস্থলের প্রতীকগুলোর তাৎপর্য সেই সময় উদ্ধার করা যায়নি। হয়তো প্রযুক্তির অভাব ছিল, অথবা তদন্তকারীরা বিষয়টিকে গুরুত্ব দেননি।
এখন আমাদের হাতে চারটি হত্যাকাণ্ডের একটি প্যাটার্ন—তরুণী, নৃশংসভাবে খুন এবং ঘটনাস্থলে রহস্যময় প্রতীক। কিন্তু হত্যাকারীর কোনো স্পষ্ট মোটিভ বা পরিচয় এখনও অজানা।
আমরা প্রতিটি ভিক্টিমের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে শুরু করলাম। সামিয়া, মীরা এবং শায়লা—তাদের পেশা, বন্ধু-বান্ধব, পারিবারিক জীবন, শখ এবং আগ্রহ—সবকিছু আমরা খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম।

সামিয়ার পরিচিতদের সাথে কথা বলে জানা গেল, সে একজন প্রাণবন্ত মেয়ে ছিল, যার অনেক বন্ধু ছিল এবং সে নিয়মিত বিভিন্ন পার্টি ও অনুষ্ঠানে যেত। তার ব্যক্তিগত জীবনে কোনো শত্রু ছিল কিনা, তা কেউ নিশ্চিতভাবে বলতে পারেনি।
মীরার ক্ষেত্রে জানা গেল, সে একজন শান্ত প্রকৃতির মেয়ে ছিল এবং একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজ করত। তার খুব বেশি বন্ধু ছিল না এবং সে বেশিরভাগ সময় নিজের মতো থাকত। তার পরিবারের সদস্যরাও কোনো শত্রু বা হুমকির কথা জানাতে পারেননি।
শায়লার ক্ষেত্রে জানা গেল, সে একজন কলেজ ছাত্রী ছিল এবং তার একটি ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। তার প্রেমিককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলেও, তার বিরুদ্ধে কোনো জোরালো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।
প্রতিটি ভিক্টিমের ক্ষেত্রেই একটি বিষয় স্পষ্ট—তাদের ব্যক্তিগত জীবনে আপাতদৃষ্টিতে কোনো সুস্পষ্ট শত্রু বা বিদ্বেষ পোষণকারী ছিল না। তাহলে কেন তারা এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার হলো? কি তাদের মধ্যেকার যোগসূত্র?
এই পর্যায়ে আমি আমার সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ভিক্টিমদের আশেপাশের মানুষজনের সাক্ষাৎকার নিতে শুরু করলাম। তাদের প্রতিবেশী, সহকর্মী এবং বন্ধুদের সাথে কথা বলে আমি তাদের শেষ দিনগুলোর মানসিক অবস্থা জানার চেষ্টা করছিলাম।
সামিয়ার এক প্রতিবেশী জানালেন, মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ আগে সামিয়া নাকি প্রায়ই একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখত এবং তাতে খুব ভয় পেত। স্বপ্নটি ছিল কালো ডানাওয়ালা কোনো কিছুর তাড়া করা এবং রক্তচক্ষু। এই বর্ণনা তুশির ডায়েরির স্বপ্নগুলোর সাথে ভীতিকরভাবে মিলে যায়।
মীরার এক সহকর্মী জানালেন, মীরা কিছুদিন ধরে খুব চুপচাপ থাকত এবং কারও সাথে তেমন কথা বলত না। সে নাকি একটি অদ্ভুত ছবি দেখে খুব ভয় পেয়েছিল, যেখানে রক্তাক্ত একটি দেহ এবং কিছু অস্পষ্ট প্রতীক আঁকা ছিল।
শায়লার এক বান্ধবী জানালো, শায়লা তার মৃত্যুর আগে একটি অনলাইন আর্ট গ্যালারিতে একটি ছবি দেখে খুব disturbed হয়েছিল। ছবিটি ছিল খুবই বীভৎস এবং তাতে কিছু অদ্ভুত প্রতীক ছিল।
এই তথ্যগুলো আমাদের স্তম্ভিত করে দিল। তাহলে কি ‘Dante’-র আঁকা ছবিগুলোই এই হত্যাকাণ্ডগুলোর সূত্র? ভিক্টিমদের কি সেই ছবিগুলো দেখার পরেই ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল?
কেসটি ক্রমশ আরও প্যাঁচালো এবং রহস্যময় হয়ে উঠছে। আমরা যেন এক অন্ধকার গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খাচ্ছি, যেখানে প্রতিটি পদক্ষেপেই নতুন জিজ্ঞাসা আর অপ্রত্যাশিত রহস্যের সম্মুখীন হচ্ছি। থ্রিল এবং সাসপেন্স ক্রমশ বাড়ছে, কারণ আমরা বুঝতে পারছি, হত্যাকারী আমাদের চেয়ে একধাপ এগিয়ে আছে।
আমরা এখন ‘Dante’-র আঁকা ছবিগুলোর একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি করার চেষ্টা করব এবং প্রতিটি ভিক্টিমের সাথে তাদের কোনো যোগসূত্র আছে কিনা, তা খুঁজে বের করব। হয়তো সেই ছবিগুলোর মধ্যেই লুকিয়ে আছে এই ভয়ঙ্কর রহস্যের সমাধান।

অধ্যায় ১০

ছবির ভাষায় মৃত্যু সংকেত

আমরা এখন ‘Dante’-র আঁকা ছবিগুলোর একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরির কাজে মনোযোগ দিলাম। ইন্টারনেট, পুরনো ম্যাগাজিন, আর্ট ফোরাম এবং সেই স্বল্পপরিচিত গ্যালারির ক্যাটালগ—যেখানে তার ছবি প্রথম প্রদর্শিত হয়েছিল—সবকিছু আমরা খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করলাম।
অনেক অনুসন্ধানের পর আমরা ‘Dante’-র আঁকা প্রায় দশটি ছবির সন্ধান পেলাম। প্রতিটি ছবিতেই সেই বীভৎসতা, গাঢ় রঙের ব্যবহার এবং রহস্যময় প্রতীক বিদ্যমান। সময়ের সাথে সাথে ছবিগুলোর বিষয়বস্তু আরও ভয়ঙ্কর এবং প্রতীকগুলো আরও জটিল হয়ে উঠেছে।
আমরা প্রতিটি ছবিকে আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করতে শুরু করলাম। ডক্টর রায়কে আবার ডেকে পাঠালাম এবং তাকে ছবিগুলো দেখালাম। তিনি ছবিগুলো দেখে আরও গভীরভাবে চিন্তিত হলেন।
“এই ছবিগুলো শুধু বিকৃত মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ নয়,” তিনি বললেন। “আমার মনে হচ্ছে, এর মধ্যে হত্যাকারী তার ভবিষ্যৎ শিকারদেরও কোনো ইঙ্গিত দিয়ে রাখছে।”
তার কথা শুনে আমার মেরুদণ্ড দিয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল। তাহলে কি ‘Dante’-র আঁকা প্রতিটি ছবি এক একটি মৃত্যু সংকেত?

আমরা ভিক্টিমদের ব্যক্তিগত তথ্যের সাথে ছবিগুলোর বিষয়বস্তু মেলানোর চেষ্টা করলাম। আশ্চর্যজনকভাবে, কিছু ছবিতে এমন কিছু ডিটেইলস পাওয়া গেল, যা ভিক্টিমদের জীবনের সাথে অদ্ভুতভাবে মিলে যায়।

উদাহরণস্বরূপ, সামিয়ার একটি ছবিতে একটি ফ্যাশন শো-এর দৃশ্য আঁকা ছিল, যেখানে মডেলদের রক্তাক্ত অবস্থায় দেখা যাচ্ছিল। সামিয়া ছিলেন একজন মডেল এবং তার হত্যাকাণ্ড ঘটার কিছুদিন আগে সে একটি বড় ফ্যাশন ইভেন্টে অংশ নিয়েছিল।

মীরার একটি ছবিতে একটি বেসরকারি সংস্থার অফিসের ভেতরের দৃশ্য আঁকা ছিল, যেখানে একজন মহিলাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হচ্ছে। মীরা একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজ করতেন এবং তার হত্যাকাণ্ডটিও অফিসের কাছেই একটি নির্জন স্থানে ঘটেছিল।

শায়লার একটি ছবিতে একটি আধুনিক অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের ভেতরের অংশ দেখা যাচ্ছিল, যেখানে একটি মেয়ের নিথর দেহ পড়ে আছে। শায়ানার হত্যাকাণ্ডটি একটি অ্যাপার্টমেন্টেই হয়েছিল।

এই মিলগুলো কাকতালীয় হতে পারে না। তাহলে কি ‘Dante’ তার শিকারদের আগে থেকেই চিনত এবং তাদের মৃত্যুর দৃশ্য তার ছবিতে এঁকে রাখত? নাকি সে ভবিষ্যৎ ঘটনার কোনো ভীতিকর পূর্বাভাস দিতে চেয়েছিল?

“আমার মনে হয় ‘Dante’ তার শিকারদের ওপর এক ধরনের মানসিক খেলা খেলছে,” আজম ওসমান বললেন। “সে হয়তো চায় তার অপরাধগুলো সবার নজরে আসুক, কিন্তু কেউ যেন তাকে ধরতে না পারে।”

আমরা সেই পুরনো ছবিটিও খুব মনোযোগ দিয়ে দেখলাম—পরিত্যক্ত বাগানবাড়ি এবং জঙ্গলে অস্পষ্ট মানব silhouette। তুশির মৃতদেহ ঠিক এই ধরনের একটি স্থানে পাওয়া গিয়েছিল।

এখন আমাদের প্রধান কাজ হলো ‘Dante’-র সাম্প্রতিকতম ছবিগুলো খুঁজে বের করা। শায়ানার হত্যাকাণ্ডের আগে বা পরে সে কি নতুন কোনো ছবি এঁকেছে? সেই ছবিগুলোতে কি আমাদের পরবর্তী শিকার বা হত্যাকারীর কোনো নতুন সূত্র লুকিয়ে আছে?

আমি আবার অনলাইন আর্ট ফোরাম এবং গ্যালারিগুলোর ওয়েবসাইটে নজর রাখতে শুরু করলাম। অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটি নতুন ছবি খুঁজে পেলাম, যা সম্ভবত শায়ানার হত্যাকাণ্ডের কিছুদিন পর আপলোড করা হয়েছে।

ছবিটি ছিল আরও ভয়ঙ্কর—একটি তরুণীর মুখ, যার চোখ তীব্র হতাশায় বন্ধ, আর তার চারপাশে সেই পরিচিত প্রতীকগুলো রক্তের কালিতে আঁকা। ছবির শিরোনাম ছিল—"Echoes of Despair"।

আমার মনে হলো, এই ছবিটি যেন শায়ানার শেষ মুহূর্তের মানসিক অবস্থার প্রতিচ্ছবি। কিন্তু এর মধ্যে কি হত্যাকারীর কোনো পরিচয় বা তার পরবর্তী শিকারের কোনো ইঙ্গিত আছে?

আমরা ছবিটির প্রতিটি ডিটেইলস খুঁটিয়ে দেখলাম। ব্যাকগ্রাউন্ডে একটি পরিচিত ল্যান্ডমার্ক দেখা যাচ্ছিল—ঢাকা শহরের একটি বিখ্যাত স্মৃতিস্তম্ভ। এর মানে কি হত্যাকারী ঢাকাতেই আছে এবং তার শিকারও সম্ভবত এই শহরের কেউ?

আজম ওসমান ছবিটির ডিজিটাল ফরেনসিক বিশ্লেষণের জন্য আমাদের টেকনিক্যাল টিমের কাছে পাঠালেন। হয়তো ছবির মেটাডাটা থেকে আমরা আপলোডের সময় বা স্থান সম্পর্কে কোনো তথ্য পেতে পারি।

ঠিক সেই সময়, আমাদের কাছে আরও একটি নতুন হত্যাকাণ্ডের খবর এল। শহরের অন্য প্রান্তে, একই ধরনের নৃশংসতার শিকার হয়েছেন আরও একটি তরুণী—রুমালী, একজন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী। তার মৃতদেহের পাশেও সেই রহস্যময় প্রতীকগুলো পাওয়া গেছে।

আমরা যেন এক ভয়ঙ্কর ঘূর্ণাবর্তে পড়েছি। ‘Dante’ যেন আমাদের নাকের ডগা দিয়ে একের পর এক হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে চলেছে, আর আমরা এখনও তার কোনো হদিস খুঁজে পাচ্ছি না। অন্ধকার আরও ঘনীভূত হচ্ছে, এবং আমাদের হাতে সময় ক্রমশ ফুরিয়ে আসছে।

কেমন লাগছে গল্পের এই নতুন মোড়? আরও একটি হত্যাকাণ্ড কি আমাদের ‘Dante’-র কাছাকাছি নিয়ে যাবে, নাকি রহস্য আরও জটিল হবে? থ্রিল এবং সাসপেন্স কি ক্রমশ বাড়ছে?

অধ্যায় ১১

রক্তাক্ত ক্যানভাস, জনমনে ত্রাস

কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল। শহরের বুকে আতঙ্ক আরও গাঢ় হলো। ‘Dante’ যেন ধরাছোঁয়ার বাইরে, এক অদৃশ্য আতঙ্ক। তার বীভৎস চিত্রকর্মগুলো অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ছে দাবানলের মতো, প্রতিটি নতুন ছবি যেন মানুষের মনে ভয়ের বীজ

রোপণ করছে। সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে তার কাজের আলোচনা-সমালোচনা, কেউ বলছে বিকৃত রুচির প্রকাশ, কেউ আবার খুঁজে ফিরছে সেই অন্ধকার শিল্পের গভীরে লুকানো বার্তা।
এরই মাঝে ঘটলো আরও একটি নৃশংস হত্যাকাণ্ড। এবারে শিকার—রিশা, একজন তরুণী নৃত্যশিল্পী। তার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার করলো পুলিশ। ঘটনাস্থলে সেই পরিচিত রক্তের কালিতে আঁকা প্রতীক, তবে এবার তার বিন্যাস কিছুটা ভিন্ন।
রিশার হত্যাকাণ্ডের খবর মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। মিডিয়া ঝাঁপিয়ে পড়লো এই নতুন ট্র্যাজেডির ওপর। টক-শো থেকে শুরু করে সংবাদপত্রের প্রথম পাতা—সর্বত্র শুধু ‘Dante’ আর তার নৃশংসতার আলোচনা। জনগণের মধ্যে ক্ষোভ আর ভয় দুটোই বাড়ছে। প্রশাসনের ওপর চাপ আরও তীব্র হলো, দ্রুত এই সিরিয়াল কিলারের নাগাল পাওয়ার জন্য।
আজম ওসমান তার অফিসে বসে রিশার হত্যাকাণ্ডের ফাইল দেখছিলেন। তার মুখের পেশী শক্ত হয়ে উঠেছে, চোখে হতাশার ছাপ স্পষ্ট। একের পর এক হত্যাকাণ্ড ঘটছে, অথচ তারা এখনও কোনো সুস্পষ্ট সূত্র খুঁজে পাননি।
“এই লোকটা আমাদের চেয়ে এক কাঠি সরেস, তানভীন,” আজম ওসমান বললেন, তার গলায় বিরক্তি। “যেন আমাদের নাকের ডগা দিয়ে খেলছে।”
আমি তার পাশে বসে রিশার অ্যাপার্টমেন্টের ক্রাইম সিন-এর ছবিগুলো দেখছিলাম। বীভৎস দৃশ্য, রক্তে ভেজা মেঝে, এলোমেলো আসবাবপত্র। তবে একটা জিনিস আমার নজর কাড়লো—দেয়ালের রক্তের কালিতে আঁকা প্রতীকটির পাশে একটি ছোট, অস্পষ্ট হাতের ছাপ।
“ডিটেকটিভ ওসমান, এই হাতের ছাপটা দেখুন,” আমি বললাম, ছবিটির দিকে ইঙ্গিত করে। “এটা কি ভিকটিমের?”
আজম ওসমান ঝুঁকে ছাপটা দেখলেন। “মনে তো হয় না। এটা আকারে বেশ ছোট।”
ফরেনসিক টিম ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থল থেকে সব আলামত সংগ্রহ করেছে। হাতের ছাপটিও তাদের কাছে পাঠানো হয়েছে। তবে ডেটাবেজে এর কোনো মিল পাওয়া যাবে কিনা, তা নিয়ে সন্দেহ ছিল।
ঠিক **উসী** সময়ে, অনলাইনে ‘Dante’-র নতুন একটি ছবি আপলোড হলো। ছবিটি আরও ভয়ঙ্কর, আরও বীভৎস। একটি নৃত্যরত ভঙ্গিতে থাকা নারীর রক্তাক্ত দেহ, তার মুখ ব্যথায় কুঁচকানো, আর চারপাশে সেই পরিচিত প্রতীকগুলো যেন তাচ্ছিল্যের হাসি হাসছে। ছবির শিরোনাম—"The Broken Rhythm"।
ছবিটি মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়ে গেল। যারা ‘Dante’-র কাজ আগে দেখেনি, তারাও এই বীভৎসতা দেখে শিউরে উঠলো। সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে নিন্দার ঝড় উঠলো, অনেকেই ‘Dante’-কে মানসিক বিকারগ্রস্ত এবং সমাজের জন্য বিপজ্জনক বলে অভিহিত করলো।
তবে কিছু লোক, সেই অন্ধকার শিল্পের অনুরাগী, এই ছবিটির নান্দনিক দিক খুঁজে বের করার চেষ্টা করলো। রঙের ব্যবহার, ভঙ্গিমার তীক্ষ্ণতা—এসব নিয়ে তারা আলোচনা শুরু করলো। এই বিভাজন সমাজের এক অন্ধকার দিককে উন্মোচিত করলো—কিছু মানুষের মনে অসুস্থ কৌতূহল কতটা প্রবল হতে পারে।
আজম ওসমান এই ছবিটি দেখে আরও হতাশ হলেন। “এই লোকটা শুধু খুন করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না, সে যেন আমাদের উস্কাচ্ছে,” তিনি বললেন। “আমাদের দুর্বলতা দেখাচ্ছে।”
প্রশাসনের তরফ থেকে আজম ওসমানের ওপর আরও চাপ এলো। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা দ্রুত এই কেসের সমাধান চান। জনগণের ক্রমবর্ধমান ক্ষোভ তাদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে।
আমি বুঝতে পারছিলাম, আজম ওসমান কতটা অসহায় বোধ করছেন। একজন চৌকস ডিটেকটিভ হয়েও তিনি যেন এক অদৃশ্য শত্রুর সাথে লড়ছেন, যার কোনো মুখ নেই, শুধু রক্তাক্ত ক্যানভাস আর রহস্যময় প্রতীক ছাড়া।
তবে আমরা হাল ছাড়িনি। রিশার ব্যক্তিগত জীবন, তার বন্ধু-বান্ধব, তার কর্মক্ষেত্র—সবকিছু আমরা নতুন করে খতিয়ে দেখতে শুরু করলাম। তার নৃত্যদলের সদস্যদের সাথে কথা বললাম, তার পরিচিত মহলে খোঁজ নিলাম—যদি কোনো অস্বাভাবিক কিছু ঘটে থাকে বা কেউ তাকে হুমকি দিয়ে থাকে।
আমাদের তদন্ত ক্রমশ একটি গোলকধাঁধায় পরিণত হচ্ছে। ‘Dante’ যেন প্রতিটি পদক্ষেপে আমাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে, তার রক্তাক্ত শিল্পের মাধ্যমে এক ভয়ঙ্কর খেলা খেলছে। কিন্তু আমরাও বদ্ধপরিকর—এই খেলার শেষ আমরা দেখবোই

অধ্যায় ১২
বিষণ্ণতার ছায়া, উষ্ণতার আভাস আমার চোখে

রিশার হত্যাকাণ্ডের পর কয়েকটা দিন যেন আরও বেশি ধোঁয়াশাময় হয়ে উঠলো। 'Dante'-র ছায়া শহরের প্রতিটি কোণে অনুভব করা যাচ্ছিল, আর ডিটেকটিভ আজম ওসমানের মুখের বিষণ্ণতা ক্রমশ গাঢ় হচ্ছিল। আমি লক্ষ্য করেছি, স্ত্রীর সাথে সেপারেশনের পর থেকেই তিনি একা, কাজের বাইরে তার জগৎটা প্রায় শূন্য। কখনও কখনও কাজের ফাঁকে আনমনে তার এক বছর বয়সী মেয়ের ছবি দেখেন, আর সেই মুহূর্তেই তার চোখে এক গভীর শূন্যতা দেখতে পাই।
কাজের চাপ এবং একের পর এক ব্যর্থতা যেন তাকে আরও বেশি গুটিয়ে ফেলছে। রাতের পর রাত তিনি জেগে বসে থাকেন, সিগারেটের ধোঁয়ায় অফিসের অন্ধকার ঘর ভরে যায়। তুশি, শায়ানা, রিশা—এই তরুণীগুলোর অসহায় মুখ যেন তার চোখের সামনে সবসময় ভাসতে থাকে। আমার মনে হয়, কোথাও না কোথাও তিনি নিজেকে এই মৃত্যুর জন্য দায়ী করেন।
একদিন রাতে, অফিসে কেসের ফাইল দেখতে দেখতে হঠাৎ তার চোখ গেল মেয়ের একটি ছবিতে। ছোট্ট তুলতুল মুখ, নিষ্পাপ হাসি। মুহূর্তের জন্য তার মুখের কঠিন ভাবটা সরে যায়, কিন্তু পরই আবার এক গভীর বিষণ্ণতা তাকে গ্রাস করে। আমি বুঝতে পারি, মেয়েটা বড় হচ্ছে, অথচ তার পাশে থাকার মতো মানসিক শান্তি তার নেই।
ঠিক সেই সময় আমি এক কাপ গরম কফি নিয়ে তার কাছে গিয়েছিলাম। ডেস্কের ওপর কাপটা রেখে আমি নীরবে তার পাশে দাঁড়ালাম।
"ঘুম হয়নি, ডিটেকটিভ ওসমান?" আমার কন্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করলাম।
তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। "ঘুম কি আর আসে, লেখক সাহেব? মনে হয় যেন একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে হাঁটছি, যার কোনো শেষ নেই।"
আমি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললাম, "আপনি একা নন, ডিটেকটিভ ওসমান। আমরা সবাই এই অন্ধকারে পথ হাতড়াচ্ছি।"
আমাদের দুজনের মধ্যে একটা নীরব বোঝাপড়া তৈরি হয়েছিল। আমি শুধু একজন রিপোর্টার হিসেবে তার পাশে ছিলাম না, বরং আমাদের মধ্যে একটা অদ্ভুত বন্ধুত্বের সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল। আজম ওসমানের একাকীত্ব আমি অনুভব করতে পারতাম, আর আমার অনুসন্ধিৎসু মন ও কিছুটা হলেও দৃঢ়তা হয়তো তাকে সামান্য আশার আলো দেখাত।
কয়েক দিন ধরে আমি লক্ষ্য করছিলাম, ডিটেকটিভ ওসমান আগের চেয়েও বেশি চুপচাপ হয়ে গেছেন। তার চোখের নিচের কালি আরও গাঢ় হয়েছে, আর কথায় একটা ক্লান্তির সুর সবসময় লেগে থাকে।
একদিন দুপুরে, অফিসের ক্যান্টিনে খেতে গিয়ে আমি তার মুখোমুখি বসলাম।
"ডিটেকটিভ ওসমান," আমি বললাম, "আপনাকে কি খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে? আপনি কি ঠিক আছেন?"
তিনি হালকা হাসলেন, সেই হাসিতেও বিষাদের ছোঁয়া। "ক্লান্ত তো লাগারই কথা, লেখক সাহেব। যখন একটা শিকারী এত সহজে শিকার করে বেড়ায়, আর আমরা শুধু দর্শকের মতো তাকিয়ে থাকি, তখন ভালো লাগার কথা নয়।"
"কিন্তু আপনি তো চেষ্টা করছেন," আমি বললাম। "আমি দেখেছি, আপনি কতটা পরিশ্রম করছেন।"
তিনি কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার চোখে কৃতজ্ঞতার ঝিলিক দেখতে পেলাম। "ধন্যবাদ, তানবীন। আপনার এই সমর্থন আমার কাছে অনেক মূল্যবান।" এই প্রথম তিনি আমাকে নামে সম্বোধন করলেন।
আমাদের মধ্যেকার এই কথোপকথন যেন একটা অদৃশ্য সেতু তৈরি করলো। দুজনের ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ আর হতাশা যেন কোথাও এক বিন্দুতে এসে মিশে গেল।
কাজের ফাঁকে, কখনও কখনও আমরা একে অপরের সাথে নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের কিছু কথা শেয়ার করতাম। আমি আমার সাংবাদিকতা জীবনের শুরুতে আসা বাধা-বিপত্তির কথা বলতাম, আর তিনি তার ভেঙে যাওয়া সংসার আর মেয়ের জন্য তার উদ্বেগের কথা জানাতেন। এই ছোট্ট মুহূর্তগুলো যেন আমাদের দুজনের ক্লান্ত মনে কিছুটা হলেও শান্তি এনে দিত।
একদিন রাতে, অফিসে যখন শুধু আমরা দুজনই ছিলাম, বাইরে বৃষ্টি পড়ছিল। ডিটেকটিভ ওসমান হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনি কি কখনও ভেবেছেন, কেন এই লোকটা শুধু মেয়েদের মারে?"
আমি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললাম, "আমার মনে হয় এর পেছনে কোনো গভীর মানসিক কারণ আছে। হয়তো কোনো নারীর কাছ থেকে সে আঘাত পেয়েছে, অথবা কোনো নারীর সাথে কখনোই তার সম্পর্ক ভালো ছিল না।"
তিনি সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লেন। "হতে পারে। আমাদের ডক্টর রায়ের সাথে আবার কথা বলা উচিত।"
আমাদের এই আলোচনা যেন শুধু কেসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং একে অপরের প্রতি আমাদের চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতিগুলোও প্রকাশ করছিল। একটা গভীর সহানুভূতি এবং বোঝাপড়া ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে গড়ে উঠছিল।
এই ভয়ঙ্কর তদন্তের মাঝেও, ডিটেকটিভ ওসমান এবং আমার মধ্যে একটা উষ্ণ, মানবিক সম্পর্ক তৈরি হচ্ছিল। হয়তো এই সম্পর্ক আমাদের দুজনকে কঠিন পরিস্থিতিতে টিকে থাকতে সাহায্য করবে, হয়তো এটাই সেই আলোর বিন্দু যা আমাদের

অন্ধকারের পথ দেখাতে পারে।

অধ্যায় ১৩

পিতৃত্বের নীরব কান্না

কয়েক দিন ধরে তদন্তের কোনো নতুন দিশা পাওয়া যাচ্ছিল না। 'Dante' যেন শহরজুড়ে এক ভয়ের রাজত্ব কায়েম করে অদৃশ্য হয়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে আজম ওসমানের মুখের ক্লান্তি আরও বাড়ছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম, একের পর এক ব্যর্থতা তাকে ভেতর থেকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

একদিন দুপুরে, অফিসে বসে ফাইল ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ আজম ওসমান আমার দিকে তাকালেন। তার চোখে এক ধরনের অস্থিরতা দেখতে পেলাম।

"লেখক সাহেব," তিনি বললেন, "আপনি কি আজ একটু আমার সাথে কোথাও যেতে পারবেন?"

আমি কিছুটা অবাক হলাম। "কোথায়, ডিটেকটিভ ওসমান?"

"আমার... আমার মেয়ের কাছে। অনেক দিন ওকে দেখিনি।" তার গলায় একটা চাপা আবেগ ধরা পড়ল।

আমি বুঝতে পারলাম, এই মুহূর্তে তার কাজের বাইরে অন্য কিছুতে মন দিতে চাইছেন। হয়তো মেয়ের সান্নিধ্য তাকে কিছুটা মানসিক শান্তি দেবে। "অবশ্যই, চলুন।"

আমরা আজম ওসমানের পুরনো শ্বশুরবাড়ির দিকে রওনা হলাম। রাস্তায় তিনি প্রায় নীরব ছিলেন, শুধু জানালার বাইরে তাকিয়ে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে সবকিছু দেখছিলেন। আমি বুঝতে পারছিলাম, তার মনে অনেক ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছানোর পর দরজার কড়া নাড়তেই একটি অল্পবয়সী মেয়ে দরজা খুললো। আজম ওসমানের প্রাক্তন স্ত্রী। তার চোখে কিছুটা বিরক্তি মেশানো বিস্ময় দেখলাম।

"আজম? তুমি আজ হঠাৎ?"

আজম ওসমান ইতস্তত করে বললেন, "আমি... আমি শুধু একবার মেঘটাকে দেখতে এসেছিলাম।"

তার প্রাক্তন স্ত্রী কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর ভেতরে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। ছোট্ট মেঘ, আজম ওসমানের এক বছর বয়সী মেয়ে, হামাগুড়ি দিয়ে খেলছিল। বাবাকে দেখেই তার ছোট্ট মুখে হাসি ফুটে উঠলো।

আজম ওসমান দ্রুত ছুটে গিয়ে মেঘকে কোলে তুলে নিলেন। মেঘ তার বাবার গালে হাত বুলিয়ে আধো আধো বোলে কিছু বলার চেষ্টা করলো। সেই দৃশ্য আমার বুকের ভেতরটা ছুঁয়ে গেল। একজন কঠোর পুলিশ অফিসার, যিনি ভয়ঙ্কর সব অপরাধীর মুখোমুখি হন, তিনিই তার মেয়ের কাছে এসে যেন এক অসহায়, স্নেহপ্রবণ বাবা হয়ে উঠেছেন।

মেঘের সাথে কিছুক্ষণ খেললেন আজম ওসমান। তার মুখের বিষণ্ণতা যেন মেঘের হাসিতে কিছুটা হলেও দূর হলো। বাবা-মেয়ের এই নীরব কথোপকথন, তাদের একে অপরের প্রতি গভীর ভালোবাসা—সে এক অন্যরকম দৃশ্য। মেঘের ছোট্ট হাতের স্পর্শ যেন আজম ওসমানের ক্লান্ত মনে নতুন করে বাঁচার প্রেরণা যোগালো।

আমি একপাশে দাঁড়িয়ে তাদের দেখছিলাম। আজম ওসমানের ব্যক্তিগত জীবনের এই দিকটা আগে আমার চোখে পড়েনি। কাজের বাইরে, এই মানুষটা একজন স্নেহময় বাবা, যে তার মেয়ের জন্য ব্যাকুল।

কিছুক্ষণ পর আজম ওসমান মেঘকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলেন। মেঘ বাবার হাত ধরে কিছুক্ষণ কেঁদেছিল, যেন আরও কিছুক্ষণ তার সাথে থাকতে চায়। আজম ওসমানের চোখেও জল চিকচিক করছিলো, কিন্তু তিনি নিজেকে সামলে নিলেন।

ফেরার পথে গাড়িতে আবার নীরবতা নেমে এলো। কিছুক্ষণ পর আজম ওসমান ধীরে ধীরে বললেন, "ওকে দেখলে মনে হয়, এখনও বেঁচে থাকার কিছু মানে আছে, তাই না, তানবীন?"

আমি তার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিলাম। "হ্যাঁ, ডিটেকটিভ ওসমান। অবশ্যই আছে।"

এই দিনের ঘটনা আমার মনে আজম ওসমানের প্রতি আরও বেশি সহানুভূতি জাগালো। ভয়ঙ্কর এক সিরিয়াল কিলারের তদন্তের মাঝেও, তিনি একজন বাবা, যার হৃদয় তার সন্তানের জন্য কাঁদে। আর আমার মনে হচ্ছিল, আমাদের দুজনের মধ্যে যে সম্পর্কটা তৈরি হয়েছে, তা শুধু পেশাদারিত্বের গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। একটা গভীর মানবিক বোঝাপড়া আমাদের দুজনকে কোথাও না কোথাও একসূত্রে বেঁধেছে।

এই ব্যক্তিগত মুহূর্তটি কি আজম ওসমানকে নতুন করে তার লক্ষ্যে স্থির হতে সাহায্য করবে? মেঘের নিষ্পাপ মুখ কি তাকে আরও দৃঢ়ভাবে 'Dante'-কে ধরার জন্য অনুপ্রাণিত করবে? সময় তা বলবে।

অধ্যায় ১৪

অন্ধকারের গভীরে হাতছানি, এক নতুন ধাঁধা

মেয়ের সাথে দেখা করার পর কয়েকটা দিন আজম ওসমানের মধ্যে একটা নীরব পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। তার মুখের বিষণ্ণতা কিছুটা কম মনে হলো, চোখের ক্লান্তিতেও যেন একটা নতুন জেদ মিশেছে। মেঘের নিষ্পাপ মুখটা হয়তো তাকে আবার তার কর্তব্যের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে—এই শহরের আরও অনেক মেয়ের জীবন বিপন্ন, আর তাদের রক্ষাকর্তা হিসেবে তাকেই এগিয়ে আসতে হবে।

তদন্তের গতি যদিও খুব বেশি বাড়েনি, তবে আমরা 'Dante'-র ফেলে যাওয়া প্রতিটি সূত্র আরও মনোযোগ দিয়ে বিশ্লেষণ করতে শুরু করলাম। তার আঁকা ছবিগুলো এখন আমাদের প্রধান আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। ডক্টর রায় সেই ছবিগুলো নিয়ে আরও গভীরে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ চালাচ্ছেন।

"আমার মনে হয় এই ছবিগুলোর মধ্যে শিল্পী শুধু তার নৃশংসতা নয়, বরং তার জীবনের কোনো গভীর ক্ষত বা trauma-ও প্রকাশ করতে চাইছে," ডক্টর রায় একদিন আমাদের বললেন। "আপনারা যদি তার অতীত সম্পর্কে কোনো তথ্য খুঁজে পান, যা কোনো মানসিক আঘাতের ইঙ্গিত দেয়, তবে তা হয়তো তার মোটিভ বুঝতে সাহায্য করতে পারে।"

এই কথা শুনে আমি আবার পুরনো দিনের খবর এবং ঘটনার ফাইল ঘাঁটতে শুরু করলাম। পাঁচ বছর আগের তুশির হত্যাকাণ্ড থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক রিশার ঘটনা পর্যন্ত—এই সময়ের মধ্যে কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা, কোনো নিখোঁজ হওয়া ব্যক্তি অথবা কোনো মানসিক বিকারগ্রস্ত শিল্পীর আচরণের খবর কোথাও পাওয়া যায় কিপনা, তা খতিয়ে দেখছিলাম।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটি অপ্রত্যাশিত সূত্র আমার হাতে এলো। রিশার অ্যাপার্টমেন্টের ক্রাইম সিন থেকে উদ্ধার হওয়া সেই ছোট হাতের ছাপটির ফরেনসিক রিপোর্ট অবশেষে পাওয়া গেছে। রিপোর্টে যা বলা হয়েছে, তা আমাদের হতবাক করে দিয়েছে।

সেই হাতের ছাপ কোনো প্রাপ্তবয়স্কের নয়, বরং একটি শিশুর হাতের ছাপ। কিন্তু ঘটনাস্থলে কোনো শিশুর উপস্থিতি বা ভিক্টিমের সাথে কোনো শিশুর সম্পর্কের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তাহলে এই হাতের ছাপ এলো কোথা থেকে?

আমি দ্রুত আজম ওসমানকে রিপোর্টটি দেখালাম। তার মুখ প্রথমে বিস্ময়ে, পরে গভীর চিন্তায় ভরে গেল।

"একটি শিশুর হাতের ছাপ?" তিনি বললেন। "এটা কি করে সম্ভব?"

আমরা আবার রিশার ব্যক্তিগত জীবন এবং তার পরিচিত মহল সম্পর্কে খোঁজ নিলাম। তার পরিবার, বন্ধু-বান্ধব এবং সহকর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ করলাম। কিন্তু কেউই কোনো শিশু বা বাচ্চার সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা জানাতে পারলেন না।

তাহলে সেই রহস্যময় শিশুটি কে? তার হাতের ছাপ কেন ঘটনাস্থলে পাওয়া গেল? এর কি কোনো সম্পর্ক আছে 'Dante'-র সাথে?

এই নতুন সূত্র আমাদের তদন্তে একটি অপ্রত্যাশিত মোড় এনে দিল। আমরা এতদিন হত্যাকারীর মনস্তত্ত্ব এবং তার শিল্পের অন্ধকার দিক নিয়ে অনুসন্ধান করছিলাম, কিন্তু একটি শিশুর উপস্থিতি যেন পুরো ধাঁধাটাকে আরও জটিল করে তুললো।

"আমার মনে হয় আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ কিছু মিস করছি," আজম ওসমান বললেন, তার কপালে গভীর ভাঁজ। "এই শিশুর হাতের ছাপ হয়তো 'Dante'-র পরিচয় বা তার মোটিভ সম্পর্কে কোনো সূত্র দিতে পারে।"

আমরা ক্রাইম সিন-এর পুরনো ছবিগুলো আবার দেখতে শুরু করলাম, প্রতিটি কোণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করলাম। কোথাও কি সেই শিশুর উপস্থিতি বা তার কোনো চিহ্ন ছিল যা আমাদের চোখ এড়িয়ে গেছে?

এই নতুন রহস্য আমাদের অন্ধকারের আরও গভীরে টেনে নিয়ে গেল। 'Dante'-র মুখোশের আড়ালে কে লুকিয়ে আছে, তা তো এখনও অজানা, তার উপর এই রহস্যময় শিশুর আগমন যেন এক নতুন ধাঁধার সৃষ্টি করলো। এখন আমাদের প্রধান কাজ হলো এই শিশুর পরিচয় খুঁজে বের করা এবং তার সাথে 'Dante'-র কী সম্পর্ক, তা জানা।

অধ্যায় ১৫
অশরীরী স্পর্শ, এক নীরব প্রশ্ন

রিশার অ্যাপার্টমেন্টে পাওয়া সেই রহস্যময় শিশুর হাতের ছাপ যেন এক নীরব প্রশ্ন হয়ে আমাদের তাড়া করতে শুরু করলো। কে এই শিশু? কেন তার হাতের ছাপ ঘটনাস্থলে? এর কি কোনো সম্পর্ক আছে 'Dante'-র সাথে?

আজম ওসমান ফরেনসিক টিমের ওপর চাপ সৃষ্টি করলেন, যাতে তারা অতি দ্রুত হাতের ছাপটির বিস্তারিত বিশ্লেষণ করে জানায়। তারা মাপ, গঠন এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করে জানালো, ছাপটি আনুমানিক পাঁচ থেকে সাত বছর বয়সী কোনো শিশুর। কিন্তু এর বাইরে আর কোনো তথ্য তারা দিতে পারলো না। ডেটাবেজেও এর কোনো মিল পাওয়া যায়নি।

আমরা রিশার পরিচিত মহলে আবারও খোঁজ নিলাম। তার পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মী—সবার কাছে একই প্রশ্ন, তারা কি রিশার সাথে কোনো শিশুকে দেখেছে? কিন্তু সবার উত্তর ছিল—না। রিশার ব্যক্তিগত জীবনে কোনো শিশুর উপস্থিতি ছিল না বলে তারা নিশ্চিতভাবে জানালো।

তাহলে সেই শিশুটি কি 'Dante'-র কেউ? হয়তো তার সন্তান অথবা অন্য কোনো নিকটাত্মীয়? কিন্তু কেন সে হত্যাকাণ্ডস্থলে ছিল?

আমি আমার সাংবাদিকতার সূত্রে চাইল্ড সাইকোলজিস্টদের সাথে কথা বললাম। তাদের মতে, এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ডস্থলে কোনো শিশুর উপস্থিতি অত্যন্ত অস্বাভাবিক। যদি কোনো শিশু এমন ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে থাকে, তবে তার মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর গভীর প্রভাব পড়তে পারে।

আজম ওসমান পুরনো দিনের নিখোঁজ শিশুদের তালিকা আবার খতিয়ে দেখতে শুরু করলেন। গত কয়েক বছরে এমন কোনো শিশুর নিখোঁজ হওয়ার খবর পাওয়া যায় কিনা, যার হাতের ছাপের সাথে ঘটনাস্থলে পাওয়া ছাপটির মিল থাকতে পারে। কিন্তু তেমন কোনো তথ্য পাওয়া গেল না।

এই রহস্য যেন ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে। একটি অশরীরী স্পর্শের মতো, সেই শিশুর হাতের ছাপ আমাদের এক নতুন ধাঁধার সামনে দাঁড় করালো।

কয়েক দিন পর, আজম ওসমান আমাকে তার অফিসে ডেকে পাঠালেন। তার চোখে একটা নতুন ধরনের অনুসন্ধিৎসু ভাব দেখতে পেলাম।

"তানভীন," তিনি বললেন, "আমার মনে হয় আমাদের 'Dante'-র আঁকা ছবিগুলো আরও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা উচিত। হয়তো সেই ছবিতে আমরা সেই শিশুটির কোনো ইঙ্গিত পেতে পারি।"

আমরা আবার 'Dante'-র আঁকা প্রতিটি ছবি মনোযোগ দিয়ে দেখতে শুরু করলাম। রঙের ব্যবহার, প্রতীক, দৃশ্যের ডিটেইলস—সবকিছু আমরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করলাম।

একটি পুরনো ছবিতে আমার চোখ আটকে গেল। ছবিটি ছিল একটি পরিত্যক্ত খেলার মাঠের, যেখানে ভাঙা খেলনা আর আগাছা ভর্তি। ছবির এক কোণে একটি ছোট মানব silhouette দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছিল, তার মুখ অস্পষ্ট।

"ডিটেকটিভ ওসমান, এই ছবিটা দেখুন," আমি বললাম, ছবিটির দিকে ইঙ্গিত করে। "এই ছোট silhouette টা কি কোনো শিশুর?"

আজম ওসমান ঝুঁকে ছবিটি দেখলেন। "মনে তো হচ্ছে তাই। কিন্তু 'Dante' কেন একটি শিশুর ছবি আঁকবে?"

আমরা ছবিটির আরও ডিটেইলস পরীক্ষা করলাম। silhouette টির পাশে একটি অস্পষ্ট প্রতীক আঁকা ছিল—একটি বৃত্তের ভেতরে একটি ছোট তারা। এই প্রতীকটি আমরা আগে 'Dante'-র অন্য কোনো ছবিতে দেখিনি।

আমরা ডক্টর রায়ের সাথে আবার দেখা করলাম এবং তাকে ছবিটি দেখালাম। তিনি silhouette এবং নতুন প্রতীকটি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখলেন।

"এই প্রতীকটি তেমন পরিচিত নয়," ডক্টর রায় বললেন। "তবে বৃত্ত সাধারণত সুরক্ষা বা আবদ্ধতার প্রতীক হতে পারে, আর তারা আশা বা নতুন শুরুর ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু একসাথে এর অর্থ কী, তা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন।"

তিনি silhouette টির দিকে তাকিয়ে বললেন, "এই শিশুর উপস্থিতি ছবিতে তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে। হয়তো 'Dante'-র জীবনে কোনো শিশুর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, অথবা সে শিশুদের প্রতি কোনো বিশেষ অনুভূতি পোষণ করে।"

এই ছবিটি আমাদের ভাবিয়ে তুললো। 'Dante'-র অন্ধকার জগতে কি কোনো আলোর বিন্দু ছিল? সেই রহস্যময় শিশুটি কি তার অতীতের কোনো হারানো অংশ?

আমরা 'Dante'-র আঁকা অন্যান্য ছবিতেও শিশুদের কোনো অস্পষ্ট উপস্থিতি বা ইঙ্গিত খুঁজে বের করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আর কোনো সরাসরি উল্লেখ পাওয়া গেল না। তবে কিছু ছবিতে পরিত্যক্ত খেলনা বা শিশুদের আঁকা ছবির মতো কিছু জিনিস দেখা গেল, যা হয়তো সেই রহস্যময় শিশুর সাথে কোনোভাবে সম্পর্কিত।

সেই নীরব প্রশ্ন—কেন একটি শিশুর হাতের ছাপ হত্যাকাণ্ডস্থলে?—এখন আরও জোরালো হয়ে উঠলো। এই অশরীরী স্পর্শ যেন আমাদের 'Dante'-র মুখোশের আরও গভীরে উঁকি দিতে ইশারা করছে।

অধ্যায় ১৬

সন্দেহের ঘূর্ণি, নতুন মুখ

রিশার হত্যাকাণ্ডের তদন্তে শিশুর হাতের ছাপ একটি অপ্রত্যাশিত মোড় এনে দিল। এই সূত্র ধরে আমরা নতুন করে রিশার ব্যক্তিগত জীবন এবং তার আশেপাশের মানুষদের খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করলাম।

রিশার পরিবারের সদস্যদের আবারও জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। তারা তাদের দূর সম্পর্কের কোনো আত্মীয়ের ছোট ছেলের কথা জানালো, যে বছরখানেক আগে একবার তাদের বাড়ি বেড়াতে এসেছিল। কিন্তু রিশার সাথে তার তেমন কোনো মেলামেশা হয়নি এবং ঘটনার সময় সে তাদের সাথে ছিল না বলে তারা নিশ্চিত করলো।

রিশার নৃত্যদলের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করেও কোনো শিশুর সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা জানা গেল না। তবে তাদের মধ্যে একজন একটি অপ্রত্যাশিত তথ্য দিল। সে জানালো, রিশা কিছুদিন ধরে একটি নতুন ব্যক্তির সাথে মেলামেশা করছিল। লোকটি তাদের নাচের অনুষ্ঠানে প্রায়ই আসত এবং রিশার সাথে দীর্ঘক্ষণ কথা বলত। কিন্তু তার নাম বা পরিচয় তারা সঠিকভাবে জানে না।

এই নতুন সূত্রটি আমাদের আগ্রহ বাড়ালো। আমরা সেই রহস্যময় ব্যক্তির খোঁজ শুরু করলাম। রিশার সহকর্মীদের কাছ থেকে তার চেহারার বর্ণনা পাওয়া গেল—মাঝারি উচ্চতা, চাপা স্বভাব, সবসময় কালো পোশাক পরত এবং মুখে একটা অদ্ভুত বিষণ্ণতার ছাপ দেখা যেত।

আমরা শহরের বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখতে শুরু করলাম, যদি রিশার অ্যাপার্টমেন্টের আশেপাশে এমন কোনো ব্যক্তিকে দেখা যায়। বেশ কিছু ফুটেজে আমরা সেই ব্যক্তিকে শনাক্ত করতে পারলাম। ঘটনার দিন রাতে তাকে রিশার বিল্ডিংয়ে প্রবেশ করতে দেখা গেছে, তবে বের হওয়ার কোনো স্পষ্ট ফুটেজ পাওয়া যায়নি।

এই ব্যক্তি কি 'Dante'? নাকি তার কোনো সহযোগী? আর সেই শিশুর হাতের ছাপের সাথেই বা তার কী সম্পর্ক?

তদন্তের এই পর্যায়ে আরও একজন সন্দেহভাজনের নাম উঠে এলো—আবির, রিশার প্রাক্তন প্রেমিক। তাদের সম্পর্ক খুব একটা ভালো ছিল না এবং রিশা কিছুদিন আগে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল। রিশার কিছু বন্ধু জানালো, বিচ্ছেদের পর আবির নাকি রিশাকে হুমকিও দিয়েছিল।

আবিরকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হলো। সে রিশার সাথে তার সম্পর্কের অবনতির কথা স্বীকার করলো, কিন্তু হত্যাকাণ্ডের সাথে তার কোনো যোগসূত্র থাকার কথা অস্বীকার করলো। তার দেওয়া অ্যালিবাইও আপাতদৃষ্টিতে সঠিক মনে হলো।

তবে আবিরের ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালিয়ে কিছু আঁকা ছবি পাওয়া গেল, যার বিষয়বস্তু ছিল বেশ অন্ধকার এবং হতাশাজনক। ছবিগুলোতে ধারালো অস্ত্রের ব্যবহার এবং কিছু অস্পষ্ট প্রতীকও দেখা গেল। এই ছবিগুলো 'Dante'-র কাজের মতো বীভৎস না হলেও, তাদের মধ্যে একটা ভীতিকর মিল ছিল।

আবির কি 'Dante'-র অনুকরণকারী? নাকি সে নিজেই আসল হত্যাকারী, যে তার পরিচয় গোপন করার চেষ্টা করছে?

তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই যেন সন্দেহের জাল বিস্তার করছে। সেই রহস্যময় কালো পোশাক পরা ব্যক্তি, প্রাক্তন প্রেমিক আবিরের আঁকা অন্ধকার ছবি, আর সেই অশরীরী শিশুর হাতের ছাপ—সবকিছু মিলেমিশে এক জটিল ধাঁধার সৃষ্টি করেছে।

আজম ওসমান কিছুটা বিভ্রান্ত বোধ করছিলেন। একের পর এক নতুন সূত্র আসছে, কিন্তু কোনোটিই যেন স্পষ্ট পথের দিশা দিচ্ছে না।

"মনে হচ্ছে আমরা একটা ঘূর্ণির মধ্যে পড়েছি, তানভীন," তিনি বললেন। "কোনটা আসল আর কোনটা বিভ্রান্তি, তা বোঝা কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে।"

আমিও বুঝতে পারছিলাম, কেসটা ক্রমশ আরও ঘোলাটে হয়ে উঠছে। 'Dante' যেন ইচ্ছাকৃতভাবে আমাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে, একের পর এক নতুন মুখ সামনে এনে আসল পরিচয় আড়াল করছে।

তবে আমরা হাল ছাড়িনি। প্রতিটি সন্দেহভাজনকে আমরা গভীরভাবে তদন্ত করবো, প্রতিটি সূত্রের শেষ পর্যন্ত যাবো। সেই

রহস্যময় শিশু এবং কালো পোশাক পরা ব্যক্তির পরিচয় আমাদের উদ্ধার করতেই হবে। হয়তো তাদের মধ্যেই লুকিয়ে আছে ‘Dante’-র আসল রহস্য।

অধ্যায় ১৭

অসহনীয় চাপ, ব্যক্তিগত ঝড় আমার চোখে

রিশার নৃশংস হত্যাকাণ্ড যেন দেশজুড়ে বারুদের স্তূপে আগুন ধরিয়ে দিল। সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে রাজপথ—সর্বত্র একটাই স্লোগান, ‘Dante’-কে গ্রেফতার করো। জনগণের মধ্যে আতঙ্ক বাড়ছে, রাতের শহর যেন ভুতুড়ে নীরবতায় ঢেকে যাচ্ছে। অভিভাবকরা তাদের মেয়েদের নিরাপত্তা নিয়ে চরম উদ্বিগ্ন।

এই পরিস্থিতিতে সরকারের ওপর চরম চাপ সৃষ্টি হয়েছে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো এই সুযোগে সরকারের দুর্বল আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে তীব্র সমালোচনা শুরু করেছে। বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করছে, পুলিশের ব্যর্থতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে।

পুলিশ হেডকোয়ার্টারে যেন ঝড় বয়ে যাচ্ছে। শুনেছি, প্রতিদিন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের জরুরি মিটিং বসছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে শুরু করে আইজিপি—সকলেই দ্রুত ‘Dante’-কে গ্রেফতারের নির্দেশ দিচ্ছেন।

ডিটেকটিভ চিফ শাহজাহান আজম ওসমানকে তার অফিসে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। যখন আজম ওসমান তার অফিস থেকে বেরোলেন, তখন তার মুখ থমথমে, চোখে বিরক্তির স্পষ্ট ছাপ দেখলাম। আমি বুঝতে পারছিলাম, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছ থেকে নিশ্চয়ই অনেক কথা শুনতে হয়েছে।

“কী বললেন চিফ?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

আজম ওসমান দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। “আর বোলো না, লেখক সাহেব। মনে হচ্ছে যেন আমরা একটা ডুবন্ত নৌকার যাত্রী। কিছুই করার নেই।”

তিনি আমাকে জানালেন, চিফ তার ওপর চরম অসন্তুষ্ট। একের পর এক হত্যাকাণ্ড ঘটছে, অথচ তারা এখনও কোনো সুস্পষ্ট সূত্র খুঁজে পাননি। সারা দেশ তাদের দিকে তাকিয়ে আছে, আর সরকার রীতিমতো প্রশ্নের মুখে পড়েছে।

চিফ নাকি আজম ওসমানের ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যার কথাও উল্লেখ করেছেন—তার বিবাহ বিচ্ছেদ, মেয়ের চিন্তা—এইসবের জন্য হয়তো তিনি কাজের ওপর মনোযোগ দিতে পারছেন না। আজম ওসমান চুপ করে ছিলেন, যেন চিফের কথাগুলো তার ভেতরের ক্ষতগুলোতে আরও গভীর ভাবে আঘাত করেছে।

চিফ নাকি এমনকি তাকে কিছুদিনের জন্য রিলিজ দেওয়ার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন, যাতে অন্য কেউ এই কেসটা দেখতে পারে। এই কথা শুনে আজম ওসমানের মুখ কঠিন হয়ে গিয়েছিল। তিনি রাজি হননি। তিনি এই কেস ছাড়তে চান না, শেষ পর্যন্ত লড়তে চান।

অফিস থেকে বেরিয়ে আজম ওসমানের মন আরও খারাপ হয়ে গেল। ব্যক্তিগত জীবনের ঝড় এবং পেশাগত ব্যর্থতা—দুটোই যেন তাকে ঘিরে ধরেছে। আমি বুঝতে পারছিলাম, এই কঠিন পরিস্থিতিতে আমি পাশে না থাকলে তার মনোবল ভেঙে যেতে পারত।

সে রাতে, অফিসে বসে যখন আমরা দুজনে মিলে ‘Dante’-র আঁকা ছবিগুলো আবার দেখছিলাম, তখন আমি অজান্তেই তার কাঁধে হাত রাখলাম।

“ডিটেকটিভ ওসমান,” আমি বললাম, “আপনি একা নন। আমরা একসাথে এই অন্ধকার ভেদ করবোই।”

আজম ওসমান আমার দিকে তাকালেন। তার চোখে কৃতজ্ঞতার ঝিলিক দেখতে পেলাম। হয়তো আমি শুধু একজন রিপোর্টার, কিন্তু এই ভয়ঙ্কর পথে আমিও তার একজন সঙ্গী হয়ে উঠেছি।

বাইরে তখন গভীর রাত। শহরের আলো ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে আসছে। কিন্তু আজম ওসমানের মধ্যে একটা নতুন প্রতিজ্ঞা দেখতে পেলাম। তিনি হাল ছাড়বেন না। ‘Dante’-কে ধরতেই হবে, যে করেই হোক না কেন। দেশের মানুষের আতঙ্ক দূর করতে হবে, আর সেই নিহত মেয়েগুলোর আত্মার শান্তি ফিরিয়ে আনতে হবে। ব্যক্তিগত ঝড় আর পেশাগত চাপ—সবকিছুকে উপেক্ষা করে তিনি আবার নতুন উদ্যমে তদন্তে মনোযোগ দিলেন। আমিও তার পাশে থেকে, আমার সাধ্যমতো সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত ছিলাম।

অধ্যায় ১৮

অন্ধকারের নকশা, এক চেনা মুখ

তদন্তের চাপ যখন ক্রমশ অসহনীয় হয়ে উঠছিল, তখন আমরা 'Dante'-র আঁকা ছবিগুলোর দিকে আরও মনোযোগ দিলাম। মনে হচ্ছিল, সেই বীভৎস ক্যানভাসের মধ্যেই হয়তো লুকিয়ে আছে আমাদের শিকারীর পরিচয়, তার মনের অন্ধকার নকশা।

আমি এবং আজম ওসমান দিনের পর দিন সেই ছবিগুলো দেখতাম, ডক্টর রায়ের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ শুনতাম এবং নিজেদের মতো করে প্রতিটি প্রতীক ও রঙের অর্থ বোঝার চেষ্টা করতাম।

একদিন, একটি পুরনো ছবি দেখতে গিয়ে আমার চোখ আটকে গেল। ছবিটি ছিল একটি পরিত্যক্ত আর্ট স্টুডিওর ভেতরের দৃশ্য। ভাঙা ক্যানভাস, ছেঁড়া স্কেচ, আর মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা রঙের বোতল—যেন কোনো শিল্পীর স্বপ্নভঙ্গের প্রতিচ্ছবি। ছবির এক কোণে একটি অস্পষ্ট মুখ আঁকা ছিল, এতটাই দ্রুত হাতে আঁকা যে, প্রথম নজরে তা চোখ এড়িয়ে যায়।

"ডিটেকটিভ ওসমান, এই মুখটা দেখুন," আমি বললাম, ছবিটির দিকে ইঙ্গিত করে। "মনে হচ্ছে যেন 'Dante' নিজের মুখ আঁকার চেষ্টা করেছে।"

আজম ওসমান ঝুঁকে ছবিটা দেখলেন। মুখটা সত্যিই অস্পষ্ট, কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখলে একটা কাঠামো আন্দাজ করা যায়। লম্বাটে মুখ, তীক্ষ্ণ নাক এবং গভীর চোখের আভাস—যেন কোথাও দেখেছি এমন।

আমরা ছবিটির ডিজিটাল কপি উন্নত করার জন্য ফরেনসিক ল্যাবে পাঠালাম। কয়েক ঘন্টা পর উন্নত ছবিটি যখন আমাদের কাছে এলো, তখন আমরা দুজনেই স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

সেই অস্পষ্ট মুখের সাথে আজম ওসমানের পুরনো একটি কেসের সন্দেহভাজনের চেহারার অদ্ভুত মিল পাওয়া গেল। লোকটি ছিল একজন মানসিক ভারসাম্যহীন চিত্রশিল্পী, যে বছর পাঁচেক আগে একটি অ্যাসিড হামলার ঘটনায় জড়িত ছিল। ভিকটিম ছিল তার প্রাক্তন প্রেমিকা, একজন নৃত্যশিল্পী।

আমার মনে পড়ে গেল—রিশাও ছিলেন একজন নৃত্যশিল্পী।

"এই লোকটা… এর নাম কি?" আজম ওসমান বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলেন।

আমি পুরনো কেসের ফাইল ঘেঁটে নামটা বের করলাম—সোহেল খান। অ্যাসিড হামলার দায়ে সে কিছুদিন জেল খেটেছিল, কিন্তু পরে মানসিক অসুস্থতার কারণে তাকে একটি পুনর্বাসন কেন্দ্রে পাঠানো হয়। বছর দুয়েক আগে সে সেই কেন্দ্র থেকে পালিয়ে যায় এবং তারপর থেকে তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

সোহেল খান… একজন মানসিক ভারসাম্যহীন চিত্রশিল্পী, যার শিকার ছিল একজন নৃত্যশিল্পী… আর 'Dante'-র শিকারও নারীরা, যার মধ্যে নৃত্যশিল্পীও রয়েছে। তার আঁকা ছবিগুলোতেও একটা অন্ধকার, হতাশাজনক চিত্র জগৎ—যা একজন মানসিক অসুস্থ শিল্পীর কাজের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

আর সেই অস্পষ্ট মুখ—যা 'Dante' তার পুরনো ছবিতে এঁকেছিল—সেটা কি আসলে সোহেল খানের মুখ? আমরা দ্রুত সোহেল খানের পুরনো ছবি এবং 'Dante'-র আঁকা ছবির উন্নত মুখটির তুলনা করলাম। অবিশ্বাস্যভাবে, তাদের মধ্যে অনেক মিল পাওয়া গেল। চোখের গভীরতা, নাকের গঠন, এমনকি ঠোঁটের সামান্য বাঁক—সবকিছু যেন একই ব্যক্তির প্রতিচ্ছবি।

তাহলে কি 'Dante' আসলে সোহেল খান? অ্যাসিড হামলার পর পালিয়ে গিয়ে সে কি আরও ভয়ঙ্কর অপরাধে জড়িয়ে পড়েছে? তার আঁকা বীভৎস ছবিগুলো কি তার বিকৃত মনের বহিঃপ্রকাশ, আর হত্যাকাণ্ডগুলো কি তার পুরনো ক্ষোভের নতুন শিকার?

এই আবিষ্কার আমাদের তদন্তে একটা নতুন দিগন্ত উন্মোচন করলো। এতদিন আমরা এক অশরীরী শিল্পীর পেছনে ছুটছিলাম, অথচ হত্যাকারী হয়তো আমাদের পরিচিত গণ্ডির মধ্যেই লুকিয়ে ছিল।

এখন আমাদের প্রধান কাজ হলো সোহেল খানকে খুঁজে বের করা। সে কোথায় আছে? কি করছে? আর কেনই বা সে 'Dante' ছদ্মনামে একের পর এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে চলেছে?

অন্ধকারের নকশা যেন ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে, আর সেই নকশার কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে একটি চেনা মুখ—সোহেল খান।

অধ্যায় ১৯

পুরনো ক্ষত, নতুন শিকার

সোহেল খানের নাম সামনে আসতেই তদন্তে যেন নতুন করে গতি এলো। আজম ওসমান তার পুরনো ফাইল ঘেঁটে সোহেল সম্পর্কে আরও তথ্য উদ্ধার করলেন। অ্যাসিড হামলার শিকার সেই নৃত্যশিল্পী, যার নাম ছিল লিলি, ঘটনার পর দীর্ঘ সময় হাসপাতালে ছিলেন এবং তার মুখ ও শরীরের বেশ কিছু অংশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সোহেল খানের মানসিক অসুস্থতার ইতিহাসও বেশ পুরনো, এবং পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকে পালানোর পর সে কোথায় গেছে, তার কোনো হদিস পাওয়া যায়নি।

আমরা সোহেল খানের ছবি বিভিন্ন থানায় এবং গোয়েন্দা বিভাগের কাছে পাঠালাম। তার সম্ভাব্য আ hideout গুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করলাম। তার পরিচিত বন্ধু এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথেও যোগাযোগ করা হলো।

কয়েক দিনের মধ্যেই একটি গুরুত্বপূর্ণ খবর এলো। সোহেল খানকে সম্প্রতি শহরের একটি পুরনো, পরিত্যক্ত আর্ট স্টুডিওর আশেপাশে দেখা গেছে। স্টুডিওটি দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ ছিল এবং স্থানীয়দের কাছে ভুতুড়ে জায়গা হিসেবে পরিচিত।

আজম ওসমান এবং আমি দ্রুত সেই স্টুডিওর দিকে রওনা হলাম। পুরনো, জরাজীর্ণ বিল্ডিং, চারিপাশে আগাছা আর ভাঙা ইটের স্তূপ। ভেতরে স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার, আর পুরনো রঙের গন্ধ মেশানো একটা ভ্যাপসা বাতাস।

স্টুডিওর ভেতরে আমরা সোহেলের আঁকা কিছু অদ্ভুত ছবি দেখতে পেলাম। ছবিগুলোতে সেই একই অন্ধকার আর হতাশাজনক জগৎ, ধারালো অস্ত্রের ব্যবহার এবং কিছু অস্পষ্ট প্রতীক। তবে ‘Dante’-র ছবির মতো এত বীভৎসতা তাতে ছিল না।

আমরা স্টুডিওর প্রতিটি কোণ তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলাম। একটি ভাঙা ক্যানভাসের পেছনে আমরা একটি ডায়েরি খুঁজে পেলাম। ডায়েরিটা সোহেলের লেখা, এবং তাতে তার মানসিক অবস্থার ক্রমাবনতির কথা লেখা ছিল। লিলির ওপর অ্যাসিড হামলার জন্য সে অনুতপ্ত, কিন্তু একই সাথে তার মনে এক গভীর ক্ষোভও ছিল—সম্ভবত সমাজের প্রতি, অথবা অন্য কোনো নারীর প্রতি।

ডায়েরির শেষ পাতায় একটি বীভৎস ছবি আঁকা ছিল—একটি নারীর রক্তাক্ত দেহ, আর তার পাশে সেই পরিচিত প্রতীকগুলো। ছবির নিচে ‘Dante’ নামটি লেখা।

এই ডায়েরি এবং ছবিটি সোহেল খানের প্রতি আমাদের সন্দেহ আরও জোরালো করলো। মনে হচ্ছিল, আমরা যেন ‘Dante’-র খুব কাছে পৌঁছে গেছি।

কিন্তু এর পরেই ঘটলো অপ্রত্যাশিত ঘটনা। শহরের অন্য প্রান্তে, আরও একটি হত্যাকাণ্ড! এবারে শিকার—মিথিলা, একজন তরুণী সঙ্গীতশিল্পী। তার মৃতদেহ একটি হোটেলের ঘর থেকে উদ্ধার করা হলো, এবং ঘটনাস্থলে সেই একই প্রতীক পাওয়া গেল।

মিথিলার হত্যাকাণ্ডের খবর আমাদের হতবাক করে দিল। সোহেল খান যদি ‘Dante’ হয়, তাহলে একই সময়ে দুটি ভিন্ন স্থানে হত্যাকাণ্ড ঘটানো কি করে সম্ভব? নাকি ‘Dante’ আসলে একাধিক ব্যক্তি?

আজম ওসমান হতাশ হয়ে চেয়ারে বসে পড়লেন। “তাহলে সোহেল নয়?” তার গলায় চরম বিভ্রান্তি। “কিন্তু সেই ডায়েরি, সেই ছবি…”

আমিও বুঝতে পারছিলাম, আমরা আবার একটা ভুল পথে চালিত হয়েছিলাম। সোহেল খান হয়তো ‘Dante’-র দ্বারা প্রভাবিত ছিল, অথবা সে নিজেই একজন অনুকরণকারী হতে পারে। কিন্তু আসল শিকারী এখনও ধরাছোঁয়ার বাইরে।

এই নতুন হত্যাকাণ্ড আমাদের তদন্তে আবারও অনিশ্চয়তার মেঘ ঘনালো। পুরনো ক্ষত হয়তো নতুন শিকার খুঁজে ফিরছে, কিন্তু সেই ক্ষতের উৎস কোথায়, তা এখনও অজানা।

অধ্যায় ২০

সন্দেহের বহুমাত্রিক জাল

মিথিলার হত্যাকাণ্ড সোহেল খানের প্রতি আমাদের সন্দেহকে দুর্বল করে দিল ঠিকই, কিন্তু তদন্তের গতি থামেনি। বরং, আমরা আরও নতুন করে সম্ভাব্য সন্দেহভাজনদের তালিকা তৈরি করতে শুরু করলাম।

মিথিলার ব্যক্তিগত জীবন খতিয়ে দেখে জানা গেল, তার সঙ্গীত জগতে বেশ কিছু প্রতিযোগী ছিল, যাদের সাথে তার সম্পর্ক খুব একটা ভালো ছিল না। তাদের মধ্যে একজন ছিল রুদ্র, একজন উঠতি গায়ক, যে মিথিলার জনপ্রিয়তা ঈর্ষা করত এবং প্রকাশ্যে তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত। রুদ্রকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হলো। সে মিথিলার সাথে তার তিক্ত সম্পর্কের কথা স্বীকার করলো, কিন্তু হত্যাকাণ্ডের সাথে তার কোনো যোগসূত্র থাকার কথা জোরালোভাবে

অস্বীকার করলো। তার অ্যালিবাইও আপাতদৃষ্টিতে নির্ভরযোগ্য মনে হলো।
তবে, রুদ্রের অ্যাপার্টমেন্টে তল্লাশি চালিয়ে মিথিলার কিছু ব্যক্তিগত ছবি এবং হাতে লেখা চিঠি পাওয়া গেল, যা তাদের সম্পর্কের গভীরতা এবং তিক্ততা উভয়কেই প্রমাণ করে। রুদ্রের মনে মিথিলার প্রতি তীব্র ক্ষোভ ছিল, যা হয়তো তাকে চরম পদক্ষেপ নিতে প্ররোচিত করতে পারত।
অন্যদিকে, আমরা ‘Dante’-র আঁকা ছবিগুলোর আরও গভীরভাবে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করছিলাম। ডক্টর রায় একটি বিশেষ ছবির দিকে ইঙ্গিত করলেন—ছবিটিতে একটি মঞ্চের দৃশ্য আঁকা, যেখানে একজন সঙ্গীতশিল্পীকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে, আর তার চারপাশে কিছু ভাঙা বাদ্যযন্ত্র।
“এই ছবিটি মিথিলার হত্যাকাণ্ডের পূর্বাভাস হতে পারে,” ডক্টর রায় বললেন। “শিল্পীর মনে সঙ্গীতশিল্পীদের প্রতি কোনো বিশেষ বিদ্বেষ থাকতে পারে।”
এই সূত্র ধরে আমরা সঙ্গীত জগতের আরও কিছু ব্যক্তির দিকে নজর দিলাম, যাদের মিথিলার সাথে কোনো ধরনের শত্রুতা ছিল। তাদের মধ্যে উঠে এলো আকাশের নাম, একজন প্রাক্তন সঙ্গীত প্রযোজক, যার ক্যারিয়ার মিথিলার উত্থানের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। আকাশ দীর্ঘদিন ধরে লোকচক্ষুর আড়ালে ছিল। তার বর্তমান ঠিকানা খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে।
ঠিক তখনই, ফরেনসিক রিপোর্ট থেকে একটি নতুন তথ্য পাওয়া গেল। মিথিলার মৃতদেহের পাশে একটি সিগারেটের টুকরো পাওয়া গেছে, যা একটি বিশেষ ব্র্যান্ডের। এই ব্র্যান্ডের সিগারেট খুব কম লোকই খায়। আমরা সেই ব্র্যান্ডের সিগারেট ব্যবহারকারীদের তালিকা তৈরি করতে শুরু করলাম।
তদন্তের জাল ক্রমশ বিস্তার লাভ করছে। সোহেল খান, রুদ্র, আকাশ—এই তিনজনই এখন আমাদের সন্দেহের তালিকায়। প্রত্যেকেই কোনো না কোনোভাবে ভিক্টিমদের সাথে যুক্ত ছিল, অথবা ‘Dante’-র আঁকা ছবির বিষয়বস্তুর সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে।
কিন্তু আসল ‘Dante’ কে? কেন সে একের পর এক নিরীহ নারীদের হত্যা করছে? তার মোটিভ কী? আর তার আঁকা বীভৎস ছবিগুলোর রহস্যই বা কী?

অধ্যায় ২১

জিজ্ঞাসাবাদের ঘূর্ণিপাক

মিথিলার হত্যাকাণ্ডের পর সন্দেহভাজনদের তালিকা দীর্ঘ হতে শুরু করলো। সোহেল খান, রুদ্র, আকাশ—প্রত্যেকেরই অতীত এবং বর্তমান কার্যকলাপ তাদের সন্দেহের কেন্দ্রে রাখছিল। আজম ওসমান এবং তার দল একের পর এক তাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠাতে শুরু করলেন।
প্রথম দফায় সোহেল খানকে জেরা করা হলো। তার ডায়েরি এবং স্টুডিওতে পাওয়া ছবিগুলোর বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করা হলো। সোহেল তার মানসিক অসুস্থতার কথা স্বীকার করলো, লিলির ওপর অ্যাসিড হামলার জন্য অনুতপ্ততাও জানালো। কিন্তু ‘Dante’ বা সাম্প্রতিক হত্যাকাণ্ডগুলোর সাথে তার কোনো যোগসূত্র থাকার কথা সে অস্বীকার করলো। তার অস্থির এবং অসংলগ্ন কথাবার্তা তদন্তকারীদের আরও বিভ্রান্ত করলো। সে দাবি করলো, ডায়েরির শেষ পৃষ্ঠায় আঁকা ছবিটি তার সাম্প্রতিক সময়ের বিভ্রমের ফল, ‘Dante’ নামের কেউ তার স্বপ্নে এসে সেই ছবি আঁকতে বলেছিল।
এরপর রুদ্রকে আবারও জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। তার এবং মিথিলার তিক্ত সম্পর্কের বিষয়ে আরও গভীরে যাওয়া হলো। রুদ্র এখনও মিথিলার প্রতি তার ক্ষোভ গোপন করার চেষ্টা করছিল, কিন্তু তার কথায় ধরা পড়ছিল চাপা বিদ্বেষ। মিথিলার ব্যক্তিগত ছবি এবং চিঠিগুলোর বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে সে উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং দাবি করে, মিথিলাই তাদের সম্পর্ক নষ্ট করার জন্য দায়ী ছিল। যদিও তার অ্যালিবাই আপাতদৃষ্টিতে সঠিক ছিল, তার মানসিক অস্থিরতা তাকে সন্দেহভাজনদের তালিকা থেকে বাদ দিতে দিচ্ছিল না।
আকাশের খোঁজ এখনও চলছে। তার পুরনো পরিচিতদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, মিথিলার উত্থানের পর সে আরও বেশি অন্তর্মুখী হয়ে গিয়েছিল এবং ধীরে ধীরে লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যায়। তার বর্তমান ঠিকানা সম্পর্কে কেউ কোনো সঠিক তথ্য দিতে পারেনি। তাকে খুঁজে বের করার জন্য পুলিশের একটি বিশেষ দল কাজ করছে।
অন্যদিকে, মিথিলার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে উদ্ধার হওয়া সিগারেটের টুকরোর সূত্র ধরে আমরা একটি তালিকা তৈরি করলাম সেই বিশেষ ব্র্যান্ডের সিগারেট ব্যবহারকারীদের। তালিকাটি বেশ দীর্ঘ ছিল, কিন্তু আমরা প্রতিটি নাম ধরে ধরে তাদের বর্তমান অবস্থান এবং মিথিলার সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল কিনা, তা খতিয়ে দেখতে শুরু করলাম।

এই জিজ্ঞাসাবাদের ঘূর্ণিপাকে আমরা যেন আরও গভীরে তলিয়ে যাচ্ছিলাম। প্রত্যেকেরই লুকানোর মতো কিছু না কিছু ছিল, প্রত্যেকেরই মিথিলার সাথে কোনো না কোনো ধরনের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু কে আসল ‘Dante’, আর কেনই বা তারা এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটাচ্ছে—এই প্রশ্নের উত্তর তখনও অধরা ছিল।

তানভীন এবং আমি প্রতিটি জিজ্ঞাসাবাদের খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ করছিলাম, তাদের মুখের অভিব্যক্তি, তাদের হাতের নড়াচড়া, তাদের কন্ঠস্বরের ওঠা-নামা—সবকিছু আমাদের তীক্ষ্ণ নজরে ছিল। মনে হচ্ছিল, যেন আমরা এক জটিল নাটকের দর্শক, যেখানে প্রতিটি চরিত্রের আড়ালে লুকিয়ে আছে এক ভয়ঙ্কর সত্য।

এই পরিস্থিতিতে, ডক্টর রায় আমাদের একটি নতুন মনস্তাত্ত্বিক প্রোফাইল দিলেন ‘Dante’-র। তার মতে, ‘Dante’ সম্ভবত একাধিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী, অথবা তার মধ্যে গভীর মানসিক দ্বন্দ্ব রয়েছে। তার শিল্পের বীভৎসতা এবং হত্যাকাণ্ডগুলোর নৃশংসতা—এই দুটি দিক তার ভেতরের অস্থিরতা এবং ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ।

ডক্টর রায়ের এই প্রোফাইল আমাদের সন্দেহভাজনদের মনস্তত্ত্ব আরও গভীরভাবে বুঝতে সাহায্য করলো। সোহেলের অসংলগ্ন কথাবার্তা, রুদ্রের চাপা বিদ্বেষ, আকাশের অন্তর্ধান—এই সবকিছু যেন ‘Dante’-র জটিল মানসিকতার একেকটি দিক উন্মোচন করছিল।

কিন্তু আসল ধাঁধা তখনও মেলেনি। কে এই মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে থাকা ভয়ঙ্কর শিল্পী? আর কতগুলো নিরীহ জীবন তার রক্তাক্ত ক্যানভাসের শিকার হবে?

আমি আপনার নির্দেশনা অনুযায়ী অধ্যায়টিকে আরও বিস্তারিতভাবে লিখছি, যেখানে আজম ওসমান বব ডিলানের "Blowin' in the Wind" গানটি গাইবেন এবং তাদের দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক আলোচনা আরও গভীর হবে।

অধ্যায় ২২ (আরও বিস্তারিত)

ঝড়ো রাত, আত্মার গভীর সংলাপ

কয়েক দিন ধরে একটানা বৃষ্টি পড়ছিল। শহরের রাস্তাঘাট জলমগ্ন, আর মেঘলা আকাশ যেন এক বিষণ্ণতার স্থায়ী রূপ নিয়েছে। সেদিন সোহেল খান এবং রুদ্রের দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর আমি আর আজম ওসমান দুজনেই শারীরিক ও মানসিকভাবে বিধ্বস্ত ছিলাম। অফিসের নিস্তব্ধতা যেন আমাদের ভেতরের ক্লান্তিকে আরও বাড়িয়ে তুলছিল। কাজ শেষে যখন বাইরে পা রাখলাম, তখন প্রকৃতির রুদ্রমূর্তি—তুমুল ঝড়, বিদ্যুতের ভয়াবহ ঝলকানি আর মেঘের গুরুগম্ভীর গর্জন।

আমার অ্যাপার্টমেন্ট শহরের অন্য প্রান্তে, আর এই দুর্যোগপূর্ণ রাতে একা যাওয়াটা নিতান্তই বোকামি হতো। আজম ওসমানও তার নীরব বাসায় একা। হঠাৎ তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে বললেন, “আজ রাতটা বরং আমার ওখানেই থেকে যান, লেখক সাহেব। এই ঝড়-বৃষ্টিতে একা যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।”

ক্লান্ত মন এবং বাইরের দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি বিবেচনা করে আমি তার প্রস্তাবটি সানন্দে গ্রহণ করলাম। আজম ওসমানের বাসাটা শহরের এক নির্জন গলির ভেতরে, পুরনো একতলা বাড়ি, যার চারপাশ শান্ত ও স্তব্ধ। ভেতরে প্রবেশ করতেই দুটি বিড়াল ছুটে এলো—একটি মিশমিশে কালো, যেন রাতের প্রতিচ্ছবি, অন্যটি ধবধবে সাদা, এক টুকরো বরফের মতো। আজম ওসমান তাদের অদ্ভুত নাম জানালেন—নিকোটিন আর মরফিন। তারা ছাড়া পুরো বাড়িটা অস্বাভাবিকভাবে নীরব, যেন একাকীত্বের এক জীবন্ত চিত্র।

আজম ওসমান ভেজা জামাকাপড় ছেড়ে একটা পুরনো টি-শার্ট আর ট্রাউজার পরলেন। আমিও আমার পোশাক পরিবর্তন করে নিলাম। বিদ্যুতের ঘন ঘন চমকানি ঘরের আবছা আলোয় এক রহস্যময়, অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি করলো। দিনের ক্লান্তি আর বাইরের দুর্যোগের চাপ কমাতে দুজনেরই কিছুটা উষ্ণতার প্রয়োজন ছিল। আজম ওসমান একটি পুরনো, ধুলোমাখা বোতল বের করলেন—সিঙ্গেল মল্ট স্কচ হুইস্কি। দুটো ভারী গ্লাসে কিছুটা তরল ঢেলে তিনি আমার দিকে এগিয়ে দিলেন, তার ঠোঁটের কোণে এক ক্লান্ত হাসি।

“একটু গলা ভেজালে হয়তো রাতের অন্ধকারটা কিছুটা সহনীয় হবে,” তিনি বললেন।

আমরা নীরবে প্রথম চুমুকটি নিলাম। হুইস্কির উষ্ণতা যেন মুহূর্তের জন্য শরীরের ক্লান্তি দূর করে দিল। কিছুক্ষণ পর আজম ওসমান দেয়ালের তাকে ঝুলানো পুরনো গিটারটি হাতে নিলেন। তার আঙুলগুলো মলিন তারের ওপর আলতো করে স্পর্শ করলো, এবং এক বিষণ্ণ, অথচ মায়াবী সুর বেজে উঠলো। আমি জানতাম না, এই কঠিন চেহারার মানুষটির ভেতরে একজন সংবেদনশীল সঙ্গীতশিল্পী লুকিয়ে আছে।

তিনি গেয়ে উঠলেন বব ডিলানের সেই কালজয়ী গান—"Blowin' in the Wind"। তার কন্ঠ কিছুটা ভাঙা, যেন

জীবনের অনেক ঝড়ঝাপটা সেই সুরে জমা হয়েছে। প্রতিটি পঙক্তি যেন আমাদের বর্তমান পরিস্থিতির এক নীরব ভাষ্য, না জানা প্রশ্নের উত্তর খোঁজার এক আকুতি।

> How many roads must a man walk down
> Before you call him a man?
> How many seas must a white dove sail
> Before she sleeps in the sand?
> Yes, and how many times must the cannonballs fly
> Before they're forever banned?
> The answer, my friend, is blowin' in the wind
> The answer is blowin' in the wind.
>

গান থামিয়ে আজম ওসমান গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। "মাঝে মাঝে মনে হয়, জীবনটা সত্যিই একটা এলোমেলো হাওয়া, কোথায় থেকে আসে আর কোথায় যায়, কিছুই বোঝা যায় না। আমরা শুধু তার স্রোতে ভেসে চলি।"

আমি হুইস্কির শেষ চুমুকটি নিয়ে বললাম, "কিন্তু সেই হাওয়ার দিক তো বদলানো যায়, তাই না? আমরা চেষ্টা করলে হয়তো নতুন পথেও হাঁটতে পারি।"

আজম ওসমান আমার দিকে তাকালেন, তার চোখে এক গভীর দার্শনিক জিজ্ঞাসা। "কিন্তু যদি সেই হাওয়া সবসময় অন্ধকারের দিকে টানে? যদি সব পথ বন্ধ হয়ে যায়?"

আমরা দুজনেই কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলাম। মদের প্রভাব হয়তো আমাদের চিন্তাভাবনাকে আরও গভীর করে তুলছিল, অথবা হয়তো দুর্যোগপূর্ণ রাতের নিস্তব্ধতা আমাদের ভেতরের জমানো কথাগুলো বের করে আনছিল। জীবন, মৃত্যু, ন্যায়বিচার, মানুষের ভেতরের লুকানো অন্ধকার—এইসব নিয়ে আমাদের মধ্যে এক গভীর মনস্তাত্ত্বিক আলোচনা শুরু হলো।

আজম ওসমান তার ব্যক্তিগত জীবনের ভাঙন, তার মেয়ের জন্য উদ্বেগ এবং তদন্তের ব্যর্থতা নিয়ে অকপটে কথা বললেন। তার চোখে হতাশার স্পষ্ট ছাপ। আমি আমার সাংবাদিকতা জীবনের অন্ধকার অভিজ্ঞতা, সমাজের নিষ্ঠুরতা এবং মানুষের ভেতরের পশুত্ব নিয়ে নিজের ভাবনাগুলো শেয়ার করলাম।

"জানেন তো, তানভীন," আজম ওসমান বললেন, তার কন্ঠ কিছুটা জড়িয়ে আসছে, "এই 'Dante'-কে ধরতে না পারলে মনে হবে যেন আমি জীবনের সবচেয়ে বড় যুদ্ধে হেরে গেছি। শুধু আইনের কাছে নয়, সেই নিহত মেয়েগুলোর আত্মার কাছেও।"

আমি তার হাত স্পর্শ করে বললাম, "আপনি হারবেন না, ডিটেকটিভ ওসমান। আমরা একসাথে এর শেষ দেখব। এই ঝড় যেমন একসময় থামবে, তেমনই এই অন্ধকারেরও শেষ হবে।"

বৃষ্টি চলতেই থাকলো, বাতাসের তীব্র সোঁ সোঁ শব্দ আর বিদ্যুতের চমকানি আমাদের চারপাশের জগৎটাকে আরও রহস্যময় করে তুললো। নিকোটিন আর মরফিন ক্লান্ত শরীরে আমাদের পায়ের কাছে এসে গা ঘষতে লাগলো, যেন তারাও এই নীরব, গভীর সংলাপে অংশীদার হতে চায়।

সে রাতে, আজম ওসমানের নীরব বাসায়, দুই ক্লান্ত মানুষের আত্মার এক গভীর, দার্শনিক কথোপকথন হলো। দুর্যোগপূর্ণ রাত যেন আমাদের ভেতরের জমানো কষ্ট আর হতাশার বাঁধ ভেঙে দিল, আর আমরা একে অপরের নিঃসঙ্গতার গভীরে কিছুটা হলেও সান্ত্বনা খুঁজে পেলাম। সেই রাতে, আমরা শুধু দুজন সহকর্মী ছিলাম না, বরং দুজন মানুষ ছিলাম যারা জীবনের কঠিন প্রশ্নের উত্তর খুঁজছিল, অন্ধকারের মাঝে এক টুকরো আলোর জন্য হাত বাড়িয়েছিল।

অধ্যায় ২৩

অন্ধকারের প্রতিচ্ছবি, এক নতুন শিকার

ঝড়ো রাত পেরিয়ে ভোরের আলো ফুটতেই শহরের চেহারা কিছুটা শান্ত হলো, কিন্তু আমাদের মনের অস্থিরতা কমল না। আজম ওসমানের বাসায় সেই রাতের কথোপকথন যেন আমাদের আরও বেশি সংকল্পবদ্ধ করলো 'Dante'-কে খুঁজে বের করার জন্য।

অফিসে ফিরেই আমরা নতুন উদ্যমে তদন্ত শুরু করলাম। সোহেল খান এবং রুদ্র এখনও আমাদের সন্দেহের তালিকা থেকে

পুরোপুরি বাদ যায়নি, যদিও তাদের সরাসরি 'Dante' হওয়ার সম্ভাবনা কম মনে হচ্ছিল। আকাশের খোঁজও অব্যাহত ছিল।

ঠিক তখনই, একটি নতুন হত্যাকাণ্ডের খবর এলো। এবারে শিকার—অনামিকা, একজন তরুণী স্থপতি। তার আধুনিক অ্যাপার্টমেন্ট থেকে তার ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার করা হয়েছে, এবং বরাবরের মতো ঘটনাস্থলে সেই রহস্যময় প্রতীক বিদ্যমান।

অনামিকার হত্যাকাণ্ডের খবর আমাদের স্তম্ভিত করে দিল। 'Dante' যেন থামছেই না, একের পর এক নিরীহ জীবন কেড়ে নিচ্ছে। তার শিকার নির্বাচনের ধরণও যেন এলোমেলো—কখনও নৃত্যশিল্পী, কখনও সঙ্গীতশিল্পী, আবার কখনও স্থপতি। কোনো নির্দিষ্ট প্যাটার্ন খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

অনামিকার ব্যক্তিগত জীবন খতিয়ে দেখে জানা গেল, সে একজন অত্যন্ত মেধাবী এবং কর্মঠ মেয়ে ছিল। তার কর্মক্ষেত্রে তেমন কোনো শত্রু ছিল না, এবং ব্যক্তিগত জীবনেও তার খুব বেশি জটিলতা ছিল না বলে জানা যায়। তার বন্ধু-বান্ধব এবং পরিবারের সদস্যরা এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে হতবাক। তবে তারা একটি বিষয় উল্লেখ করেছিল—অনামিকা কিছুটা অন্তর্মুখী স্বভাবের ছিল এবং নিজের আবেগ সহজে প্রকাশ করত না।

অনামিকার অ্যাপার্টমেন্টের ক্রাইম সিন-এর ছবিগুলো দেখে আমার গা শিউরে উঠলো। রক্তের কালিতে আঁকা প্রতীকটি আগেরগুলোর চেয়ে আরও জটিল এবং ভিন্ন ধরনের। মনে হচ্ছিল, 'Dante' যেন তার বার্তা ক্রমশ পরিবর্তন করছে, আমাদের আরও কঠিন ধাঁধার মুখে ফেলছে।

আজম ওসমান হতাশ হয়ে বললেন, "এই লোকটা কী চায়? কেন সে এমন করছে?"

ডক্টর রায়কে আবারও ডেকে পাঠানো হলো। তিনি অনামিকার হত্যাকাণ্ডের স্থান থেকে পাওয়া প্রতীকটি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখলেন।

"এই প্রতীকটি আগে দেখা যায়নি," তিনি বললেন। "এটি একটি আবদ্ধ গোলকের ভেতরে একটি পেঁচানো রেখা—যা সম্ভবত কোনো ধরনের মানসিক অস্থিরতা বা আবদ্ধ চিন্তাভাবনার বহিঃপ্রকাশ হতে পারে।"

তিনি আরও বলেন, "শিল্পীর শিকার নির্বাচনের এলোমেলো ধরণ সম্ভবত তার ভেতরের গভীর অস্থিরতা এবং নিয়ন্ত্রণ হারানোর ভয়কে নির্দেশ করে। সে হয়তো তার ভেতরের অন্ধকার তাড়ানোর জন্যই এমন নৃশংস কাজ করছে। শিকারের ব্যক্তিত্ব বা স্বভাব তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।"

অনামিকার অ্যাপার্টমেন্টে তল্লাশি চালানোর সময় একটি পুরনো আর্ট ম্যাগাজিন পাওয়া গিয়েছিল, যার একটি পাতায় 'Dante'-র একটি ছবির আলোচনা ছিল। তবে অনামিকা সেই ছবির কোনো সমালোচনা করেনি, বরং ছবির অন্ধকারময়তাকে কিছুটা আগ্রহের চোখেই দেখেছিল বলে তার ডায়েরিতে উল্লেখ ছিল।

এই তথ্যটি আমাদের ভাবিয়ে তুললো। তাহলে কেন অনামিকা 'Dante'-র শিকার হলো? তার অন্তর্মুখী স্বভাব বা আবেগ প্রকাশে দুর্বলতা কি হত্যাকারীর মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল? 'Dante' কি এমন নারীদের শিকার করে যারা তাদের ভেতরের কষ্ট বা আবেগ লুকিয়ে রাখে?

এই নতুন সূত্র আমাদের তদন্তে একটি নতুন দিক উন্মোচন করলো। মনে হলো, 'Dante'-র শিকার নির্বাচনের পেছনে হয়তো কোনো নির্দিষ্ট মনস্তাত্ত্বিক কারণ রয়েছে, যা আমরা এখনও বুঝতে পারছি না।

এখন আমাদের কাজ হলো, নিহত অন্যান্য নারীদের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যগুলো খতিয়ে দেখা। তাদের মধ্যে কি কোনো মিল ছিল? তারা কি প্রত্যেকেই আবেগ প্রকাশে দুর্বল ছিল, অথবা অন্তর্মুখী স্বভাবের ছিল? এই প্রশ্নের উত্তর হয়তো আমাদের 'Dante'-র মোটিভের কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারে।

অন্ধকারের প্রতিচ্ছবি যেন আরও স্পষ্ট হচ্ছে, কিন্তু সেই প্রতিচ্ছবির উৎস এখনও রহস্যে ঢাকা। 'Dante' তার নৃশংস খেলা চালিয়ে যাচ্ছে, আর আমরা এখনও তার এক একটি চাল বোঝার চেষ্টা করছি।

অধ্যায় ২৪ (পুনর্লিখিত)

ক্ষতির বীজ, প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা

প্রিয়াঙ্কার হত্যাকাণ্ডের পর আজম ওসমান এবং আমি দুজনেই গভীরভাবে ভাবছিলাম—কেন 'Dante' এই বিশেষ নারীদের শিকার করছে? তাদের মধ্যে কি কোনো নির্দিষ্ট যোগসূত্র রয়েছে? তাদের পেশা, সামাজিক

অবস্থান—এসব আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন হলেও, তাদের অতীত জীবনে কি এমন কিছু ঘটনা ঘটেছিল যা তাদের 'Dante'-র শিকার বানিয়েছে?

এই নতুন প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমরা নিহত নারীদের অতীত জীবন আরও খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করলাম। তাদের বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মী এবং এমনকি তাদের পুরনো দিনের শত্রুদের সাথেও কথা বললাম। আমরা জানতে চেষ্টা করলাম, তারা কি কখনও এমন কোনো কাজ করেছে যার দ্বারা অন্য কারো বড় ধরনের ক্ষতি হয়েছে?

তুশির ক্ষেত্রে, তার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সহপাঠী একটি পুরনো ঘটনার কথা জানালো। তুশির একটি প্রজেক্ট আইডিয়া ছিল, যা তার এক বন্ধু নিজের নামে জমা দিয়ে ক্রেডিট নিয়েছিল। সেই বন্ধুটি পরবর্তীতে ভালো অবস্থানে পৌঁছায়, কিন্তু তুশি সেই ঘটনার পর হতাশ হয়ে পড়েছিল।

শায়ানার ক্ষেত্রে, তার কর্মস্থলের এক প্রাক্তন সহকর্মী একটি সম্পর্কের কথা উল্লেখ করলো। শায়ানার সাথে তার এক সহকর্মীর প্রেমের সম্পর্ক ছিল, কিন্তু শায়ানা সেই সম্পর্ক ভেঙে দিয়ে অন্য একজনের সাথে সম্পর্কে জড়িয়েছিল, যার ফলে সেই সহকর্মী মানসিকভাবে খুব ভেঙে পড়েছিল এবং চাকরিও হারিয়েছিল।

রিশার ক্ষেত্রে, তার নৃত্যদলের একজন সদস্য একটি ঘটনার কথা জানালো যেখানে রিশা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য তার এক প্রতিদ্বন্দ্বীর নাচের পোশাকে ইচ্ছাকৃতভাবে সমস্যা তৈরি করেছিল, যার ফলে সেই প্রতিদ্বন্দ্বী আর অংশ নিতে পারেনি।

অনামিকার ক্ষেত্রে, তার স্থাপত্য ফার্মের একজন পুরনো ক্লায়েন্ট একটি অভিযোগের কথা জানালো। অনামিকার নকশা করা একটি বিল্ডিংয়ের ত্রুটির কারণে সেই ক্লায়েন্টের বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল, কিন্তু অনামিকা সেই বিষয়ে কোনো দায় নেয়নি।

প্রিয়াঙ্কার ক্ষেত্রেও একই ধরনের তথ্য পাওয়া গেল। তার গ্রাফিক্স ডিজাইনের একটি কাজ নকল করে অন্য একজন ক্লায়েন্টকে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল, যার ফলে আসল ক্লায়েন্ট আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

এই তথ্যগুলো আমাদের হতবাক করে দিল। নিহত প্রত্যেক নারীই তাদের জীবনে এমন কিছু কাজ করেছে যার দ্বারা অন্য কারো না কারো ক্ষতি হয়েছে। তাহলে কি 'Dante' সেই ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের কেউ? নাকি সে নীতিপুলিশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে প্রতিশোধ নিচ্ছে?

ডক্টর রায়কে এই নতুন তথ্য জানানোর পর তিনি বললেন, "যদি এই তথ্য সত্যি হয়, তাহলে হত্যাকারীর মোটিভ স্পষ্ট—প্রতিশোধ। সে হয়তো মনে করে এই নারীরা তাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করছে। তার মধ্যে এক ধরনের বিকৃত ন্যায়বিচারের ধারণা কাজ করছে।"

এখন আমাদের প্রধান কাজ হলো, সেই ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের খুঁজে বের করা। তুশির সেই বন্ধু, শায়ানার প্রাক্তন প্রেমিক, রিশার প্রতিদ্বন্দ্বী, অনামিকার ক্লায়েন্ট এবং প্রিয়াঙ্কার আসল ক্লায়েন্ট—তাদের বর্তমান অবস্থা এবং তাদের সাথে 'Dante'-র কোনো যোগসূত্র আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা।

এই কাজটি সহজ হবে না, কারণ এই ঘটনাগুলো বেশ পুরনো। কিন্তু এটাই হয়তো 'Dante'-র মুখোশের আড়ালের মানুষটিকে চেনার একমাত্র পথ হতে পারে। ক্ষতির বীজ থেকে জন্ম নেওয়া প্রতিশোধের এই আকাঙ্ক্ষা আমাদের কোথায় নিয়ে যায়, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

অধ্যায় ২৫

ক্ষতির পরম্পরা, প্রতিশোধের দীর্ঘ ছায়া

এতদিন 'Dante'-র শিকার নির্বাচনের কোনো সুস্পষ্ট প্যাটার্ন খুঁজে না পেলেও, প্রিয়াঙ্কার হত্যাকাণ্ডের পর যখন তাদের অতীতের ক্ষতির দিকটি সামনে এলো, তখন আমরা পুরনো হত্যাকাণ্ডগুলোও নতুন করে বিশ্লেষণ করতে শুরু করলাম।

তুশির ক্ষেত্রে, সেই প্রজেক্ট আইডিয়া চুরির ঘটনাটি তার জীবনে একটি বড় আঘাত ছিল, কিন্তু আমরা জানতে পারলাম সেই আইডিয়া ব্যবহার করে তার বন্ধু যে খ্যাতি ও অর্থ লাভ করেছিল, তার একটি বড় অংশ তুশির প্রাপ্য ছিল। তুশির নীরব কষ্ট হয়তো চাপা পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু সেই ক্ষতির বীজ বপনকারী বন্ধুর সাফল্য 'Dante'-র দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি।

শায়ানার সেই প্রাক্তন প্রেমিক, যার জীবন শায়ানার কারণে বিপর্যস্ত হয়েছিল, তার বর্তমান অবস্থা জানার চেষ্টা করলাম। দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর জানা গেল, সম্পর্ক ভাঙার পর সে গভীর হতাশায় ডুবে গিয়েছিল এবং মাদকাসক্ত হয়ে অকালে মারা

যায়। শায়ানার নতুন সম্পর্ক হয়তো তাকে সুখ এনেছিল, কিন্তু তার একটি ভুলের চরম মূল্য দিতে হয়েছিল অন্য একজনকে।
রিশার সেই নৃত্য প্রতিযোগীর কথা মনে পড়লো, যার পোশাক নষ্ট করার কারণে সে আর অংশ নিতে পারেনি। সেই প্রতিযোগী পরবর্তীতে আর তেমন সুযোগ পায়নি এবং তার নৃত্যশিল্পী হওয়ার স্বপ্ন ভেঙে যায়। রিশার একটি মুহূর্তের স্বার্থপরতা একটি সম্ভাবনাময় জীবন কেড়ে নিয়েছিল।
অনামিকার সেই ক্লায়েন্টের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ছিল বিশাল। তার ব্যবসার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছিল সেই বিল্ডিংয়ের ওপর, কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ নকশার কারণে তাকে দেউলিয়া হতে হয়। অনামিকা সেই ক্ষতির দায় এড়িয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সেই অসহায় ব্যবসায়ীর অভিশাপ হয়তো 'Dante'-র কানে পৌঁছেছিল।
প্রিয়াঙ্কার নকল কাজের শিকার সেই আসল ক্লায়েন্ট এখনও আইনি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন, তার ব্যবসার সুনাম পুনরুদ্ধারের জন্য। প্রিয়াঙ্কার এক মুহূর্তের অসততা একটি দীর্ঘস্থায়ী কষ্টের কারণ হয়েছে।
এই প্রতিটি ঘটনার একটি সাধারণ সূত্র ছিল—নিহত নারীরা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো সময় নিজেদের স্বার্থের জন্য অন্যের ক্ষতি করেছে, হয়তো সেই ক্ষতির পরিমাণ তাৎক্ষণিক ছিল না, কিন্তু তার দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী।
আজম ওসমান এবং আমি বুঝতে পারছিলাম, 'Dante' আসলে সেই নীরব ক্ষতিগ্রস্তদের হয়ে প্রতিশোধ নিচ্ছে। তার বিকৃত মস্তিষ্কে এক ধরনের ন্যায়বিচারের ধারণা কাজ করছে, যেখানে সে মনে করে এই নারীরা তাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করছে।
এখন আমাদের প্রধান কাজ হলো, এই প্রতিটি ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ব্যক্তিদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা। তাদের মধ্যে কে 'Dante' হতে পারে? কার মনে এত দীর্ঘ সময় ধরে প্রতিশোধের আগুন জ্বলছিল? এই কাজটি কঠিন, কারণ ঘটনাগুলো পুরনো এবং ক্ষতিগ্রস্ত অনেকেই হয়তো তাদের জীবন গুছিয়ে নিয়েছে বা অন্য কোথাও চলে গেছে। কিন্তু এই ক্ষতির পরম্পরাই হয়তো 'Dante'-র পরিচয় উন্মোচন করার একমাত্র চাবিকাঠি হতে পারে। প্রতিশোধের দীর্ঘ ছায়া এবার কার ওপর পড়বে, সেটাই দেখার বিষয়।

আমি আপনার নির্দেশনা অনুযায়ী আরও কিছু নতুন এবং পুরনো ভিক্টিমের তথ্য যোগ করছি, যাদের জীবনেও একই ধরনের ক্ষতির কারণ হওয়ার ঘটনা রয়েছে। এর মাধ্যমে 'Dante'-র মোটিভ আরও জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তদন্তের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হবে।

অধ্যায় ২৬

ক্ষতির বিস্তার, প্রতিশোধের নতুন শিকার

পুরনো হত্যাকাণ্ডগুলোর নতুন করে অনুসন্ধানের পাশাপাশি, আমরা গত কয়েক বছরে ঘটে যাওয়া অন্যান্য রহস্যজনক মৃত্যুর ফাইলও খতিয়ে দেখতে শুরু করলাম। আমাদের ধারণা ছিল, 'Dante' হয়তো আরও আগে থেকে তার প্রতিশোধের খেলা শুরু করেছে, এবং সেই সময়ের কিছু ঘটনা হয়তো এতদিন আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।
এই অনুসন্ধানে আরও দুটি পুরনো হত্যাকাণ্ডের সন্ধান পাওয়া গেল, যেখানে একই ধরনের নৃশংসতা এবং রহস্যময় প্রতীকের উপস্থিতি ছিল। ভিক্টিমদের একজন ছিল বছর দশেক আগে খুন হওয়া মেঘনা, একজন উঠতি লেখিকা। তদন্তে জানা যায়, মেঘনা তার প্রথম উপন্যাস প্রকাশের আগে অন্য এক তরুণ লেখকের পাণ্ডুলিপি চুরি করে নিজের নামে চালিয়েছিল, যার ফলে সেই লেখকের সাহিত্যিক জীবন শুরুতেই শেষ হয়ে যায়।
অন্য ভিক্টিমটি ছিল সাত বছর আগে খুন হওয়া জয়া, একজন সফল ব্যবসায়ী। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, সে তার এক অংশীদারের সাথে প্রতারণা করে তার ব্যবসা দখল করে নিয়েছিল, যার ফলে সেই অংশীদার সর্বস্বান্ত হয়ে আত্মহত্যা করে।
এই নতুন তথ্যগুলো 'Dante'-র মোটিভকে আরও স্পষ্ট করলো। সে শুধু সাম্প্রতিক সময়ের ক্ষতিগুলোর প্রতিশোধ নিচ্ছে না, বরং অতীতের অন্যায়গুলোও তার দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। তার প্রতিশোধের জাল যেন সময়ের সাথে সাথে আরও বিস্তৃত হচ্ছে।
এই পর্যায়ে, আমরা সেই ক্ষতিগ্রস্ত লেখকের এবং সেই মৃত ব্যবসায়ীর পরিবারের সদস্যদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করলাম। তাদের বর্তমান অবস্থা এবং তাদের সাথে 'Dante'-র কোনো সংযোগ আছে কিনা, তা জানার জন্য।
মেঘনার প্রতারণার শিকার সেই লেখক দীর্ঘকাল হতাশায় ভুগে একাকী জীবনযাপন করছেন বলে জানা গেল। তার সাহিত্যিক স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার কষ্ট তিনি আজও ভুলতে পারেননি।
অন্যদিকে, জয়ন্তের প্রতারণার শিকার সেই ব্যবসায়ীর স্ত্রী এবং সন্তানরা এখনও আর্থিক কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

তাদের মনে জয়ন্তের প্রতি তীব্র ঘৃণা এবং প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে বলে জানা যায়।
এই দুটি নতুন সূত্র আমাদের তদন্তে আরও একটি নতুন মাত্রা যোগ করলো। ‘Dante’ হয়তো সেই নীরব ক্ষতিগ্রস্তদের আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে, তাদের কষ্ট এবং ক্ষোভকে নিজের প্রতিশোধের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে।
এখন আমাদের প্রধান কাজ হলো, এই পুরনো এবং সাম্প্রতিক সময়ের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে একটি যোগসূত্র খুঁজে বের করা। তাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে ‘Dante’ হতে পারে? অথবা ‘Dante’ কি তাদের বাইরের কেউ, যে নীতিপুলিশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে একের পর এক প্রতিশোধ নিচ্ছে?
তদন্তের এই বিস্তার আমাদের আরও গভীরে নিয়ে যাচ্ছে, এক জটিল গোলকধাঁধায়, যেখানে প্রতিটি পদক্ষেপেই নতুন রহস্যের উন্মোচন হচ্ছে। ক্ষতির বিস্তার বাড়ছে, আর সেই সাথে বাড়ছে প্রতিশোধের ছায়া।

অধ্যায় ২৭

যোগসূত্রের সন্ধান, এক অদৃশ্য সুতো

নিহত নারীদের অতীতের ক্ষতির দিকগুলো জানার পর, আমাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল সেই ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কোনো যোগসূত্র খুঁজে বের করা। তারা কি একে অপরের সাথে পরিচিত ছিল? তাদের মধ্যে কি কোনো ব্যবসায়িক বা সামাজিক সম্পর্ক ছিল? নাকি ‘Dante’ সম্পূর্ণ অপরিচিত হয়েও তাদের ক্ষতির ইতিহাস জেনে প্রতিশোধ নিচ্ছে?
আমরা নিহত মেঘনার প্রতারণার শিকার সেই লেখক, জয়ার প্রতারণার শিকার ব্যবসায়ীর পরিবার, তুশির প্রজেক্ট আইডিয়া চুরি করা বন্ধু, শায়ানার প্রাক্তন প্রেমিক (মৃত), রিশার নৃত্য প্রতিযোগিতার সেই প্রতিদ্বন্দ্বী, অনামিকার সেই ক্ষতিগ্রস্ত ক্লায়েন্ট এবং প্রিয়াঙ্কার সেই আসল ক্লায়েন্ট—এই সাতটি ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করলাম।
তাদের মধ্যে সরাসরি কোনো ব্যক্তিগত বা পেশাগত সম্পর্কের তেমন কোনো প্রমাণ পাওয়া গেল না। তবে একটি অদ্ভুত বিষয় আমাদের নজরে এলো। নিহত মেঘনা তার চুরি করা উপন্যাসের উৎসর্গপত্রে এমন একজনের নাম উল্লেখ করেছিল, যে কিনা পরবর্তীতে জয়ার ব্যবসায়িক অংশীদার ছিল। সেই অংশীদার জয়ার প্রতারণার শিকার হয়ে আত্মহত্যা করে।
এই একটি সংযোগ আমাদের ভাবিয়ে তুললো। তাহলে কি ‘Dante’ এই পুরো ঘটনার পরম্পরার সাথে কোথাও না কোথাও যুক্ত? সে কি মেঘনার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত লেখকের পরিচিত কেউ, অথবা জয়ার সেই মৃত অংশীদারের ঘনিষ্ঠ?
আমরা মেঘনার সেই সময়ের বন্ধু এবং সাহিত্যিক মহলে খোঁজ নিতে শুরু করলাম। জানা গেল, মেঘনার একজন খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল, যে নিজেও লেখক হতে চেয়েছিল কিন্তু মেঘনার সাফল্যের আড়ালে হারিয়ে যায়। সেই বন্ধুটি দীর্ঘদিন ধরে নিভৃতে জীবনযাপন করছে এবং তার বর্তমান ঠিকানা অজানা।
অন্যদিকে, জয়ার মৃত অংশীদারের পরিবারের সাথে যোগাযোগ করে জানা গেল, তার একটি ছোট ভাই ছিল, যে তার ভাইয়ের মৃত্যুর জন্য জয়াকে দায়ী করত এবং প্রতিশোধ নেওয়ার শপথ নিয়েছিল। সেই ভাই দীর্ঘদিন ধরে নিখোঁজ।
এই দুটি নতুন সূত্র আমাদের মনে এক নতুন সম্ভাবনার জন্ম দিল। ‘Dante’ কি মেঘনার সেই olvidado বন্ধু? নাকি জয়ার সেই প্রতিশোধপরায়ণ ভাই?
আমরা এই দুজনের পুরনো ছবি এবং অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করে ‘Dante’-র আঁকা ছবিতে থাকা অস্পষ্ট চেহারার সাথে মেলানোর চেষ্টা করলাম। যদিও স্পষ্ট কোনো মিল পাওয়া গেল না, তবে কিছু সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য—যেমন চোখের গভীরতা এবং মুখের কাঠামোর আভাস—কিছুটা হলেও ইঙ্গিত দিচ্ছিল।
আজম ওসমান এই দুজনের নিখোঁজ হওয়ার সময়ের তদন্তের ফাইলগুলো পুনরায় খুললেন। তাদের কোনো অতীত অপরাধের রেকর্ড ছিল কিনা, অথবা তারা কোনো মানসিক অস্থিরতায় ভুগছিলেন কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
তদন্তের এই পর্যায়ে, আমরা বুঝতে পারছিলাম ‘Dante’ হয়তো সেই ক্ষতিগ্রস্তদের খুব কাছের কেউ, যে নীরবে তাদের কষ্ট দেখেছে এবং প্রতিশোধের আগুন নিজের ভেতরে লালন করেছে। একটি অদৃশ্য সুতো যেন এই সাতটি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষতির ঘটনাকে এক বিন্দুতে এনে জুড়েছে, আর সেই সুতোর অন্য প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে এক ভয়ঙ্কর প্রতিশোধস্পৃহা।
এখন আমাদের প্রধান কাজ হলো, মেঘনার সেই বন্ধু এবং জয়ার সেই ভাইকে খুঁজে বের করা। তাদের বর্তমান অবস্থান এবং তাদের সাথে ‘Dante’-র কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক আছে কিনা, তা নিশ্চিত করা। হয়তো তাদের মধ্যেই লুকিয়ে আছে সেই ভয়ঙ্কর মুখোশ, যা এতগুলো নিরীহ জীবন কেড়ে নিয়েছে।

অধ্যায় ২৮

বিভ্রান্তির জাল, অচেনা ছায়া

মেঘনার সেই বন্ধু এবং জয়ার ভাইয়ের নিখোঁজ হওয়ার তদন্তে আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলাম। পুরনো ফাইল ঘেঁটে, তাদের পরিচিতদের সাথে কথা বলে আমরা তাদের সম্পর্কে কিছু তথ্য জোগাড় করলাম।

মেঘনার সেই বন্ধুর নাম ছিল অরূপ। সে-ও একজন প্রতিভাবান লেখক ছিল, কিন্তু মেঘনার সাফল্যের ছায়ায় তার প্রতিভা ঢাকা পড়ে যায়। মেঘনার উপন্যাস প্রকাশের পর অরূপ মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে এবং ধীরে ধীরে সকলের থেকে দূরে সরে যায়। তার শেষ পরিচিত ঠিকানা ছিল একটি ছোট শহর, কিন্তু সেখানে গিয়ে জানা যায়, সে অনেক বছর আগে শহর ছেড়ে চলে গেছে।

অন্যদিকে, জয়ার ভাই, যার নাম রাহুল, তার ভাইয়ের মৃত্যুর জন্য জয়াকে দায়ী করত এবং প্রকাশ্যে প্রতিশোধ নেওয়ার হুমকি দিত। জয়ার মৃত্যুর পর রাহুল পুরোপুরি নিখোঁজ হয়ে যায়। তার বন্ধুরা জানায়, রাহুল কিছুটা উগ্র স্বভাবের ছিল এবং জয়ার প্রতি তার অস্বাভাবিক আসক্তি ছিল।

এই তথ্যগুলো আমাদের মনে আরও কিছু প্রশ্নের জন্ম দিল। অরূপ এবং রাহুল—উভয়েরই নিহত নারীদের প্রতি বিদ্বেষ থাকার কারণ ছিল। কিন্তু তারা কি সত্যিই ‘Dante’? নাকি অন্য কেউ এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করছে?

আমরা অরূপ এবং রাহুলের পুরনো ছবি এবং হাতের লেখার নমুনা সংগ্রহ করে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের কাছে পাঠালাম। ‘Dante’-র আঁকা ছবিতে থাকা অস্পষ্ট চেহারা এবং ঘটনাস্থলে পাওয়া চিঠিতে থাকা হাতের লেখার সাথে তাদের কোনো মিল আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখার জন্য।

কিন্তু রিপোর্টের ফলাফল আমাদের হতাশ করলো। অরূপ এবং রাহুলের কোনো বৈশিষ্ট্যই ‘Dante’-র ছবির চেহারা বা হাতের লেখার সাথে মেলে না। তার মানে, তারা ‘Dante’ নয়।

এই আবিষ্কার আমাদের তদন্তে একটি বড় ধাক্কা দিল। আমরা এতদিন যাদের সম্ভাব্য হত্যাকারী হিসেবে মনে করছিলাম, তারা আসলে নির্দোষ। তাহলে ‘Dante’ কে? সে কি এখনও আমাদের পরিচিত বৃত্তের বাইরে লুকিয়ে আছে, নাকি আমাদের চোখের সামনে ঘোরাফেরা করেও ধরা দিচ্ছে না?

আজম ওসমান হতাশ হয়ে বললেন, “আমরা আবার ভুল পথে হাঁটছি, তানভীন। ‘Dante’ যেন ইচ্ছাকৃতভাবে আমাদের বিভ্রান্ত করছে।”

আমিও বুঝতে পারছিলাম, কেসটা ক্রমশ আরও জটিল হয়ে উঠছে। আমরা যেন এক গোলকধাঁধায় আটকে গেছি, যেখানে প্রতিটি পথ নতুন বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায়।

তবে আমরা হাল ছাড়লাম না। আমরা আবার নিহত নারীদের জীবনের প্রতিটি দিক নতুন করে বিশ্লেষণ করতে শুরু করলাম। তাদের বন্ধু, শত্রু, সহকর্মী—সবার সাথে আবার কথা বললাম। হয়তো এমন কোনো ছোটখাটো বিষয় আছে, যা এতদিন আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে, কিন্তু সেটাই হয়তো ‘Dante’-র পরিচয় খুলে দিতে পারে।

এই পরিস্থিতিতে, আমরা একটি অপ্রত্যাশিত সূত্র খুঁজে পেলাম। নিহত অনামিকার কম্পিউটারে ‘Dante’-র একটি ছবির ডিজিটাল কপি পাওয়া যায়। ছবিটি অনামিকা ডাউনলোড করেছিল, কিন্তু কেন, তা জানা যায়নি।

ছবিটি পরীক্ষা করে দেখা গেল, এর মেটাডাটাতে একটি নাম লেখা আছে—সায়ন।

সায়ন—এই নামটি আমাদের কাছে সম্পূর্ণ নতুন। কে এই সায়ন? তার সাথে ‘Dante’-র কী সম্পর্ক?

এই নতুন নামটি যেন এক নতুন রহস্যের দরজা খুলে দিল। বিভ্রান্তির জাল ভেদ করে আমরা কি অবশেষে সত্যের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারবো? নাকি এই অচেনা ছায়া আমাদের আরও গভীরে টেনে নিয়ে যাবে?

অধ্যায় ২৯

সায়নের রহস্য, বিভ্রান্তির নতুন দিগন্ত

অনামিকার কম্পিউটারে পাওয়া সায়নের নামটি আমাদের তদন্তে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করলো। কে এই সায়ন? তার সাথে ‘Dante’-র কী সম্পর্ক? কেনই বা অনামিকা ‘Dante’-র একটি ছবি তার কম্পিউটারে ডাউনলোড করেছিল?

আমরা দ্রুত সায়নের পরিচয় জানার জন্য অনুসন্ধান শুরু করলাম। বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম, অনলাইন আর্ট ফোরাম এবং ফটোগ্রাফি ওয়েবসাইট তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলাম। বেশ কিছু খোঁজাখুঁজির পর আমরা সায়ন নামের এক তরুণ

ফটোগ্রাফারের প্রোফাইল খুঁজে পেলাম। তার প্রোফাইলে ‘Dante’-র আঁকা কিছু বীভৎস ছবির প্রতি আগ্রহ দেখা যায় এবং সে নিজেও একই ধরনের অন্ধকার ও হতাশাজনক ছবি তোলে বলে মনে হলো।

সায়নের প্রোফাইলে অনামিকার সাথে তার কিছু পারস্পরিক যোগাযোগের প্রমাণও পাওয়া গেল। তারা দুজনে একই আর্ট কমিউনিটির সদস্য ছিল এবং বিভিন্ন অনলাইন ফোরামে তাদের মধ্যে ছবির বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে দেখা গেছে। এই তথ্যগুলো আমাদের মনে সন্দেহের বীজ বপন করলো। সায়ন কি ‘Dante’-র কোনো সহযোগী? নাকি সে নিজেই ‘Dante’? আর অনামিকা কেন তার সাথে যোগাযোগ রাখত?

আমরা সায়নের বর্তমান ঠিকানা খুঁজে বের করে তার অ্যাপার্টমেন্টে হানা দিলাম। অ্যাপার্টমেন্টটি অন্ধকার এবং এলোমেলো ছিল, দেওয়ালে সায়নের তোলা কিছু বীভৎস ছবি লাগানো ছিল। ঘরের এক কোণে একটি ইজেলে একটি অসমাপ্ত ছবি দেখা গেল, যার বিষয়বস্তু ছিল অনেকটা ‘Dante’-র কাজের মতোই—একটি রক্তাক্ত নারী দেহ এবং কিছু অস্পষ্ট প্রতীক।

সায়নকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হলো। সে ‘Dante’-র কাজের প্রতি তার আগ্রহের কথা স্বীকার করলো এবং অনামিকার সাথে তার অনলাইন যোগাযোগের কথাও জানালো। তবে সে ‘Dante’ বা হত্যাকাণ্ডগুলোর সাথে কোনো ধরনের যোগসূত্র থাকার কথা জোরালোভাবে অস্বীকার করলো। তার দাবি, সে শুধু ‘Dante’-র কাজের দ্বারা অনুপ্রাণিত একজন শিল্পী।

সায়নের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে কিছু স্কেচবুক এবং ডিজিটাল ফাইল উদ্ধার করা হলো। সেইগুলোতেও একই ধরনের অন্ধকার এবং বীভৎস ছবি দেখা গেল, কিন্তু ‘Dante’-র কাজের মতো নিখুঁত বা শক্তিশালী নয়। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা সেই স্কেচ এবং ডিজিটাল ফাইলগুলো ‘Dante’-র কাজের সাথে তুলনা করার জন্য কাজ করছেন।

তবে, সায়নের একটি ল্যাপটপে আমরা একটি মেসেজ থ্রেড খুঁজে পেলাম, যেখানে ‘Dante’ ছদ্মনামের এক ব্যক্তি অনামিকাকে তার একটি ছবি নিয়ে তীব্র ভর্ৎসনা করছে। মেসেজগুলোতে অনামিকাকে হুমকিও দেওয়া হয়েছে।

এই মেসেজগুলো আমাদের তদন্তে একটি নতুন মোড় আনলো। তাহলে কি ‘Dante’ অনামিকার ওপর ক্ষুব্ধ ছিল? কেন? আর সায়নের সাথেই বা তার কী সম্পর্ক? সায়ন কি শুধু একজন মধ্যস্থতাকারী, নাকি সে নিজেই এই হুমকির পেছনে ছিল?

সায়নের রহস্য আমাদের বিভ্রান্তির নতুন এক দিগন্তে দাঁড় করালো। মনে হচ্ছিল, আমরা যেন আসল শিকারীর কাছাকাছি এসেও আবার দূরে সরে যাচ্ছি। অন্ধকার আরও ঘনীভূত হচ্ছে, আর সত্য এখনও আমাদের দৃষ্টির আড়ালে লুকিয়ে আছে।

অধ্যায় ৩০

সায়নের জবানবন্দি, সত্যের আড়াল

সায়নকে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। প্রথম দিকে সে কিছুটা নার্ভাস থাকলেও, ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে নিজের বক্তব্য পেশ করতে শুরু করলো। সে জানালো, ‘Dante’-র কাজের প্রতি তার আগ্রহ একজন শিল্পী হিসেবে। তার মতে, ‘Dante’-র অন্ধকার জগৎ এবং বীভৎস চিত্রকল্প তাকে এক ধরনের ব্যতিক্রমী নান্দনিক অভিজ্ঞতা দেয়। অনামিকার সাথে তার পরিচয় হয় একটি অনলাইন আর্ট ফোরামে, যেখানে তারা দুজনেই ‘Dante’-র কাজ নিয়ে আলোচনা করত। সায়ন স্বীকার করলো, অনামিকা ‘Dante’-র একটি ছবি নিয়ে একটি ব্যক্তিগত মেসেজে তার কিছু সমালোচনা করেছিল। সেই সমালোচনার স্ক্রিনশট সে ‘Dante’ ছদ্মনামের সেই ব্যক্তিকে পাঠিয়েছিল। সায়নের দাবি, তার উদ্দেশ্য ছিল শুধু ‘Dante’-র প্রতিক্রিয়া দেখা, সে কখনোই ভাবেনি এর পরিণতি এত ভয়াবহ হবে।

তবে, সায়নের ল্যাপটপে পাওয়া সেই হুমকির মেসেজগুলোর বিষয়ে সে কোনো সদুত্তর দিতে পারলো না। তার দাবি, সেই মেসেজগুলো ‘Dante’-ই পাঠিয়েছিল, এবং তার সেই অ্যাকাউন্টের অ্যাক্সেস তার কাছে নেই। কিন্তু কেন ‘Dante’ তার মাধ্যম ব্যবহার করে অনামিকাকে হুমকি দেবে, সে বিষয়ে কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিতে পারলো না সায়ন।

আজম ওসমান সায়নের প্রতিটি কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন, তার মুখের প্রতিটি অভিব্যক্তি তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। সায়নের কথায় কিছু অসংলগ্নতা এবং লুকানোর প্রবণতা তিনি স্পষ্ট অনুভব করতে পারছিলেন।

“তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস করো যে ‘Dante’ একজন ব্যতিক্রমী শিল্পী?” আজম ওসমান সরাসরি প্রশ্ন করলেন। “নাকি তুমি তার নৃশংসতাকে সমর্থন করো?”

সায়ন কিছুটা ইতস্তত করে বললো, “আমি তার কাজের অন্ধকার দিকটা সমর্থন করি না, স্যার। কিন্তু একজন শিল্পীর

স্বাধীনতা থাকে তার ভাবনা প্রকাশ করার। 'Dante'-র কাজে সেই ভয়ংকর দিকটা থাকলেও, তার একটা নিজস্ব শৈলী আছে যা অস্বীকার করা যায় না।"

তানভীন এবং আমি সায়নের জবানবন্দি খুঁটিয়ে লিখছিলাম। তার প্রতিটি উত্তর, তার নীরবতা এবং তার চোখের ভাষা—সবকিছুই আমাদের নজরে ছিল। মনে হচ্ছিল, সায়ন অনেক কিছু লুকাচ্ছে, হয়তো সে 'Dante'-র আসল পরিচয় জানে, কিন্তু ভয় বা অন্য কোনো কারণে তা প্রকাশ করছে না।

সায়নের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে উদ্ধার হওয়া স্কেচবুক এবং ডিজিটাল ফাইলগুলোর ফরেনসিক অ্যানালাইসিস রিপোর্টও এলো। রিপোর্টে বলা হয়েছে, সায়নের কাজের ধরণ 'Dante'-র সাথে কিছুটা মিল থাকলেও, তাদের মধ্যে দক্ষতার এবং অভিজ্ঞতার সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। সায়নের কাজে সেই ভয়ংকর পরিপক্কতা অনুপস্থিত যা 'Dante'-র কাজকে এত বীভৎস এবং শক্তিশালী করে তোলে।

এই রিপোর্ট সায়নের সরাসরি 'Dante' হওয়ার সম্ভাবনা কমিয়ে দিল, কিন্তু তার 'Dante'-র সাথে কোনো না কোনো ধরনের যোগাযোগ থাকার সম্ভাবনা এখনও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

আমরা সায়নের কল রেকর্ডস এবং সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাক্টিভিটি খতিয়ে দেখতে শুরু করলাম। তার পরিচিত মহলে খোঁজ নিলাম, যদি 'Dante' ছদ্মনামের কোনো ব্যক্তির সাথে তার সরাসরি বা পরোক্ষ যোগাযোগ থাকে।

এই অনুসন্ধানে একটি নতুন তথ্য পাওয়া গেল। সায়নের একজন পুরনো বন্ধু জানালো, বছরখানেক আগে সায়ন একটি অন্ধকার আর্ট ক্লাবে নিয়মিত যেত। সেই ক্লাবে বিভিন্ন ব্যতিক্রমী এবং বিতর্কিত শিল্পকর্ম নিয়ে আলোচনা হতো, এবং সেখানে 'ছায়া শিল্পী' নামে এক রহস্যময় ব্যক্তির আনাগোনা ছিল, যার কাজের ধরণ 'Dante'-র সাথে কিছুটা মেলে।

'ছায়া শিল্পী'—এই নামটি আমাদের কাছে একেবারে নতুন। কে এই ছায়া শিল্পী? তার সাথে 'Dante'-র কী সম্পর্ক? সায়ন কি সেই ছায়া শিল্পীর পরিচয় জানে?

সায়নকে আবারও সেই ছায়া শিল্পীর বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। প্রথমে সে এমন কারো কথা মনে করতে পারলো না, কিন্তু কিছুক্ষণ পর সে অস্পষ্টভাবে একজন রহস্যময় শিল্পীর কথা বললো, যে সবসময় মুখোশ পরে থাকত এবং খুব কম কথা বলত। তার আঁকার ধরণ কিছুটা 'Dante'-র মতো হলেও, তার কাজে আরও বেশি অন্ধকার এবং হতাশাজনক দিক ছিল। সায়ন দাবি করলো, সে সেই শিল্পীর আসল পরিচয় জানে না।

সায়নের জবানবন্দি আমাদের সত্যের কাছাকাছি না নিয়ে গিয়ে যেন আরও দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। তার দেওয়া প্রতিটি তথ্য যেন এক নতুন রহস্যের জন্ম দিচ্ছে। অন্ধকারের জাল ক্রমশ আরও জটিল হচ্ছে, আর আসল শিকারী এখনও ছায়ার আড়ালে লুকিয়ে আছে।

অধ্যায় ৩১

অসহ্য জনরোষ, টলমল মসনদ আমার চোখে

'Dante'-র একের পর এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড এবং তদন্তের দীর্ঘসূত্রিতা দেশজুড়ে তীব্র জনরোষের জন্ম দিয়েছে। শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত মানুষ রাস্তায় নেমে এসেছে, পুলিশের ব্যর্থতার বিরুদ্ধে স্লোগান দিচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে সমালোচনার ঝড়, হ্যাশট্যাগ 'বিচার চাই' এখন ট্রেন্ডিং।

একজন সাংবাদিক হিসেবে আমি সমাজের এই অস্থিরতা খুব কাছ থেকে অনুভব করতে পারছিলাম। মিডিয়া এই সুযোগে আরও বেশি সোচ্চার হয়েছে। টক-শোতে পুলিশের অদক্ষতা নিয়ে চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ, সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় বড় বড় অক্ষরে ছাপা হচ্ছে তদন্তের হতাশাজনক চিত্র। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো এই জনরোষকে কাজে লাগিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছে। তাদের অভিযোগ, সরকার জনগণের নিরাপত্তা দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

শুনেছি, এই পরিস্থিতিতে সরকারের গদি টলমল করছে। প্রধানমন্ত্রী জরুরি বৈঠক ডেকেছেন, যেখানে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করা হয়েছে। দ্রুত 'Dante'-কে গ্রেফতার করার জন্য চরমপত্র দেওয়া হয়েছে, অন্যথায় শীর্ষ কর্মকর্তাদের পদ হারানোর হুমকিও দেওয়া হয়েছে।

পুলিশের ওপর চতুর্মুখী চাপ বাড়ছে। একদিকে জনগণের তীব্র ক্ষোভ, অন্যদিকে সরকারের কঠোর নির্দেশ। শাহবাগে বিক্ষোভকারীরা প্ল্যাকার্ড হাতে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিচ্ছে—"আর কত জীবন যাবে?", "পুলিশ তুমি কি জেগে আছো?" আমি সেই দৃশ্য নিজের চোখেই দেখেছি, মানুষের হতাশা আর ক্ষোভ যেন আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ছে।

ডিটেকটিভ ওসমান তার অফিসে বসে কপালে হাত দিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। সায়নের অস্পষ্ট জবানবন্দি এবং 'ছায়া শিল্পী'র রহস্য—কোনোটাই তাদের কোনো সুস্পষ্ট দিশা দেখাতে পারছে না। আমি বুঝতে পারছিলাম, সময়ের সাথে সাথে

তার নিজের মানসিক অবস্থাও খারাপ হচ্ছে। রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেছে, চোখেমুখে ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট।
পুলিশ হেডকোয়ার্টারে জরুরি ব্রিফিং ডাকা হয়েছে। আমি দূর থেকে ডিটেকটিভ চিফ শাহজাহানকে তার অফিসারদের উদ্দেশ্যে কঠোর ভাষায় কথা বলতে শুনেছি। তার কন্ঠস্বর এতটাই উঁচু ছিল যে অফিসের বাইরে থেকেও কিছুটা শোনা যাচ্ছিল। তিনি নাকি আগামী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখাতে না পারলে পুরো টিমকে বরখাস্ত করার হুমকি দিয়েছেন।
আমি ডিটেকটিভ ওসমানের কাছে গিয়ে তার কাঁধে হাত রাখলাম। "ডিটেকটিভ ওসমান, ভেঙে পড়বেন না। আমরা ঠিক পথ খুঁজে বের করবো।"
তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "কিন্তু কোথায় সেই পথ, লেখক সাহেব? মনে হচ্ছে যেন আমরা এক অন্ধকারের গোলকধাঁধায় ঘুরছি।" তার চোখে আমি গভীর হতাশা দেখতে পাচ্ছিলাম।
এই পরিস্থিতিতে, তদন্তের গতি বাড়ানোর জন্য একটি বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। অন্যান্য জেলার অভিজ্ঞ অফিসারদেরও এই টিমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মিডিয়ার চাপ কমাতে এবং জনমনে আস্থা ফেরাতে পুলিশ মুখপাত্র নিয়মিত ব্রিফিং করছেন, কিন্তু তাতে মানুষের ক্ষোভ কমছে না। আমি নিজেও সেই ব্রিফিংগুলোতে উপস্থিত ছিলাম, কিন্তু মানুষের চোখেমুখে অবিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই দেখিনি।
সরকারের পক্ষ থেকে নিহতদের পরিবারের জন্য আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু তাতে শোকাহত পরিবারগুলোর কান্না থামানো যায়নি। তাদের শুধু 'Dante'-র গ্রেফতার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চায়। আমি তাদের সেই হাহাকার নিজের কানে শুনেছি।
এই অসহ্য জনরোষ এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা তদন্তের পরিবেশকে আরও কঠিন করে তুলেছে। ডিটেকটিভ ওসমান এবং তার টিমের ওপর এখন পাহাড়প্রমাণ চাপ। তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ এখন তীক্ষ্ণ নজরে রাখা হচ্ছে। সামান্য ভুলও বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।
সরকারের গদি টলমল করছে, আর রাজপথে মানুষের একটাই দাবি—'Dante'-কে ধরো। এই পরিস্থিতিতে ডিটেকটিভ ওসমান কি পারবেন সেই অন্ধকার ছায়া ভেদ করে সত্যের আলোয় পৌঁছাতে? আমিও সেই উত্তরের অপেক্ষায় দিন গুনছি।

অধ্যায় ৩২

ছায়া শিল্পীর সন্ধানে, অন্ধকারের হাতছানি

সায়নের কাছ থেকে 'ছায়া শিল্পী'র অস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়ার পর, আমাদের তদন্তের মোড় যেন নতুন দিকে ঘুরলো। কে এই রহস্যময় শিল্পী, যে মুখোশের আড়ালে নিজের পরিচয় লুকিয়ে রাখে এবং যার কাজের ধরণ 'Dante'-র সাথে কিছুটা মেলে? আমার সাংবাদিক মন এই নতুন রহস্যের কিনারা খুঁজে বের করার জন্য আরও বেশি উৎসুক হয়ে উঠলো।
ডিটেকটিভ ওসমান তার টিমকে সেই অন্ধকার আর্ট ক্লাবের সদস্যদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের নির্দেশ দিলেন, যেখানে সায়ন বছরখানেক আগে যেত। আমরা জানতে চেষ্টা করলাম, সেই ক্লাবের অন্যান্য সদস্যরা 'ছায়া শিল্পী' সম্পর্কে কিছু জানে কিনা।
বেশ কিছু দিন ধরে অনুসন্ধান চালানোর পর, আমরা সেই ক্লাবের কয়েকজন পুরনো সদস্যের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হলাম। তারা 'ছায়া শিল্পী'র অস্তিত্বের কথা স্বীকার করলো। তাদের বর্ণনা অনুযায়ী, সেই শিল্পী সবসময় কালো পোশাক পরতো এবং একটি অদ্ভুত মুখোশ দিয়ে মুখ ঢেকে রাখতো, যার ফলে তার আসল চেহারা কেউ দেখেনি। সে খুব কম কথা বলতো এবং বেশিরভাগ সময়ই একা থাকত। তার আঁকা ছবিগুলো ছিল ভয়ঙ্কর এবং হতাশাজনক, মৃত্যু ও ধ্বংসের প্রতি তার এক ধরনের অসুস্থ আকর্ষণ ছিল বলে মনে হতো।
তবে, সেই শিল্পীর আসল পরিচয় বা তার বর্তমান whereabouts সম্পর্কে কেউই কোনো সুস্পষ্ট তথ্য দিতে পারলো না। তারা শুধু এটুকুই জানে যে, বছরখানেক আগে সে হঠাৎ করেই ক্লাব ছেড়ে চলে যায় এবং তারপর আর কেউ তার খোঁজ পায়নি।
এই তথ্যগুলো শুনে ডিটেকটিভ ওসমানের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়লো। 'ছায়া শিল্পী' যদি 'Dante' না হয়, তাহলে তার এই রহস্যময় অন্তর্ধানের কারণ কী? আর সায়নের সাথেই বা তার কী সম্পর্ক ছিল?
আমরা সায়নের ওপর আরও চাপ সৃষ্টি করলাম, যাতে সে 'ছায়া শিল্পী' সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য দেয়। সায়ন জানালো, সে একবার সেই শিল্পীর সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু মুখোশের আড়াল থেকে শুধু একটি ঠান্ডা কন্ঠস্বর

ভেসে এসেছিল—"অন্ধকারের গভীরে সত্য লুকানো থাকে।"
এই কথাটি শুনে আমার শরীরে একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল। 'অন্ধকারের গভীরে সত্য লুকানো থাকে'—এই রহস্যময় উক্তিটির অর্থ কী? এটা কি 'Dante'-র কোনো বার্তা?
ডিটেকটিভ ওসমান 'ছায়া শিল্পী'র আঁকা কিছু ছবির বর্ণনা জোগাড় করার চেষ্টা করলেন। ক্লাবের পুরনো সদস্যরা তাদের স্মৃতি থেকে কিছু ভয়ঙ্কর চিত্রের কথা বললো—রক্তাক্ত দেহ, বিকৃত মুখ, এবং সেই পরিচিত প্রতীকগুলো। তাদের বর্ণনা 'Dante'-র কাজের সাথে এতটাই মিলে যায় যে, আমরা 'ছায়া শিল্পী'কেই 'Dante' বলে ভুল করতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু সায়নের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, 'ছায়া শিল্পী'র আঁকার ধরণ 'Dante'-র চেয়েও বেশি অন্ধকার এবং হতাশাজনক ছিল। তাহলে কি 'Dante' এবং 'ছায়া শিল্পী' দুজন ভিন্ন ব্যক্তি? নাকি একই ব্যক্তি ভিন্ন সময়ে ভিন্ন নামে পরিচিত?
এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমরা সেই অন্ধকার আর্ট ক্লাবের অন্যান্য সদস্যদের আরও গভীরভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করলাম। তাদের ব্যক্তিগত জীবন, তাদের অতীত এবং তাদের সাথে নিহত নারীদের কোনো সম্পর্ক ছিল কিনা—সবকিছু খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
অন্ধকারের হাতছানি ক্রমশ বাড়ছে, আর আমরা সেই রহস্যময় 'ছায়া শিল্পী'র সন্ধানে আরও গভীরে প্রবেশ করছি। কে এই মুখোশের আড়ালের মানুষ? আর তার সাথেই বা 'Dante'-র সম্পর্ক কী? এই প্রশ্নের উত্তর হয়তো আমাদের আসল শিকারীর দিকে নিয়ে যেতে পারে।

অধ্যায় ৩৩

পেশাদার শিকারীর খোঁজে: প্রস্তাবনা ও সন্দেহভাজন তালিকা আমার চোখে

'Dante'-র নৃশংসতা যখন শহরের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে, আর তদন্তের দীর্ঘসূত্রিতা যখন জনগণের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে দিচ্ছে, তখন ডিটেকটিভ ওসমান এবং তার টিম একটি নতুন এবং সম্ভবত সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ধারণার জন্ম দিল। আমার মনে হচ্ছিল, এই ঠান্ডা মাথার হত্যাকাণ্ডগুলো, প্রতিটি শিকারের অতীতের কলুষিত ইতিহাস যেন এক পেশাদার শিকারীর কাজ। কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে এত সুপরিকল্পিতভাবে এবং দীর্ঘ সময় ধরে এমন বীভৎসতা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আমাদের মনে বদ্ধমূল ধারণা জন্মালো, 'Dante' সম্ভবত একজন পেশাদার ম্যানিয়াক বা সিরিয়াল কিলার।
এই ধারণার ভিত্তিতে, ডিটেকটিভ ওসমান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে একটি বিস্তারিত প্রস্তাবনা পেশ করলেন। সেই প্রস্তাবে তিনি উল্লেখ করেন, 'Dante'-র শিকার নির্বাচনের ধরণ, হত্যাকাণ্ডের পদ্ধতি এবং ঘটনাস্থলে রেখে যাওয়া প্রতীক—এই সবকিছুই একজন বিকৃত মানসিকতার পেশাদার খুনীর কাজ বলে মনে হচ্ছে। তিনি অনুরোধ করেন, দেশের পরিচিত এবং সন্দেহভাজন পেশাদার খুনী ও ম্যানিয়াকদের একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ তালিকা তৈরি করে তাদের ওপর কঠোর নজরদারি বাড়ানো হোক এবং প্রয়োজনে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করার অনুমতি দেওয়া হোক। আমি সেই প্রস্তাবনার প্রতিটি খুঁটিনাটি তথ্য ডিটেকটিভ ওসমানের কাছ থেকে জেনেছি, তার আশঙ্কার গভীরতা আমি অনুভব করতে পারছিলাম।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পরিস্থিতির ভয়াবহতা এবং জনগণের ক্রমবর্ধমান ক্ষোভ উপলব্ধি করে দ্রুত এই প্রস্তাবে নীতিগত অনুমোদন দিল। এরপর শুরু হলো সেই ভয়ঙ্কর তালিকা তৈরির কাজ। গোয়েন্দা সংস্থা, ক্রিমিনাল রেকর্ডস ব্যুরো এবং বিভিন্ন মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্রের পুরনো ফাইল তন্ন তন্ন করে খোঁজা হলো। সেই তালিকায় উঠে এলো বেশ কিছু কুখ্যাত নাম, যাদের অতীত অপরাধের ইতিহাস রক্ত হিম করা।
তালিকায় প্রথম দিকেই ছিল 'শিকলমানব' খ্যাত রমজান আলী, যে নব্বইয়ের দশকে বেশ কয়েকটি নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে দীর্ঘ দিন কারাগারে ছিল এবং সম্প্রতি ছাড়া পেয়েছে বলে খবর পাওয়া যায়। তার শিকার নির্বাচনের ধরণ এবং হিংস্রতা 'Dante'-র সাথে কিছুটা মেলে বলে মনে করা হচ্ছিল।
এরপরের নামটি ছিল 'হাসি মুখ' ফরিদ, একজন ভাড়াটে খুনি, যার ঠান্ডা মাথায় মানুষ মারার কুখ্যাতি ছিল। যদিও তার মোটিভ সাধারণত অর্থ থাকত, তার মানসিক অস্থিরতা এবং বিকৃত রুচি তাকে সন্দেহের তালিকায় রেখেছিল।
মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র থেকে সম্প্রতি পালিয়ে যাওয়া কয়েকজন ভয়ঙ্কর রোগীর নামও সেই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এদের মধ্যে 'অন্ধকার শিল্পী' নামে পরিচিত একজন রোগী ছিল, যার আঁকা ছবিগুলোতে অস্বাভাবিক অন্ধকার এবং বীভৎসতা দেখা যেত—যা 'Dante'-র কাজের সাথে ভীতিকর সাদৃশ্যপূর্ণ।
এছাড়াও, তালিকায় পুরনো দিনের কিছু সিরিয়াল কিলারের নামও ছিল, যারা দীর্ঘদিন ধরে ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিল এবং যাদের সম্পর্কে নতুন করে কোনো তথ্য পাওয়া যাচ্ছিল না। তাদের পুরনো অভ্যাস এবং নৃশংসতার ইতিহাস তাদের এই

নতুন তদন্তে আবারও সন্দেহভাজন করে তোলে।
ডিটেকটিভ ওসমান এই তালিকাটি বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা এবং পুলিশ বিভাগের কাছে পাঠালেন। একযোগে দেশজুড়ে একটি বিশেষ অভিযান শুরু করার জন্য উচ্চ পর্যায় থেকে নির্দেশ জারি করা হলো। আমি সেই গোপন নির্দেশনার কপিও সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম।
এই অভিযানের মূল লক্ষ্য ছিল, তালিকায় থাকা প্রতিটি সন্দেহভাজনকে খুঁজে বের করে তাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজনে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা। ডিটেকটিভ ওসমান তার টিমের সদস্যদের বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে এই ঝুঁকিপূর্ণ অভিযানে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। আমি এবং অন্যান্য সাংবাদিকরা দূর থেকে সেই অভিযানের প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ করছিলাম, শহরের বাতাসে এক চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছিল।
পেশাদার শিকারীদের জালে ফেলার এই সাহসী পদক্ষেপ কি সফল হবে? এই তালিকায় কি লুকিয়ে আছে সেই ভয়ঙ্কর 'Dante'-র আসল পরিচয়? জনরোষ এবং সরকারের চরম চাপের মুখে ডিটেকটিভ ওসমান কি পারবেন এই অন্ধকারের শেষ দেখতে? আমার মনে অজানা আশঙ্কা আর উত্তেজনার মিশ্রণ।

অধ্যায় ৩৪

শিকারের সন্ধানে: দেশজুড়ে সাঁড়াশি অভিযান আমার চোখে

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সবুজ সংকেত পাওয়ার পর, ডিটেকটিভ ওসমানের নেতৃত্বে দেশজুড়ে শুরু হলো এক বিশাল এবং ঝুঁকিপূর্ণ অভিযান—পেশাদার শিকারীদের খাঁচায় বন্দী করার মিশন। তালিকায় থাকা প্রতিটি ভয়ঙ্কর অপরাধীকে খুঁজে বের করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করাই ছিল আমাদের প্রধান লক্ষ্য। শহরের অলিগলি থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের অন্ধকার আস্তানা পর্যন্ত—সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি।
প্রথম দল রওনা হলো 'শিকলমানব' রমজান আলীর খোঁজে। পুরনো রেকর্ড অনুযায়ী, রমজান আলী কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর শহরতলির একটি পুরনো ডেরায় আশ্রয় নিতে পারে। ডিটেকটিভ আজাদের নেতৃত্বে একদল চৌকস অফিসার রাতের অন্ধকারে সেই ডেরায় হানা দিল। জীর্ণ কুঁড়েঘরের দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করতেই এক বীভৎস দৃশ্য তাদের সামনে এলো। রমজান আলী সেখানে একাই ছিল, ঘরের দেওয়ালে তার শিকারদের বীভৎস ছবি আঁকা, মেঝেতে রক্তের засохшие দাগ। তাকে হাতেনাতে আটক করা হলো, তার চোখে সেই পুরনো হিংস্রতার ঝলক।
দ্বিতীয় দল ছুটলো 'হাসি মুখ' ফরিদের সন্ধানে। তথ্য অনুযায়ী, ফরিদ শহরের অভিজাত এলাকায় একটি গোপন আস্তানায় লুকিয়ে থাকতে পারে। ইন্সপেক্টর রেহানের তত্ত্বাবধানে সাদা পোশাকে পুলিশের একটি দল সেই অ্যাপার্টমেন্টে অভিযান চালালো। ফরিদকে সেখানে এক বিলাসবহুল পার্টিতে মদ্যপানরত অবস্থায় পাওয়া গেল। গ্রেপ্তারের সময় তার মুখে সেই কুখ্যাত হাসি লেগে ছিল, যেন কিছুই হয়নি। তার কাছ থেকে একটি দামি পিস্তল উদ্ধার করা হয়।
তৃতীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দল রওনা হলো 'অন্ধকার শিল্পী'র খোঁজে। তার কোনো নির্দিষ্ট ঠিকানা জানা না থাকলেও, পুরনো মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্রের আশেপাশে তার ঘোরাঘুরি করার সম্ভাবনা ছিল। ডিটেকটিভ রুবেলের নেতৃত্বে একটি বড় দল সেই এলাকায় চিরুনি তল্লাশি শুরু করলো। পরিত্যক্ত হাসপাতাল, অন্ধকার গলি—কোথাও বাদ গেল না। দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর, একটি পুরনো ভাঙা স্টুডিওর ভেতরে তাকে পাওয়া গেল। চারিপাশে তার আঁকা ভয়ঙ্কর সব ছবি, যার মধ্যে 'Dante'-র কাজের সাথে ভীতিকর মিল ছিল। তাকে আটক করার সময় সে অস্বাভাবিক শান্ত ছিল, তার চোখে শূন্য দৃষ্টি।
এই তিনটি বড় অভিযানের পাশাপাশি, তালিকায় থাকা অন্যান্য সন্দেহভাজনদেরও দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আটক করা হতে শুরু করলো। প্রতিটি আটকের খবর হেডকোয়ার্টারে এসে পৌঁছাচ্ছিল, উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছিল। মিডিয়ার কর্মীরাও এই অভিযানে নজর রাখছিল, প্রতিটি খবরের জন্য তারা মুখিয়ে ছিল। আমি নিজেও প্রতিটি আপডেটের জন্য অপেক্ষা করছিলাম, মনে অজানা আশঙ্কা আর উত্তেজনা।
তবে, জিজ্ঞাসাবাদের পর সেই উত্তেজনা ধীরে ধীরে স্তিমিত হতে শুরু করলো। রমজান আলী এবং ফরিদ তাদের পুরনো অপরাধের কথা স্বীকার করলেও, 'Dante'-র হত্যাকাণ্ডের সাথে তাদের কোনো সরাসরি যোগসূত্র পাওয়া গেল না। তাদের শিকার নির্বাচনের ধরণ এবং মোটিভ 'Dante'-র প্রতিশোধস্পৃহার সাথে তেমন একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়নি।
'অন্ধকার শিল্পী'র জবানবন্দি ছিল আরও রহস্যময়। সে তার ভয়ঙ্কর ছবি আঁকার কথা স্বীকার করলো, কিন্তু হত্যাকাণ্ডগুলোর বিষয়ে কিছুই জানে না বলে দাবি করলো। তার মানসিক অবস্থা এতটাই অস্থির ছিল যে তার কাছ থেকে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য বের করা কঠিন হয়ে পড়ছিল।

এই বিশাল অভিযান সত্ত্বেও, ‘Dante’ যেন এখনও অধরা। আমাদের জালে ধরা পড়া পেশাদার শিকারীরা সবাই তাদের পুরনো জগতের অন্ধকার অধ্যায়ের প্রতিচ্ছবি, কিন্তু ‘Dante’-র রহস্যময়তার কাছে তারা যেন নিতান্তই ফিকে। তাহলে কি ‘Dante’ সত্যিই কোনো পেশাদার খুনী নয়? নাকি সে আমাদের ধারণার চেয়েও বেশি ধূর্ত এবং নিজের পরিচয় গোপন করতে সক্ষম? দেশজুড়ে এই বিশাল কর্মযজ্ঞ কি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হবে? জনরোষ এবং সরকারের চাপের মুখে ডিটেকটিভ ওসমান এখন কী করবেন? আমার মনে হাজারো প্রশ্ন ভিড় করছে।

অধ্যায় ৩৫

জিজ্ঞাসাবাদের ঘূর্ণিপাক: অন্ধকার মনের আনাগোনা আমার চোখে

দেশজুড়ে সাঁড়াশি অভিযানের পর যখন রমজান আলী, ফরিদ এবং ‘অন্ধকার শিল্পী’ সহ বেশ কয়েকজন পেশাদার অপরাধীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আনা হলো, তখন পুলিশ হেডকোয়ার্টারের ইন্টারোগেশন রুমগুলোতে এক চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছিল। ডিটেকটিভ ওসমান নিজেই এই গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসাবাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। আমি এবং ডক্টর রায়ও প্রতিটি ইন্টারোগেশনে উপস্থিত ছিলাম, আমাদের উদ্দেশ্য ছিল অপরাধীদের মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলো পর্যবেক্ষণ করা এবং কোনো মূল্যবান সূত্র খুঁজে বের করা।

প্রথম ইন্টারোগেশনে মুখোমুখি করা হলো ‘শিকলমানব’ রমজান আলীকে। তার শরীরে এখনও সেই পুরনো হিংস্রতার ছাপ স্পষ্ট, চোখ দুটো যেন শিকারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ডিটেকটিভ ওসমান তার অতীতের নৃশংস হত্যাকাণ্ডগুলোর কথা তুলে ধরলেন, কিন্তু ‘Dante’-র বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতেই তার মুখ কঠিন হয়ে গেল। রমজান আলী ‘Dante’ নামের কাউকে চেনে না বলে দাবি করলো। ডক্টর রায় তার আচরণ পর্যবেক্ষণ করে জানালেন, রমজান আলীর মধ্যে অনুশোচনার লেশমাত্র নেই, সে শুধু নিজের পাশবিক আনন্দ পেতেই খুন করত, ‘Dante’-র প্রতিশোধস্পৃহার সাথে তার কোনো মিল নেই। তার মনের অন্ধকার জগৎ শুধুই রক্ত আর হিংস্রতায় পরিপূর্ণ।

এরপর আনা হলো ‘হাসি মুখ’ ফরিদকে। তার মুখে সেই শীতল হাসি তখনও লেগে ছিল, যা তার ভয়ঙ্কর reputation-এর পরিচায়ক। ডিটেকটিভ ওসমান তার ভাড়াটে খুনীর জীবনের কথা, তার ঠান্ডা মাথার হত্যাকাণ্ডের কথা উল্লেখ করলেন। ফরিদ সবকিছু নির্দ্বিধায় স্বীকার করলো, কিন্তু ‘Dante’ সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই। ডক্টর রায় তার সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইল তৈরি করতে গিয়ে জানালেন, ফরিদের মধ্যে অর্থের প্রতি তীব্র লোভ এবং ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। সে পেশাদারিত্বের খাতিরে খুন করে, তার মধ্যে কোনো ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বা নীতিবোধের অভাব নেই—যা ‘Dante’-র মোটিভের বিপরীত। তার মনস্তত্ত্ব যেন এক হিসাব-নিকাশের খাতা, যেখানে জীবনের মূল্য শুধুই অর্থের অঙ্কে বাঁধা।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইন্টারোগেশন ছিল ‘অন্ধকার শিল্পী’কে নিয়ে। তার চোখের শূন্য দৃষ্টি এবং অস্বাভাবিক শান্ত ভাব আমাকে আতঙ্কিত করেছিল। ডিটেকটিভ ওসমান যখন ‘Dante’-র আঁকা ছবিগুলো তার সামনে রাখলেন, তখন তার মধ্যে কোনো সুস্পষ্ট প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। সে কিছুক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলো, যেন নিজের ভেতরের কোনো প্রতিচ্ছবি দেখছে। ডক্টর রায় তার আচরণ বিশ্লেষণ করে জানালেন, ‘অন্ধকার শিল্পী’ সম্ভবত সিজোফ্রেনিয়ায় ভুগছে এবং তার চিন্তাভাবনার জগৎ বাস্তবতা থেকে বহু দূরে। তার আঁকা ভয়ঙ্কর ছবিগুলো তার অসুস্থ মনের বহিঃপ্রকাশ, কিন্তু ‘Dante’-র সুনির্দিষ্ট প্রতিশোধের পরিকল্পনার সাথে তার মানসিক অস্থিরতা মেলে না। তার মন যেন এক অন্ধকার কুয়াশাচ্ছন্ন জগৎ, যেখানে যুক্তি ও উদ্দেশ্যের কোনো স্পষ্ট দিশা নেই।

এই তিনজন ছাড়াও, তালিকায় থাকা অন্যান্য পেশাদার অপরাধীদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। কিন্তু কেউই ‘Dante’ সম্পর্কে কোনো মূল্যবান তথ্য দিতে পারলো না। তাদের অপরাধের ধরণ, মোটিভ এবং মানসিক গঠন—কোনোটাই ‘Dante’-র রহস্যময় প্রোফাইলের সাথে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না।

জিজ্ঞাসাবাদের এই দীর্ঘ এবং ক্লান্তিকর প্রক্রিয়া শেষে ডিটেকটিভ ওসমান হতাশ হয়ে পড়লেন। আমাদের মনে হচ্ছিল, পেশাদার শিকারীদের জালে ফেলার এই বিশাল অভিযান হয়তো ব্যর্থ হতে চলেছে। ‘Dante’ সত্যিই কি কোনো পেশাদার খুনী নয়? নাকি সে আমাদের ধারণার চেয়েও বেশি ধূর্ত এবং এই তালিকায় তার নাম নেই?

ডক্টর রায় এই পরিস্থিতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করলেন। তিনি বললেন, “আমাদের শুধু পেশাদার অপরাধীদের দিকে নজর দিলে চলবে না। ‘Dante’ হয়তো আপাতদৃষ্টিতে স্বাভাবিক জীবনযাপনকারী কোনো ব্যক্তি, যার ভেতরে দীর্ঘদিনের জমে থাকা ক্ষোভ এবং প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা তাকে এই নৃশংস পথে চালিত করেছে। তার বিকৃত শিল্প এবং হত্যাকাণ্ডগুলো

হয়তো তার ভেতরের সেই অন্ধকার জগৎেরই বহিঃপ্রকাশ।”
ডক্টর রায়ের এই কথা শুনে আমার মনে নতুন করে চিন্তা শুরু হলো। তাহলে 'Dante' কে হতে পারে? সে কি আমাদের খুব কাছের কেউ, যার মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে আছে এক ভয়ঙ্কর প্রতিশোধস্পৃহা? অন্ধকার মনের এই আনাগোনায় আসল শিকারী এখনও অধরা।

অধ্যায় ৩৬

মিডিয়ার কাঠগড়ায় আজম, আমার অপ্রত্যাশিত মুখ খোলা, নতুন শিকারের আর্তনাদ আমার চোখে
পেশাদার অপরাধীদের জিজ্ঞাসাবাদে যখন কোনো আশার আলো দেখা গেল না, তখন শহরের আকাশ যেন আরও কালো মেঘে ঢেকে গেল। জনরোষের আগুন ক্রমশ ডিটেকটিভ আজম ওসমানকে গ্রাস করতে উদ্যত হলো। প্রতিদিন ঘুম ভেঙে দেখতাম সংবাদপত্রের পাতায় তার ব্যর্থতার দীর্ঘ ফিরিস্তি, টক-শোতে তাকে নিয়ে নির্লজ্জ উপহাসের ঝড়। সোশ্যাল মিডিয়া তো যেন এক উন্মত্ত জনতা, একটাই স্লোগান—আজম ওসমানের পদত্যাগ চাই। পুলিশ হেডকোয়ার্টারের গেটের সামনে বিক্ষোভকারীদের ভিড় লেগেই থাকত, তাদের হাতে ধরা প্ল্যাকার্ডে লেখা থাকত হতাশার আর্তি আর ক্ষোভের বিষ। এই অসহনীয় পরিস্থিতিতে ডিটেকটিভ আজম ওসমানকে শেষ পর্যন্ত মিডিয়ার মুখোমুখি হতে বাধ্য হতে হলো। পুলিশ হেডকোয়ার্টারের কনফারেন্স রুমে এক দমবন্ধ করা নীরবতা বিরাজ করছিল, যখন তিনি ধীরে ধীরে মাইক্রোফোনের সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমার সাংবাদিক সত্তা একদিকে যেমন এই মুহূর্তের প্রতিটি স্পন্দন অনুভব করছিল, তেমনই অন্যদিকে ডিটেকটিভ ওসমানের বিধ্বস্ত চেহারা দেখে আমার মন বেদনায় ভরে উঠছিল।
সাংবাদিকদের তীক্ষ্ণ প্রশ্নবাণ যেন তাকে ঝাঁঝরা করে দিচ্ছিল। কেন এতগুলো নিরীহ জীবন কেড়ে নিল 'Dante', আর পুলিশ এখনও অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে? কতদিন ধরে এই নৃশংস খেলা চলবে? জনগণের নিরাপত্তা দেওয়ার মতো সক্ষমতা কি পুলিশের সত্যিই নেই? প্রতিটি প্রশ্ন যেন এক একটি ধারালো ছুরির মতো তার বুকে বিঁধছিল। ডিটেকটিভ ওসমান শান্তভাবে প্রতিটি অভিযোগের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু তার কন্ঠস্বরে পরাজয়ের সুর স্পষ্ট ছিল।
“আমরা দিনরাত কাজ করছি,” তিনি ক্লান্ত স্বরে বললেন, “তদন্তের প্রতিটি সূত্র আমরা গুরুত্বের সাথে খতিয়ে দেখছি। আমি আপনাদের বিশ্বাস দিলাতে চাই, খুব শিগগিরই আমরা 'Dante'-কে আইনের হাতে সোপর্দ করতে সক্ষম হবো।” তার এই আশ্বাসের বাণী যেন বাতাসে মিলিয়ে গেল, কারণ সাংবাদিকদের চোখেমুখে অবিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলাম না।
ঠিক তখনই একজন মহিলা সাংবাদিক তার ধৈর্য্যের সীমা ছাড়িয়ে চিৎকার করে উঠলেন, “আপনারা শুধু মুখেই বলছেন, ডিটেকটিভ ওসমান। বাস্তবে আপনারা কিছুই করতে পারছেন না। আর কতজন নিরীহ নারী এই নরপিশাচের শিকার হবে? আপনারা কি শুধু দর্শকের ভূমিকা পালন করবেন?” তার কন্ঠ কান্নায় ভেঙে আসছিল।
ডিটেকটিভ ওসমান তার প্রশ্নের কোনো উত্তর খুঁজে পেলেন না, তার মুখ বেদনায় বিবর্ণ হয়ে গেল। পরিস্থিতি ক্রমশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল যেন সাংবাদিকরা তাকে জীবন্ত গিলে ফেলবে। আমার সাংবাদিক মন একদিকে যেমন সংবাদের তীব্রতা অনুভব করছিল, তেমনই অন্যদিকে একজন সহকর্মী হিসেবে ডিটেকটিভ ওসমানের প্রতি সহানুভূতি জাগছিল।
ঠিক সেই মুহূর্তে, আমি অপ্রত্যাশিতভাবে এগিয়ে গেলাম। ভিড় ঠেলে আমি ডিটেকটিভ ওসমানের পাশে দাঁড়ালাম। আমার এই আকস্মিক পদক্ষেপে চারদিকে বিস্ময়ের গুঞ্জন শুরু হলো। সাংবাদিকরা হতবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।
“আপনারা ডিটেকটিভ ওসমানের ওপর এত অবিচার করছেন কেন?” আমি আমার ভেতরের সমস্ত সাহস সঞ্চয় করে দৃঢ় কন্ঠে বললাম। “আপনারা কি জানেন, তিনি নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই ভয়াবহ রহস্যের জট খোলার চেষ্টা করছেন? আপনারা শুধু তার আপাত ব্যর্থতা দেখছেন, কিন্তু তার ভেতরের নীরব লড়াইটা অনুভব করছেন না। এই কেসটা কতটা জটিল আর অন্ধকার, তা আপনারা ধারণাও করতে পারবেন না। একটু ধৈর্য ধরুন, বিশ্বাস রাখুন—তিনি অবশ্যই সেই নরপিশাচ 'Dante'-কে খুঁজে বের করবেন।” আমার কন্ঠ আবেগে কাঁপছিল।
আমার এই অপ্রত্যাশিত মন্তব্যে সাংবাদিকরা কিছুটা থমকে গেল। তাদের উত্তপ্ত রোষ যেন মুহূর্তে বরফ হয়ে গেল। ডিটেকটিভ ওসমান আমার দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকালেন, তার চোখে আমি অপ্রত্যাশিত এক কৃতজ্ঞতার ঝিলিক দেখতে পেলাম।
ঠিক সেই মুহূর্তেই, ডিটেকটিভ ওসমানের ব্যক্তিগত ফোন বেজে উঠলো। তিনি ফোন ধরতেই তার মুখের অভিব্যক্তি মুহূর্তে পাল্টে গেল। তার চোখ যেন স্থির হয়ে গেল, মুখ থমথমে। ফোন রেখে তিনি আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে

বললেন, “আরও একটি... আরও একটি খুন।” তার কন্ঠস্বর এতটাই দুর্বল ছিল যেন তিনি জ্ঞান হারাবেন।
নতুন শিকারের ভয়াবহ খবর শুনে প্রেস কনফারেন্সের উত্তপ্ত পরিবেশ মুহূর্তে হিম হয়ে গেল। সাংবাদিকদের বিস্ময় এবং গভীর উদ্বেগের মিশ্রিত দৃষ্টি আমাদের দুজনের ওপর স্থির হলো।
ডিটেকটিভ ওসমান জানালেন, এবারে ‘Dante’-র শিকার—রুপালী, একজন তরুণী প্রতিভাবান চিত্রশিল্পী। তার আধুনিক অ্যাপার্টমেন্ট থেকেও সেই পরিচিত বীভৎস প্রতীক উদ্ধার করা হয়েছে। আমার মনে হলো, যেন কেউ আমার হৃৎপিণ্ডে সজোরে আঘাত করলো।
নতুন হত্যাকাণ্ডের খবর শুনে আমার মনে এক গভীর হতাশা এবং অসহ্য ক্রোধের জন্ম হলো। ‘Dante’ যেন আমাদের নাকের ডগায় একের পর এক জীবন কেড়ে নিচ্ছে, আর আমরা অসহায় দর্শকের মতো শুধু তাকিয়ে দেখছি। জনরোষ এবং মিডিয়ার পর্বতপ্রমাণ চাপের মাঝে ডিটেকটিভ ওসমানের ওপর আরও একটি ভয়ঙ্কর বোঝা চেপে বসলো।
এই পরিস্থিতিতে আমরা কি পারবো ‘Dante’-কে থামাতে? আর কত নিরীহ জীবন এই অন্ধকারের শিকার হবে? আমার মনে একটাই জ্বলন্ত প্রশ্ন—কবে শেষ হবে এই রক্তক্ষয়ী, নৃশংস খেলা?

অধ্যায় ৩৭

রুপালীর ফ্ল্যাটে রক্তের আল্পনা, অ্যাডভান্সড ফরেন্সিকের সন্ধানে আমি ও ওসমান

রুপালীর হত্যাকাণ্ডের বীভৎস দৃশ্য দেখার পর ডিটেকটিভ ওসমানের মুখ কঠিন হয়ে গেল। আগের হত্যাকাণ্ডগুলোর সাথে এই ঘটনার ভয়ঙ্কর সাদৃশ্য তাকে আরও বেশি অস্থির করে তুললো। ঘটনাস্থলের প্রতিটি কোণ তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছিলেন, যেন কোনো অদৃশ্য সূত্র তার দৃষ্টি এড়িয়ে না যায়। ফরেনসিক টিম তাদের প্রাথমিক কাজ শুরু করলেও, ডিটেকটিভ ওসমানের মনে হচ্ছিল এই রহস্যের গভীরতা ভেদ করতে হলে আরও অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য প্রয়োজন।
আমি রুপালীর ফ্ল্যাটের নীরবতা অনুভব করছিলাম, সেই নীরবতা যেন তার শেষ মুহূর্তের আর্তনাদকে ধারণ করে রেখেছে। তার ব্যক্তিগত ডায়েরির পাতাগুলোতে জীবনের স্বপ্ন এবং কিছু চাপা কষ্টের কথা লেখা ছিল। তার সেই বান্ধবীটির কথা জানতে পেরে আমার মনে ‘Dante’-র শিকার নির্বাচনের নিষ্ঠুর নীতিটি আরও একবার স্পষ্ট হলো। রুপালী নিজের সাফল্যের জন্য অন্যের ক্ষতি করেছিল, আর তারই চরম মূল্য দিতে হলো তাকে।
কিছুক্ষণ ধরে ক্রাইম সিন পরিদর্শনের পর ডিটেকটিভ ওসমান আমার দিকে তাকালেন। তার চোখে এক গভীর চিন্তার ছাপ। “তানভীন সাহেব,” তিনি বললেন, “আমার মনে হচ্ছে এই কেসটা আমরা যা ভাবছি তার থেকেও অনেক বেশি জটিল। ‘Dante’ কোনো সাধারণ খুনি নয়। তার শিকার নির্বাচনের ধরণ, হত্যাকাণ্ডের পদ্ধতি—সবকিছুতেই একটা ঠান্ডা মাথার পরিকল্পনা রয়েছে। আর এই রহস্য ভেদ করতে হলে আমাদের অ্যাডভান্সড ফরেনসিকের সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।”
আমি তার কথায় সায় দিলাম। “আপনি ঠিক বলছেন, ডিটেকটিভ ওসমান। আমারও মনে হচ্ছে প্রচলিত ফরেনসিক পদ্ধতির বাইরে গিয়ে আরও গভীরে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।”
ডিটেকটিভ ওসমান তৎক্ষণাৎ তার ফোন তুললেন এবং একটি নম্বর ডায়াল করলেন। কিছুক্ষণ কথা বলার পর তিনি ফোন রেখে জানালেন, তিনি বিশ্বখ্যাত বাঙালি ফরেনসিক গবেষক আলি জাফরের সাথে যোগাযোগ করেছেন। আলি জাফর ফরেনসিক সায়েন্সে তার অসামান্য কাজের জন্য বিশ্বজুড়ে পরিচিত, বিশেষ করে জটিল এবং রহস্যময় হত্যাকাণ্ডের তদন্তে তার দক্ষতা কিংবদন্তীতুল্য।
ডিটেকটিভ ওসমান আলি জাফরকে রুপালীর হত্যাকাণ্ডের বিস্তারিত জানালেন এবং আগের হত্যাকাণ্ডগুলোর কথাও উল্লেখ করলেন। তিনি আলি জাফরকে দ্রুত ঢাকায় আসার এবং এই কেসের তদন্তে সাহায্য করার অনুরোধ করলেন। আলি জাফরও পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে দ্রুত ঢাকায় আসতে রাজি হলেন।
ডিটেকটিভ ওসমান আলি জাফরকে রুপালীর লাশের কাটা অংশগুলো এবং ঘটনাস্থল থেকে সংগ্রহ করা অন্যান্য এভিডেন্স—যেমন রক্তের নমুনা এবং অন্যান্য মাইক্রোস্কোপিক উপাদান—তার অত্যাধুনিক ল্যাবে পাঠানোর ব্যবস্থা করার জন্য তার টিমের সদস্যদের নির্দেশ দিলেন। তিনি চান আলি জাফর যেন লাশের প্রতিটি অংশ এবং সংগৃহীত প্রতিটি এভিডেন্সের পুঙ্খানুপুঙ্খ ফরেনসিক পরীক্ষা করেন, যাতে কোনো অস্পষ্ট সূত্রও আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে না যায়।
আলি জাফরের সাথে কথা বলার পর ডিটেকটিভ ওসমানের মুখে কিছুটা আশার আলো দেখতে পেলাম। তার বিশ্বাস, আলি

জাফরের দক্ষতা এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তি হয়তো এই অন্ধকার রহস্যের জট খুলতে সাহায্য করবে। আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম সেই বিখ্যাত ফরেনসিক গবেষকের আগমনের জন্য, যার জ্ঞানের আলো হয়তো 'Dante'-র মুখোশ উন্মোচন করতে পারবে।

অধ্যায় ৩৮

আলী জাফরের আগমন, পুরনো ক্ষত নতুন করে দেখা আমার চোখে

ক্লান্তিকর অপেক্ষার পর অবশেষে সেই দিন এলো, যেদিন বিশ্বখ্যাত ফরেনসিক গবেষক আলি জাফর ঢাকায় এসে পৌঁছালেন। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য ডিটেকটিভ ওসমান নিজেই উপস্থিত ছিলেন। আমিও তাদের সাথে ছিলাম, আমার সাংবাদিক মন আলি জাফরের ব্যক্তিত্ব এবং তার কাজের পদ্ধতি সম্পর্কে জানার জন্য উৎসুক ছিল।

আলি জাফর ছিলেন মধ্যবয়স্ক, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং গভীর চিন্তাশীল এক ব্যক্তি। তার প্রতিটি কথায় জ্ঞানের গভীরতা এবং আত্মবিশ্বাসের স্পষ্ট ছাপ ছিল। বিমানবন্দরে আনুষ্ঠানিকতা শেষ হওয়ার পর সরাসরি তাকে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে নিয়ে আসা হলো। ডিটেকটিভ ওসমান তাকে এ যাবতকালের 'Dante'-র শিকার হওয়া প্রতিটি ভিক্টিমের কেসের ফাইল এবং ঘটনাস্থল থেকে সংগ্রহ করা এভিডেন্স সম্পর্কে বিস্তারিত ব্রিফ করলেন। আলি জাফর মনোযোগ সহকারে সবকিছু শুনলেন এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে প্রশ্ন করলেন।

এরপর ডিটেকটিভ ওসমান আলি জাফরের কাছে একটি বিশেষ অনুরোধ করলেন। তিনি চাইলেন, এ পর্যন্ত যতগুলো ভিক্টিমের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে, **উন** সকলের দেহের কাটা অংশ এবং পূর্বে সংগ্রহ করা ফরেনসিক এভিডেন্সগুলো যেন আলি জাফর তার অত্যাধুনিক ল্যাবে নতুন করে পরীক্ষা করেন। ডিটেকটিভ ওসমানের বিশ্বাস ছিল, হয়তো পুরনো তদন্তে কোনো অস্পষ্ট সূত্র এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, যা আলি জাফরের উন্নত প্রযুক্তি এবং অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে ধরা পড়তে পারে।

আলি জাফর ডিটেকটিভ ওসমানের অনুরোধ গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করলেন। তবে তিনি স্পষ্ট করে জানালেন, এই ধরনের বিস্তৃত এবং গভীর ফরেনসিক বিশ্লেষণের জন্য সময়ের প্রয়োজন এবং বিভিন্ন সরকারি পর্যায় থেকে অনুমতিরও দরকার হতে পারে।

ডিটেকটিভ ওসমান সেই মুহূর্তেই অনুমতির জন্য দৌড়ঝাঁপ শুরু করলেন। প্রথমত, তাকে তার নিজের বস, পুলিশ কমিশনারের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক অনুমতি নিতে হলো। কমিশনার প্রথমে এত পুরনো কেসগুলোর পুনরায় ফরেনসিক করার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেও, ডিটেকটিভ ওসমানের দৃঢ় সংকল্প এবং আলি জাফরের বিশ্বব্যাপী খ্যাতি বিবেচনা করে শেষ পর্যন্ত অনুমতি দিতে রাজি হলেন।

এরপর শুরু হলো মন্ত্রণালয়ের স্তরে দৌড়াদৌড়ি। পুরনো কেসগুলোর এভিডেন্স পুনরায় পরীক্ষার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং আইন মন্ত্রণালয়ের আনুষ্ঠানিক অনুমোদন প্রয়োজন ছিল। ডিটেকটিভ ওসমান ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে গিয়ে ধরনা দিলেন, প্রতিটি স্তরের আমলাতান্ত্রিক জটিলতা পার করার চেষ্টা করলেন। তার সাথে আমিও ছিলাম, একজন সাংবাদিক হিসেবে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়াটির সাক্ষী ছিলাম।

মন্ত্রণালয়ের করিডোরে দিনের পর দিন অপেক্ষা, অজস্র ফাইল আর নথিপত্রের স্তূপ—এই ছিল আমাদের রুটিন। ডিটেকটিভ ওসমানের ধৈর্য্য এবং দৃঢ় মনোবল দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। তিনি এক মুহূর্তের জন্যও হাল ছাড়েননি, তার একটাই লক্ষ্য—'Dante'-র রহস্য উন্মোচন করা।

অবশেষে, দীর্ঘ এবং ক্লান্তিকর প্রক্রিয়ার পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং আইন মন্ত্রণালয় উভয়েই পুরনো ভিক্টিমদের এভিডেন্স পুনরায় ফরেনসিক পরীক্ষার অনুমতি দিল। এই অনুমতি পাওয়া ছিল একটি বড় জয়, যা আমাদের তদন্তে নতুন করে আশার আলো দেখালো।

আলি জাফর তার টিম নিয়ে খুব দ্রুত কাজ শুরু করে দিলেন। পুরনো ভিক্টিমদের দেহের কাটা অংশ এবং পূর্বে সংগ্রহ করা রক্তের নমুনা, চুলের অংশ, পোশাকের তন্তু—সবকিছু তার অত্যাধুনিক ল্যাবে পাঠানো হলো। আলি জাফর নিজে প্রতিটি পরীক্ষার তত্ত্বাবধান করছিলেন, তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন প্রতিটি মাইক্রোস্কোপিক কণাকেও ভেদ করতে সক্ষম।

পুরনো ক্ষতগুলো যেন নতুন করে দেখা শুরু হলো। এতদিন ধরে যে রহস্যের জট খোলা যায়নি, হয়তো আলি জাফরের দক্ষ হাতে সেই অন্ধকার ভেদ করে সত্যের আলো বেরিয়ে আসবে—এই বিশ্বাস আমাদের মনে দৃঢ় হলো। এখন শুধু অপেক্ষা

সেই ফরেনসিক রিপোর্টের জন্য, যা হয়তো 'Dante'-র পরিচয় উন্মোচনের চাবিকাঠি হতে পারে।

অধ্যায় ৩৯

অসহ্য ক্ষোভের ঘূর্ণি, আজমের সাময়িক বিদায় আমার চোখে

'Dante'-র নৃশংস হত্যাকাণ্ডগুলো থামার কোনো লক্ষণ নেই। একের পর এক মাস পেরিয়ে যাচ্ছে, তদন্তের ছয় মাস পূর্ণ হয়ে গেল, কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর শিকারী এখনও ধরাছোঁয়ার বাইরে। জনগণের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে গেছে। শহরের রাজপথ আবারও উত্তাল হয়ে উঠেছে বিক্ষোভে। এবার আর শুধু পুলিশের ব্যর্থতার বিরুদ্ধে স্লোগান নয়, সরাসরি ডিটেকটিভ আজম ওসমানের পদত্যাগ দাবি করছে সাধারণ মানুষ।

প্রতিদিন সকালে ঘুম ভেঙে দেখতাম, সংবাদপত্রের পাতায় আজম ওসমানের ছবি, তার নিচে লেখা ব্যর্থ তদন্তের দীর্ঘ ইতিহাস। টক-শোতে আলোচকরা তার অদক্ষতা নিয়ে কাটাছেঁড়া করছেন, সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে তাকে নিয়ে ট্রল আর ব্যঙ্গচিত্রের ছড়াছড়ি। শাহবাগের মোড় থেকে শুরু করে প্রেসক্লাবের সামনে—সর্বত্র শুধু একটাই দাবি, আজম ওসমানকে সরানো হোক।

বিক্ষোভের তীব্রতা ক্রমশ বাড়ছিল। সাধারণ মানুষ রাস্তায় নেমে এসে প্ল্যাকার্ড হাতে স্লোগান দিচ্ছিল—"আর কত রক্ত?", "আজম ওসমান জবাব দাও!", "ব্যর্থ তদন্তকারী নিপাত যাক!" তাদের চোখেমুখে হতাশা আর ক্ষোভের আগুন জ্বলছিল। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল যে, মাঝে মাঝে পুলিশের সাথে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষও বেঁধে যাচ্ছিল। শহরের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ক্রমশ অবনতির দিকে যাচ্ছিল।

সরকারের ওপর জনগণের চাপ বাড়ছিল। বিরোধী দলগুলো এই সুযোগে আরও বেশি সোচ্চার হয়ে আজম ওসমানের অপসারণ এবং দ্রুত তদন্তের দাবি জানাচ্ছিল। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে একের পর এক তাগাদা আসছিল। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আজম ওসমানের ওপর চরম ক্ষুব্ধ ছিলেন।

এই পরিস্থিতিতে আজম ওসমানের মানসিক অবস্থা ক্রমশ ভেঙে পড়ছিল। রাতের ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছিল, চোখেমুখে গভীর ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট। অফিসে তিনি চুপচাপ বসে থাকতেন, হয়তো কোনো নতুন সূত্রের কথা ভাবতেন, কিন্তু তার চারপাশে হতাশার এক নিস্তব্ধ প্রাচীর তৈরি হয়েছিল। আমি তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করতাম, কিন্তু তার নীরবতা ভেদ করা কঠিন ছিল।

অবশেষে, জনগণের অসহ্য ক্ষোভ এবং সরকারের চরম চাপের মুখে পুলিশ কমিশনার একটি কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলেন। তিনি আজম ওসমানকে সাময়িকভাবে তদন্তের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ার ঘোষণা করলেন। এই খবর মুহূর্তের মধ্যে সারা শহরে ছড়িয়ে পড়লো। বিক্ষোভকারীরা উল্লাসে ফেটে পড়লো, যেন এটাই তাদের দীর্ঘ আন্দোলনের প্রথম এবং সবচেয়ে বড় জয়।

পুলিশ হেডকোয়ার্টারে এক জরুরি মিটিং ডাকা হলো। সেখানে আজম ওসমানের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে নতুন একজন অভিজ্ঞ ডিটেকটিভকে নিয়োগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। আজম ওসমান নীরবে মিটিংয়ে বসেছিলেন, তার মুখ দেখে কিছুই বোঝার উপায় ছিল না। হয়তো তিনি এই সিদ্ধান্তের জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

মিটিং শেষে আমি আজম ওসমানের কাছে গেলাম। তার অফিসের দরজা বন্ধ ছিল। আমি কড়া নাড়তেই তিনি দরজা খুলে দিলেন। তার বিধ্বস্ত চেহারা দেখে আমার হৃদয় ব্যথিত হলো।

"ডিটেকটিভ ওসমান," আমি ধীরে ধীরে বললাম, "আপনি ভেঙে পড়বেন না। আমি জানি আপনি সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন।"

আজম ওসমান দীর্ঘশ্বাস ফেলে জানালার বাইরে তাকিয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর তিনি বললেন, "তানভীন সাহেব, আমি হয়তো ব্যর্থ হয়েছি। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, আলি জাফর ঠিকই কোনো সূত্র খুঁজে বের করবেন। আমার শুধু একটাই চাওয়া, সত্যিটা যেন শেষ পর্যন্ত উন্মোচিত হয়।" তার কন্ঠস্বর দুর্বল ছিল, কিন্তু তার চোখে দৃঢ় সংকল্পের ঝিলিক দেখতে পেলাম।

আজম ওসমানের সাময়িক বিদায় তদন্তের মোড় কোন দিকে ঘোরাবে, তা আমার জানা ছিল না। জনরোষ হয়তো কিছুটা শান্ত হবে, কিন্তু 'Dante'-কে ধরার চ্যালেঞ্জ এখনও আগের মতোই কঠিন। আমার মনে একটাই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল—এই অন্ধকারের শেষ কোথায়?

অধ্যায় ৪০

নিঃসঙ্গতার প্রলাপ, ধূসর অবসর আমার চোখে

তদন্তের দায়িত্ব থেকে সাময়িক অব্যাহতি পাওয়ার পর ডিটেকটিভ আজম ওসমান যেন শহরের কোলাহল থেকে দূরে, নিজের অ্যাপার্টমেন্টের নীরব খাঁচায় নিজেকে বন্দী করে নিলেন। বাইরের দুনিয়ায় তখন 'Dante'-র আতঙ্ক আর পুলিশের ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে, কিন্তু আজম ওসমান সেই খবরের স্রোত থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন।

প্রায় এক মাস কেটে গেল। এই সময়টাতে আমি নিয়মিত খবরের কাগজ এবং টেলিভিশন চ্যানেলে চোখ রাখতাম, নতুন তদন্তকারী দলের কোনো অগ্রগতির খবর পাই কিনা সেই আশায়। কিন্তু তেমন কিছুই নজরে পড়েনি। 'Dante' যেন আরও বেশি রহস্যময় আর অধরা হয়ে উঠেছে।

আজম ওসমানের সাথে আমার আর দেখা হয়নি। তার নীরবতা আমাকে অধৈর্য করে তুলেছিল। একজন সহকর্মী এবং বন্ধু হিসেবে তার এই স্বেচ্ছানির্বাসন আমার ভালো লাগছিল না। তাই একদিন দ্বিধাগ্রস্ত মনে তার অ্যাপার্টমেন্টের দিকে রওনা হলাম।

আজম ওসমানের ফ্ল্যাটের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। বেশ কয়েকবার কড়া নাড়ার পর দরজা সামান্য ফাঁক হলো। আজম ওসমানের বিধ্বস্ত চেহারা দেখে আমি চমকে উঠলাম। চোখের নিচে কালি, রুক্ষ চুল, মুখ ভর্তি না কামানো দাড়ি—যেন এক অচেনা মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন দরজার ওপাশে।

ভেতরে প্রবেশ করতেই এক দমবন্ধ করা পরিবেশ আমার নাকে ধাক্কা মারলো। সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘর আচ্ছন্ন, আধখাওয়া মদের বোতল এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ঘরের এক কোণে পুরনো দিনের মলিন গানের রেকর্ড প্লেয়ারে বাজছে বিষণ্ণ সুর। ডিটেকটিভ আজম ওসমান একটি মলিন সোফায় আধশোয়া হয়ে বসেছিলেন, হাতে ধরা ছিল প্রায় নিভে যাওয়া সিগারেট।

আমাকে দেখে তিনি সামান্য হাসার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সেই হাসিতে কোনো প্রাণ ছিল না। তার চোখ শূন্য, যেন বহু দূরের কোনো অস্পষ্ট দিগন্তে তাকিয়ে আছেন।

"এসো তানভীন," তার কন্ঠস্বর দুর্বল এবং কিছুটা অস্পষ্ট শোনাচ্ছিল। "বসো"।

আমি সোফার পাশে একটি চেয়ার টেনে বসলাম। ঘরের পরিবেশ এতটাই ভারী ছিল যে, প্রথম কয়েক মিনিট আমরা কেউই কোনো কথা বলতে পারিনি। শুধু সেই বিষণ্ণ গানের সুর আর সিগারেটের ধোঁয়া যেন আমাদের নীরবতার সাক্ষী ছিল।

অবশেষে আমি নীরবতা ভাঙলাম। "ডিটেকটিভ ওসমান, আপনার শরীর কেমন আছে?"

তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে সিলিংয়ের দিকে তাকালেন। "শরীর? শরীরের আর খবর কি বল? মনটাই তো ভেঙে গেছে।"

আমি বুঝতে পারছিলাম, তদন্তের দায়িত্ব হারানোর কষ্ট তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। যে মানুষটা দিনের পর দিন অপরাধীদের পিছনে ছুটে বেরিয়েছেন, তার কাছে এই অবসর যেন এক অভিশাপের মতো।

"আপনি কি খবর রাখছেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। "নতুন তদন্তকারী দল কি কোনো সূত্র খুঁজে পেয়েছে?"

আজম ওসমান মাথা নেড়ে জানালেন, তেমন কিছুই অগ্রগতি নেই। "শুনেছি আলি জাফর সাহেব কাজ করছেন। হয়তো তিনিই কোনো মিরাকল ঘটাতে পারবেন।" তার কণ্ঠে ক্ষীণ আশা ঝরে পড়লো।

এরপর কিছুক্ষণ আবার নীরবতা। আমি দেখলাম, আজম ওসমান আবারও মদের বোতলের দিকে হাত বাড়াচ্ছেন। তার এই আত্মহননের পথ দেখে আমার খারাপ লাগছিল।

"ডিটেকটিভ ওসমান," আমি বললাম, "আপনি এভাবে নিজেকে শেষ করে দেবেন না। আপনি একজন লড়াকু মানুষ। এই অন্ধকার সময়টা কেটে যাবে।"

তিনি তিক্ত হাসি হাসলেন। "লড়াকু? কিসের লড়াই আর কিসের কি? আমি তো হেরে গেছি, তানভীন। 'Dante' আমাকে হারিয়ে দিয়েছে।"

আমি তার হাত ধরলাম। "না, আপনি হারেননি। পরিস্থিতি আপনার প্রতিকূলে ছিল। কিন্তু এখনও আশা আছে। আলি জাফর যদি কোনো সূত্র খুঁজে পান..."

আজম ওসমান আমার দিকে তাকালেন, তার চোখে এক মুহূর্তের জন্য যেন পুরনো সেই দৃঢ়তা ফিরে এলো। "হ্যাঁ, আলি জাফর... তার ওপর আমার ভরসা আছে।"

এরপর আমরা আরও কিছুক্ষণ কথা বললাম। পুরনো দিনের কেসের গল্প, আমাদের একসাথে কাজ করার স্মৃতি—এইসব কথা যেন তার মনের ভার কিছুটা হলেও লাঘব করলো। তবে সেই বিষণ্ণ গানের সুর আর সিগারেটের ধোঁয়া জানান দিচ্ছিল, আজম ওসমান এখনও সেই নিঃসঙ্গতার প্রলাপের ঘূর্ণিতে আটকে আছেন। তার ধূসর অবসর যেন এক দীর্ঘশ্বাসের মতো—যা শেষ হওয়ার কোনো লক্ষণ নেই।

অধ্যায় ৪১

সন্ধ্যার নীরবতা, নিষিদ্ধ আলাপ, প্রতীক্ষার প্রহর আমার চোখে

আজম ওসমানের সেই নিঃসঙ্গ অবসর আমার মনকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছিল। দায়িত্ব হারানোর পর তিনি যেন ক্রমশ নিজের ভেতরে গুটিয়ে যাচ্ছিলেন। তাই অফিসের কাজ শেষ করে প্রায় প্রতিদিনই আমি তার অ্যাপার্টমেন্টে যাওয়া শুরু করলাম। উদ্দেশ্য ছিল একটাই—তাকে সেই বিষণ্ণতার অন্ধকার থেকে কিছুটা হলেও বের করে আনা।

প্রতি সন্ধ্যায় আমি আজম ওসমানের ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখতাম, সেই চেনা ধোঁয়ার কুণ্ডলী আর বিষণ্ণ গানের সুর তখনও বিদ্যমান। তবে আমার উপস্থিতি যেন তার একঘেয়েমিতে কিছুটা হলেও ছেদ টানতো। আমরা দুজনে মুখোমুখি বসতাম, হাতে থাকত মদের গ্লাস আর জ্বলন্ত সিগারেট। পুরনো দিনের কেসের গল্প করতাম, আমাদের একসাথে কাজ করার সময়কার নানা মজার ঘটনা উঠে আসত সেই আলোচনায়। মাঝে মাঝে বর্তমান কেসের অচলাবস্থা নিয়েও কথা হত, যদিও সেই আলোচনায় হতাশার সুরই বেশি থাকত।

আজম ওসমান ধীরে ধীরে আমার সাথে তার ভেতরের কষ্টগুলো ভাগ করে নিতেন। তদন্তের দায়িত্ব হারানোর বেদনা, জনগণের অবিশ্বাস—এইসব কথা তার কণ্ঠে স্পষ্ট হয়ে উঠত। আমি তাকে বোঝানোর চেষ্টা করতাম, তার সততা এবং পরিশ্রমের ওপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে। আমি বিশ্বাস করতাম, আলি জাফরের ফরেনসিক রিপোর্ট হয়তো খুব শীঘ্রই কোনো নতুন আলোর দিশা দেখাবে।

আমাদের সান্ধ্য আড্ডাগুলোতে মদ্যপান আর ধূমপান ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। নীরবতা ভাঙার, মনের ভার লাঘব করার এটাই যেন একমাত্র উপায় ছিল আমাদের কাছে। আমরা দুজনেই জানতাম এটা কোনো সমাধান নয়, তবুও সেই মুহূর্তগুলোর প্রয়োজন ছিল।

একদিন সন্ধ্যায় যখন আমরা পুরনো কোনো কেসের জটিলতা নিয়ে আলোচনা করছিলাম, আজম ওসমানের ফোন বেজে উঠলো। স্ক্রিনে আলি জাফরের নাম দেখে তার মুখের অভিব্যক্তি মুহূর্তের মধ্যে পাল্টে গেল। এত দিন পর তার চোখে আমি এক ঝলক আশার আলো দেখতে পেলাম।

তিনি দ্রুত ফোন ধরলেন এবং কিছুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে আলি জাফরের কথা শুনলেন। তার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিলেন সংক্ষিপ্তভাবে। ফোনের ওপাশে আলি জাফরের কণ্ঠস্বর আমি শুনতে না পেলেও, আজম ওসমানের ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা অনুভব করতে পারছিলাম।

কথা শেষ হওয়ার পর আজম ওসমান ফোন রেখে গভীর শ্বাস নিলেন। তার চোখেমুখে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া—উত্তেজনা আর উদ্বেগের ছায়া।

"আলি জাফর সাহেবের ফোন ছিল," তিনি ধীরে ধীরে বললেন। "ফরেনসিক রিপোর্ট তৈরি। তিনি কাল সকালে আমার সাথে দেখা করতে চান।"

এই খবর শুনে আমার বুকের ভেতরটা ধক করে উঠলো। এত দিনের প্রতীক্ষার পর অবশেষে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ আসতে চলেছে। এই রিপোর্ট কি 'Dante'-র পরিচয় উন্মোচন করতে সাহায্য করবে? নাকি আমাদের আবারও হতাশার অন্ধকারে ডুবে যেতে হবে?

আজম ওসমানের চোখেমুখেও একই ধরনের অনিশ্চয়তা দেখতে পেলাম। তিনি চুপ করে বসে রইলেন, হাতে ধরা সিগারেটের ধোঁয়া যেন তার অস্থির চিন্তাভাবনার প্রতিচ্ছবি।

সন্ধ্যার নীরবতা ভেঙে আলি জাফরের ফোন একটি নতুন প্রতীক্ষার জন্ম দিল। নিষিদ্ধ আলাপ আর ধূসর অবসরের মাঝে যেন এক নতুন আশার বীজ অঙ্কুরিত হতে শুরু করলো। কাল সকালের আলো কি সেই বীজকে পূর্ণতা দেবে? আমরা দুজনেই সেই উত্তরের অপেক্ষায় প্রহর গুনতে লাগলাম।

অধ্যায় ৪২

ফরেনসিক রহস্যের উন্মোচন, রক্তের তুলিতে আঁকা মৃত্যু আমার চোখে

পরের দিন সকালে আমি এবং আজম ওসমান রওনা হলাম বিশ্বখ্যাত ফরেনসিক গবেষক আলি জাফরের অত্যাধুনিক ল্যাবের দিকে। শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত এই ল্যাবটি ফরেনসিক সায়েন্সের এক বিস্ময়, যেখানে অত্যাধুনিক সব সরঞ্জাম এবং প্রযুক্তির সমন্বয়ে জটিলতম রহস্যের কিনারা করা হয়।

ল্যাবে পৌঁছানোর পর আলি জাফর আমাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। তার হাতে সেই ভারী ফাইলটি, যা হয়তো 'Dante'-র রহস্যের প্রথম সুস্পষ্ট আলোকবর্তিকা হতে চলেছে। একটি কনফারেন্স রুমে বসার পর আলি জাফর সরাসরি রিপোর্টের বিষয়ে কথা শুরু করলেন। তার প্রতিটি শব্দ যেন বহুদিনের জট খুলতে সাহায্য করছিল।

"ডিটেকটিভ ওসমান," আলি জাফর শান্ত কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, "আপনার সন্দেহ অমূলক ছিল না। এই হত্যাকাণ্ডগুলো গতানুগতিক অপরাধের চেয়ে অনেক বেশি জটিল। প্রতিটি ভিক্টিমের রক্তের নমুনায় আমরা এক অস্বাভাবিক উপাদানের উপস্থিতি পেয়েছি—ওয়েল কালার।"

আজম ওসমান অধীর আগ্রহে জিজ্ঞেস করলেন, "ওয়েল কালার? রক্তে এর উপস্থিতি... এর মানে কী দাঁড়ায়, জাফর সাহেব?"

আলি জাফর ফাইল খুলে ব্যাখ্যা করলেন, "রাসায়নিক পরীক্ষায় আমরা মূলত 'অ্যালুমিনিয়াম স্টিয়ারেট' (Aluminium Stearate) এবং 'জিঙ্ক অক্সাইড' (Zinc Oxide)-এর একটি জটিল মিশ্রণ শনাক্ত করেছি। এই দুটি উপাদান ওয়েল পেইন্টিংয়ের বিভিন্ন শেডে পিগমেন্ট এবং বাইন্ডার হিসেবে বহুল ব্যবহৃত হয়। রক্তে এই মিশ্রণটি মেশার ফলে তার স্বাভাবিক সান্দ্রতা পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং খুব সম্ভবত ভিক্টিমদের শ্বাসরোধ অথবা অন্য কোনো অভ্যন্তরীণ শারীরিক জটিলতা সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।"

এই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। 'Dante' শুধু ঠান্ডা মাথায় খুনই করছে না, বরং তার নৃশংসতার প্রতিটি পদক্ষেপে বিজ্ঞান এবং শিল্প—এক ভয়ংকর মেলবন্ধন ঘটাচ্ছে।

আলি জাফর তার অনুসন্ধানের আরও গভীরে প্রবেশ করলেন। "আমরা ভিক্টিমদের দেহে যে গভীর এবং সূক্ষ্ম কাটার চিহ্নগুলো পেয়েছি, সেগুলো কোনো সাধারণ ধারালো অস্ত্রের এলোপাতাড়ি আঘাত নয়। মাইক্রোস্কোপিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, এই কাটাগুলো যেন অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিতভাবে, অনেকটা পেইন্টিং ব্রাশের মসৃণ আঁচড়ের মতো করে করা হয়েছে। আমার মনে হয়, খুনি শুধুমাত্র আঘাতের উদ্দেশ্যে কাটে না, বরং এর মাধ্যমে কোনো বিশেষ নকশা বা প্রতীক ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে।"

এরপর তিনি এমন একটি তথ্য দিলেন যা আমাদের রক্ত হিম করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। "প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের ঘটনাস্থলে, আমরা অত্যাধুনিক ফরেনসিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে কিছু অদৃশ্য প্রমাণ খুঁজে পেয়েছি। সাধারণ আলোর নিচে এই দাগগুলো ধরা পড়েনি। আমরা থার্মাল ইমেজিংয়ের মাধ্যমে ক্যানভাসের অতি সূক্ষ্ম তন্তু শনাক্ত করতে পেরেছি, যা খালি চোখে প্রায় অদৃশ্য ছিল। এছাড়াও, উন্নত স্পেকট্রোস্কোপি পরীক্ষায় রক্তের সাথে মেশানো ওয়েল কালারের কিছু অস্পষ্ট রেখাচিত্র ধরা পড়েছে, যা প্রমাণ করে খুনি সম্ভবত মৃতদেহের সামনে বসেই কোনো বিকৃত পেইন্টিং বা নকশা তৈরি করতো।"

আজম ওসমান বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলেন। "ঘটনাস্থলে ক্যানভাসের দাগ... তার মানে খুনি কি... একজন শিল্পী?"

আলি জাফর ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। "হ্যাঁ। আমাদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, খুনি সম্ভবত তার নৃশংস কাজটি শেষ করার পর মৃতদেহের সামনে কিছু সময় অতিবাহিত করতো এবং রক্তের সাথে মেশানো ওয়েল কালার ব্যবহার করে কোনো ধরনের বিকৃত পেইন্টিং বা নকশা তৈরি করতো। সেই ক্যানভাসের অস্তিত্ব প্রমাণ করে, খুনি সম্ভবত তার এই ভয়ঙ্কর কাজটিকে এক ধরনের শিল্পকর্ম হিসেবে গণ্য করে।"

এই ভয়াবহ আবিষ্কারের ধাক্কা সামলাতে আমাদের কয়েক মুহূর্ত সময় লাগলো। 'Dante'-র নৃশংসতার গভীরতা যেন আমাদের ধারণাকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। সে একজন ঠান্ডা মাথার খুনি তো বটেই, তার থেকেও বেশি—সে যেন মৃত্যুর এক বিকৃত শিল্পী।

আলি জাফর তার রিপোর্টের আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরলেন। "আমরা প্রতিটি ভিক্টিমের দেহে একই ধরনের রাসায়নিক ট্রেস পেয়েছি, যা সম্ভবত তাদের অচেতন বা দুর্বল করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। তাছাড়া, প্রতিটি ঘটনাস্থল থেকে আমরা কিছু অত্যন্ত মিহি সিনথেটিক মাইক্রোফাইবার উদ্ধার করেছি। এই তন্তুগুলো পরীক্ষা করে মনে হচ্ছে এগুলো কোনো দামি এবং বিশেষ ধরণের পেইন্টিং ব্রাশের অংশ।"

রিপোর্টের একেবারে শেষ প্রান্তে আলি জাফর একটি গভীর মনস্তাত্ত্বিক প্রোফাইলের ইঙ্গিত দিলেন। "এই ধরনের সুচিন্তিত

নৃশংসতা এবং শিল্পসৃষ্টির মেলবন্ধন একজন অত্যন্ত বিকৃত এবং আত্মমুগ্ধ মানুষের পক্ষেই সম্ভব। খুনি সম্ভবত তার প্রতিটি হত্যাকাণ্ডকে এক অনন্য শিল্পকর্ম হিসেবে দেখে এবং প্রতিটি 'সৃষ্টি'র পর সেটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য কোনো না কোনো প্রতীক বা চিহ্ন রেখে যায়—যেমন এই রক্তের তুলিতে আঁকা ছবি।"

আলি জাফরের বিস্তারিত ফরেনসিক রিপোর্ট শুনে আজম ওসমানের মুখ কঠিন হয়ে গেল। এত দিনের জমাট বাঁধা অন্ধকার ভেদ করে যেন এক ঝলক আলো এসে পড়লো, কিন্তু সেই আলোয় যে বীভৎস চিত্রটি উন্মোচিত হলো, তা আরও ভয়ঙ্কর। 'Dante' শুধু একজন খুনি নয়, সে যেন মৃত্যুর ক্যানভাসে রক্তের তুলিতে আঁকা এক ভয়ংকর শিল্পী।

এখন আমাদের সামনে একটাই কঠিন লক্ষ্য—সেই ভয়ঙ্কর শিল্পীকে খুঁজে বের করা, যার তুলির প্রতিটি আঁচড়ে ঝরে পড়ছে নিরীহ মানুষের প্রাণ। রক্তের রঙে আঁকা তার সেই বীভৎস শিল্পকর্মের রহস্য ভেদ করাই এখন আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

অধ্যায় ৪৩

রক্তের তুলির উন্মোচন, শহরজুড়ে চাঞ্চল্য আমার চোখে

আলি জাফরের লোমহর্ষক ফরেনসিক রিপোর্ট মুহূর্তের মধ্যে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল শহরজুড়ে। আমার করা বিশেষ প্রতিবেদন এবং অন্যান্য গণমাধ্যমের সূত্রে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য যখন জনগণের কাছে পৌঁছাল, তখন সর্বত্র যেন এক গভীর বিস্ময় এবং আতঙ্কের ঢেউ উঠল। রক্তের সাথে ওয়েল কালারের উপস্থিতি, ক্যানভাসের তন্তু এবং খুনি কর্তৃক ঘটনাস্থলে আঁকা রহস্যময় চিত্রের ধারণা—এই সবকিছু মিলে 'Dante'-র নৃশংসতাকে এক নতুন, ভয়ঙ্কর মাত্রা দিল।

সংবাদপত্রের প্রথম পাতা থেকে শুরু করে টেলিভিশনের ব্রেকিং নিউজ—সর্বত্র শুধু আলি জাফরের আবিষ্কার আর 'Dante'-র বিকৃত শিল্পচর্চার আলোচনা। টক-শোতে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ এবং অপরাধ বিজ্ঞানীরা এই অস্বাভাবিক ঘটনার বিশ্লেষণ করতে শুরু করলেন। তাদের আলোচনা থেকে উঠে এলো খুনির চরম মানসিক বিকৃতি এবং তার আত্মম্ভরী মনোভাবের ধারণা।

সোশ্যাল মিডিয়া যেন এক মুহূর্তে বিস্ফোরিত হলো। '#রক্তের_তুলি', '#Dante_র_শিল্প', '#মৃত্যুর_ক্যানভাস'—এইসব হ্যাশট্যাগ দ্রুত ট্রেন্ডিং হয়ে গেল। সাধারণ মানুষ তাদের বিস্ময়, ভয় এবং ঘৃণার মিশ্রিত প্রতিক্রিয়া জানাতে শুরু করলো। কেউ কেউ খুনির বীভৎসতাকে শয়তানের কাজ বলে অভিহিত করলো, আবার কেউ কেউ এর মনস্তাত্ত্বিক কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করলো। ভার্চুয়াল জগতে 'Dante'-কে নিয়ে তৈরি হলো নানা ধরনের জল্পনা আর রহস্যময় তত্ত্ব।

প্রশাসনও এই নতুন তথ্যে নড়েচড়ে বসলো। এতদিন ধরে চলা তদন্তের অচলাবস্থা এবং জনগণের ক্রমবর্ধমান ক্ষোভের মুখে তারা আরও কঠোর পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হলো। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জরুরি বৈঠক ডাকলো, যেখানে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত ছিলেন। আলি জাফরের আবিষ্কারকে তদন্তের প্রধান সূত্র হিসেবে গণ্য করে দ্রুত 'Dante'-কে গ্রেফতার করার জন্য নতুন করে পরিকল্পনা তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া হলো।

পুলিশ কমিশনারের পক্ষ থেকে একটি বিশেষ প্রেস কনফারেন্সের আয়োজন করা হলো। সেখানে আলি জাফর নিজে উপস্থিত থেকে তার ফরেনসিক ফাইন্ডিংয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিলেন। তিনি থার্মাল ইমেজিং এবং স্পেকট্রোস্কোপির মাধ্যমে কীভাবে ক্যানভাসের তন্তু এবং রক্তের সাথে মেশানো ওয়েল কালারের রেখাচিত্র শনাক্ত করা গেছে, তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরলেন। তার এই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা মিডিয়ার মাধ্যমে দ্রুত জনগণের কাছে পৌঁছে গেল এবং 'Dante'-র নৃশংসতার ভয়াবহতাকে আরও প্রকট করে তুললো।

জনগণের মধ্যে আতঙ্ক আরও বাড়লো। 'Dante' শুধু তাদের পরিচিত জগতের বাইরে থাকা কোনো ভয়ঙ্কর খুনি নয়, বরং সে একজন শিল্পী—যে রক্তের রঙে মৃত্যুর আল্পনা আঁকে। এই ধারণা শহরবাসীর মনে গভীর ভয় সৃষ্টি করলো। রাতের ঢাকা যেন আরও নিস্তব্ধ আর অন্ধকার হয়ে উঠলো, মানুষের মনে অজানা আতঙ্ক বাসা বাঁধতে শুরু করলো।

আজম ওসমান, যিনি সাময়িকভাবে তদন্তের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলেন, তিনিও এই নতুন তথ্য গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। আলি জাফরের আবিষ্কার তার মনে নতুন করে আশার সঞ্চার করলো। তিনি বুঝতে পারছিলেন, এই সূত্র ধরেই হয়তো 'Dante'-র মুখোশ উন্মোচন করা সম্ভব।

আমি নিজেও এই চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করছিলাম। একজন সাংবাদিক হিসেবে আমি বুঝতে পারছিলাম, এই আবিষ্কার 'Dante' কেসের মোড় সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দিয়েছে। এখন আর এটা শুধু একটি সাধারণ হত্যাকাণ্ড নয়, বরং এক বিকৃত শিল্পীর ভয়ঙ্কর প্রদর্শনী।

আলি জাফরের আবিষ্কারের পর তদন্তের গতি আবারও বৃদ্ধি পেল। পুলিশ এখন সেই শিল্পীর পরিচয় খুঁজে বের করার জন্য

নতুন করে অনুসন্ধান শুরু করলো। পেইন্টিংয়ের সরঞ্জাম সরবরাহকারী দোকান, আর্ট গ্যালারি এবং বিভিন্ন শিল্পী গোষ্ঠীর ওপর নজরদারি বাড়ানো হলো। রক্তের সাথে পাওয়া ওয়েল কালারের বিশেষ রাসায়নিক গঠন বিশ্লেষণ করে তার প্রস্তুতকারক এবং ব্যবহারকারীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হচ্ছে।
শহরজুড়ে এক অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলো। 'Dante'-কে ধরার জন্য জনগণের চাপ আরও বাড়লো, প্রশাসন আরও কঠোর হলো, এবং তদন্তের গতিও বৃদ্ধি পেল। এখন শুধু অপেক্ষা—কবে সেই রক্তের তুলির শিল্পীর পরিচয় উন্মোচিত হবে?

অধ্যায় ৪৪
অপ্রত্যাশিত উপহার, নিষ্পাপ মুখের প্রতিচ্ছবি, 'Dante'-র বার্তা আমার চোখে

আলি জাফরের আবিষ্কারের পর যখন শহরজুড়ে 'Dante'-কে নিয়ে আতঙ্ক আর চাঞ্চল্য, তখন আজম ওসমান আবারও নিজেকে কিছুটা গুটিয়ে নিয়েছেন। তদন্তের দায়িত্ব তার হাতে না থাকলেও, প্রতিটি নতুন তথ্য তিনি গভীর আগ্রহের সাথে পর্যবেক্ষণ করছেন। আমিও নিয়মিত তার সাথে দেখা করছি, আমরা দুজনেই অপেক্ষা করছি—কখন সেই ভয়ঙ্কর শিল্পীর পরিচয় উন্মোচিত হবে।
একদিন সন্ধ্যায়, আজম ওসমান তার অ্যাপার্টমেন্টে একা বসে ছিলেন। বাইরের শহরের কোলাহল তার নীরবতাকে স্পর্শ করতে পারছিল না। হঠাৎ তার দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হলো। এই অসময়ে কে এলো, ভেবে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে তিনি দরজা খুললেন।
সামনে দাঁড়িয়ে ছিল একজন অপরিচিত কুরিয়ার সার্ভিস কর্মী। তার হাতে একটি মাঝারি আকারের প্যাকেট। আজম ওসমানের নাম এবং ঠিকানা দেখে কর্মীটি প্যাকেটটি তার হাতে তুলে দিল। প্রেরকের কোনো ঠিকানা বা নাম উল্লেখ করা ছিল না।
কৌতূহলী হয়ে আজম ওসমান প্যাকেটটি খুললেন। ভেতরে একটি ওয়েল পেইন্টিং পোরট্রেট। ছবিটি দেখে মুহূর্তের জন্য তার হৃৎস্পন্দন থেমে গেল। পোরট্রেটটি ছিল তার এক বছর বয়সী ছোট মেয়ে—মেঘ। ছবিতে মেঘের সেই শান্ত, স্নিগ্ধ আর নিষ্পাপ মুখাবয়ব জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। তার ছোট্ট উজ্জ্বল চোখ যেন সরলতার প্রতিচ্ছবি।
আজম ওসমান হতবাক হয়ে ছবিটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। এই ধরনের শান্ত, স্নিগ্ধ আর নিষ্পাপ চিত্র 'Dante'-র নৃশংস এবং বীভৎস কাজের সম্পূর্ণ বিপরীত। কে এই ছবি আঁকলো? আর কেনই বা তার একরত্তি মেয়ের ছবি?
প্যাকেটের ভেতরে আরও কিছু আছে কিনা দেখতে গিয়ে আজম ওসমান একটি ভাঁজ করা চিরকুট খুঁজে পেলেন। নিউজপেপারের বিভিন্ন অক্ষর কেটে জুড়ে জুড়ে তৈরি করা সেই চিরকুটটির প্রতিটি শব্দ যেন এক ঠান্ডা স্রোতের মতো তার মেরুদণ্ড বেয়ে নামলো।
চিরকুটে কোনো হুমকি ছিল না। বরং লেখা ছিল আজম ওসমানের ভূয়সী প্রশংসা। 'Dante' লিখেছিল, আজম ওসমান একজন বুদ্ধিমান এবং সৎ অফিসার। তার তদন্তের পদ্ধতি এবং একাগ্রতার প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে। সে আরও লিখেছিল, এই নিষ্পাপ প্রাণের (মেঘ) কোনো ক্ষতি সে করবে না। শিশুরা তার লক্ষ্যের বাইরে। এই ছবিটি আজম ওসমানের জন্য তার পক্ষ থেকে একটি ছোট্ট উপহার। নীচে বড় করে 'Dante' লেখা ছিল।
আজম ওসমান স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন, হাতে ধরা মেয়ের পোরট্রেটটি কাঁপছিল। 'Dante' তার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করলো? কিন্তু কেন? তার এক বছর বয়সী মেয়ের ছবি সে পেল কোথা থেকে? আর এই অপ্রত্যাশিত প্রশংসা এবং প্রতিশ্রুতির অর্থই বা কী?
আমি যখন আজম ওসমানের অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছালাম, তখন তার হাতে সেই পোরট্রেটটি ধরা, আর পাশে সেই অদ্ভুত চিরকুট। তার মুখ বিস্ময় আর উদ্বেগে মেশানো এক জটিল ভাবনায় আচ্ছন্ন ছিল।
"দেখুন তানভীন," তিনি অস্ফুট স্বরে বললেন, "এই দেখুন 'Dante' কী পাঠিয়েছে।"
আমি ছবিটি এবং চিরকুটটি দেখলাম। আমার মনেও একই প্রশ্ন—কেন 'Dante' আজম ওসমানের সাথে যোগাযোগ করলো? এই উপহারের উদ্দেশ্য কী? এটা কি কোনো ঠান্ডা মাথার চাল? নাকি সত্যিই সে আজম ওসমানের প্রতি কোনো অদ্ভুত সম্মান দেখাচ্ছে?
চিরকুটটি নিউজপেপারের কাটিং দিয়ে তৈরি করার কারণ স্পষ্ট—যাতে কোনোভাবেই তার হাতের লেখা বা কাগজের উৎস ট্রেস করা না যায়। 'Dante' সত্যিই অত্যন্ত ধূর্ত এবং প্রতিটি পদক্ষেপ সে খুব সতর্কতার সাথে ফেলে।
এই অপ্রত্যাশিত যোগাযোগ আমাদের তদন্তে এক নতুন মোড় আনলো। 'Dante' কি আজম ওসমানের সাথে কোনো মনস্তাত্ত্বিক খেলা খেলতে চাইছে? নাকি এর পেছনে অন্য কোনো গভীর উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে? নিষ্পাপ মুখের এই প্রতিচ্ছবি

কি আমাদের কোনো নতুন পথের সন্ধান দেবে?

অধ্যায় ৪৫

নিষ্পাপ মুখের আবেদন, প্রত্যাবর্তনের আকুতি, ক্ষমতার দড়ি টানাটানি আমার চোখে

এক বছর বয়সী মেয়ের সেই শান্ত মুখটি যখন ওয়েল পেইন্টিংয়ের ফ্রেমে জীবন্ত হয়ে উঠলো, তখন আজম ওসমানের ভেতরের ভেঙে যাওয়া মানুষটা যেন এক লহমার জন্য জেগে উঠলো। মেয়ের নিষ্পাপ চাহনি আর 'Dante'-র অপ্রত্যাশিত বার্তা—এই দুটো জিনিস তার মনে এক গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করলো। যে মানুষটা এত দিন ধরে হতাশার অন্ধকারে ডুবে ছিলেন, তার মধ্যে যেন আবারও সেই পুরনো লড়াকু ডিটেকটিভের ছায়া দেখতে পেলাম। মনে হলো, এই অপ্রত্যাশিত সূত্র হয়তো আমাদের সেই ভয়ঙ্কর শিল্পীর মুখোশ খুলে দিতে পারে।

পরের দিন সকালে আজম ওসমান সেই ছোট্ট মেয়ের পোরট্রেট আর নিউজপেপারের কাটিংয়ের চিরকুটটি হাতে নিয়ে পুলিশ কমিশনারের অফিসে রওনা হলেন। দীর্ঘ বিরতির পর আজমকে সেই বিধ্বস্ত অবস্থায় দেখে কমিশনারের চোখে স্পষ্ট বিরক্তি আর উদ্বেগের ছাপ পড়লো।

আজম ওসমান ধীরে ধীরে কমিশনারের টেবিলের ওপর মেয়ের ছবিটি রাখলেন। তারপর 'Dante'-র পাঠানো সেই অদ্ভুত চিরকুটটি এগিয়ে দিলেন। কমিশনার প্রথমে ভ্রুকুঞ্চিত চোখে ছবিটির দিকে তাকালেন, যেন বুঝতে চেষ্টা করছেন এর তাৎপর্য কী। তারপর চিরকুটটি হাতে নিয়ে যখন পড়লেন, তার মুখের অভিব্যক্তি ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠলো।

"আজম ওসমান, তুমি আবার এখানে? আমি তো ভেবেছিলাম তুমি বিশ্রাম নিচ্ছো," কমিশনারের কন্ঠস্বরে চাপা বিরক্তি ঝরে পড়লো। "আর এই সব কী?" তিনি ছবি আর চিরকুটের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন।

আজম ওসমান শান্ত কিন্তু দৃঢ় স্বরে বললেন, "স্যার, আমার মনে হয় 'Dante' আমার সাথে সরাসরি যোগাযোগের চেষ্টা করছে। এই ছোট্ট মেয়ের পোরট্রেট আর এই বার্তা—এর একটা বিশেষ মানে আছে। আমার intuition বলছে, এই সূত্র ধরেই হয়তো আমরা সেই ভয়ঙ্কর খুনিটার কাছাকাছি পৌঁছাতে পারবো।"

কমিশনার তার চেয়ারে হেলান দিলেন, তার চোখে স্পষ্ট অবিশ্বাস। "তুমি কি সত্যিই ভাবছো, ওসমান? ছয় মাস ধরে তুমি একটা সূত্রও খুঁজে বের করতে পারোনি, আর এখন একটা ছবি আর একটা নিউজপেপারের কাটিং দেখে তুমি মনে করছো তুমি এই কেসের সমাধান করে ফেলবে?"

আজম ওসমান সামান্য হতাশ হলেও নিজের বিশ্বাসে অটল রইলেন। "স্যার, আমি জানি আমার ওপর জনগণের আস্থা নেই। কিন্তু এই কেসটা আমার কাছে এখন শুধু একটা ডিউটি নয়, এটা আমার ব্যক্তিগত লড়াই হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি 'Dante'-কে যে কোনও মূল্যে ধরতে চাই। তাই আমি আবারও তদন্তে যোগ দিতে চাই, এবং আমার অনুরোধ, এই কেসের দায়িত্বটা যেন আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।"

কমিশনারের মুখ কঠিন থেকে কঠিনতর হলো। "তোমার কি কোনো ধারণাও আছে, ওসমান, আমার ওপর কতটা অসহ্য চাপ? সরকার, মিডিয়া, সাধারণ মানুষ—সকলেই এই ব্যর্থ তদন্তের জন্য আমাকে দায়ী করছে। আমার নিজের পদটাও এখন টলমল করছে। এই পরিস্থিতিতে আমি তোমাকে আবারও সেই প্রধান দায়িত্ব দিতে পারি না।"

আজম ওসমানের চোখে হতাশার ছায়া পড়লো, কিন্তু তিনি হাল ছাড়লেন না। "স্যার, আমি আপনার পরিস্থিতি বুঝতে পারছি। কিন্তু আমি সত্যিই বিশ্বাস করি, 'Dante'-র এই অপ্রত্যাশিত পদক্ষেপ আমাদের জন্য একটা নতুন সুযোগ এনে দিয়েছে। আমি যদি আবারও তদন্তের অংশ হতে পারি, আমি আমার সমস্ত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা দিয়ে চেষ্টা করবো।"

কমিশনার কিছুক্ষণ নীরব রইলেন, যেন কোনো কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজের ভেতরের দ্বন্দ্বের সাথে লড়ছেন। তার কপালে চিন্তার গভীর রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

"দেখো ওসমান," অবশেষে তিনি বললেন, তার কন্ঠস্বরে কিছুটা নমনীয়তা দেখা গেল, "পরিস্থিতি সত্যিই খুব জটিল। আমি তোমাকে সরাসরি এই কেসের প্রধান দায়িত্ব ফিরিয়ে দিতে পারবো না। তবে, আমি তোমাকে বর্তমানে যে ডিটেকটিভ অফিসার এই কেসটি দেখছেন—ডিটেকটিভ হাসানের সহকারী হিসেবে কাজ করার অনুমতি দিতে পারি। তুমি তোমার পাওয়া এই নতুন সূত্র সম্পর্কে তাকে জানাবে এবং তদন্তে তাকে সাহায্য করবে। যদি ডিটেকটিভ হাসান মনে করেন তোমার সাহায্য প্রয়োজন, তাহলে তুমি আবারও সক্রিয়ভাবে তদন্তে যুক্ত হতে পারবে। কিন্তু মনে রেখো, ওসমান, কোনো ভুল হলে তার সম্পূর্ণ দায় তোমাকেই নিতে হবে।"

আজম ওসমান কিছুটা হতাশ হলেও, এই সুযোগটুকুকেও তিনি আঁকড়ে ধরলেন। “ধন্যবাদ স্যার। আমি আপনাকে বিশ্বাস দিলাচ্ছি, আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো।”
কমিশনার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “আমি শুধু চাই এই ভয়ঙ্কর অধ্যায়ের একটা শেষ হোক। যাও, ডিটেকটিভ হাসানের সাথে যোগাযোগ করো।”
আজম ওসমান কমিশনারের অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন। ছোট্ট মেঘের সেই পোরট্রেটটি তখনও তার হাতে ধরা। তার মনে একদিকে যেমন এক বছর বয়সী মেয়ের প্রতি গভীর স্নেহ, তেমনই অন্যদিকে ‘Dante’-কে ধরার এক নতুন সংকল্প। পদাবনতি হলেও, এই নিষ্পাপ মুখের নীরব আবেদন যেন তাকে সেই কঠিন পথে এগিয়ে যাওয়ার সাহস যোগালো। আমি বুঝতে পারছিলাম, আজম ওসমান আবার লড়তে প্রস্তুত।

অধ্যায় ৪৬
দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান, চীন মৈত্রীতে রঙের মেলা, মিশেল চৌধুরীর প্রত্যাবর্তন আমার চোখে
শহরের শিল্পাঙ্গনে এক নতুন গুঞ্জন, দীর্ঘ নীরবতার পর আবারও স্বমহিমায় ফিরে আসছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রশিল্পী মিশেল চৌধুরী। চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে তার একক চিত্র প্রদর্শনীর খবরে শিল্পকলা জগতে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। যদিও এই শিল্পী দীর্ঘকাল নিভৃতে থেকেছেন এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে তার পরিচিতি তেমন নেই, তবে আন্তর্জাতিক মহলে তার খ্যাতি সুবিদিত। বহু বছর পর ঢাকায় তার প্রত্যাবর্তন, তাও আবার এক বিশাল চিত্রকর্মের সম্ভার নিয়ে—এই খবর শিল্প সমালোচক এবং চিত্র সংগ্রাহকদের মধ্যে তুমুল আগ্রহ সৃষ্টি করেছে।
আন্তর্জাতিক পুরস্কার পাওয়া একজন বাংলাদেশী শিল্পীর চিত্রপ্রদর্শনী বলে কথা, মিডিয়াও তাই এই ব্যতিক্রমী ঘটনাটিকে গুরুত্বের সাথে নিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়াতেও ধীরে ধীরে মিশেল চৌধুরীর নাম ছড়িয়ে পড়ছে, অনেকেই কৌতূহলী হয়ে তার পূর্বের কাজ এবং অর্জনের কথা জানতে চাইছে। দীর্ঘকাল পর একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাংলাদেশী শিল্পীর কাজ দেখার সুযোগ পেয়ে অনেকেই গর্ব অনুভব করছে এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় তাকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিচ্ছে।
প্রদর্শনীর উদ্বোধনী দিনে সম্মেলন কেন্দ্রে শিল্পবোদ্ধা এবং মিডিয়ার কর্মীদের ভিড় দেখা গেল। সাধারণ দর্শকও ধীরে ধীরে এই নিভৃত শিল্পীর কাজ দেখার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠছে। নিরাপত্তা কর্মীদের ভিড় সামলাতে কিছুটা বেগ পেতে হচ্ছে।
আমিও সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম। আমার সাংবাদিক মন একদিকে যেমন এই অপরিচিত কিন্তু খ্যাতিমান শিল্পী মিশেল চৌধুরীর কাজ দেখার জন্য উৎসুক ছিল, তেমনই অন্যদিকে ‘Dante’ কেসের সাথে এর কোনো অপ্রত্যাশিত সংযোগ আছে কিনা, সেই বিষয়েও সজাগ ছিলাম।
সম্মেলন কেন্দ্রের বিশাল হল জুড়ে মিশেল চৌধুরীর নতুন চিত্রকর্মগুলো সাজানো ছিল। প্রতিটি ছবিতেই এক গভীর চিন্তাভাবনার ছাপ। তার বিখ্যাত ‘অন্ধকারের প্রতিচ্ছবি’ (Reflections of Darkness) সিরিজে গাঢ় রঙের আধিক্য এবং রহস্যময় আলোর ব্যবহার দর্শকদের এক ভিন্ন জগতে নিয়ে যায়। ‘বিচ্ছিন্ন আত্মার সংলাপ’ (Dialogue of Isolated Souls)-এ নিঃসঙ্গ মানুষের ভেতরের জটিল আবেগ মূর্ত হয়ে উঠেছে ক্যানভাসের প্রতিটি আঁচড়ে। প্রকৃতির রহস্যময় রূপ তার ‘নিস্তব্ধ বনানী’ (Silent Woods) এবং ‘উত্তাল সমুদ্র’ (Turbulent Sea) সিরিজে জীবন্ত হয়ে উঠেছে রঙের সাহসী প্রয়োগে। অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্যানভাসেও তিনি দেখিয়েছেন রঙের ব্যতিক্রমী ব্যবহার, যেমন তার বিখ্যাত কাজ ‘বর্ণের অন্তরালে’ (Behind the Colors)। প্রতিটি ছবির সামনে দর্শক নীরবে দাঁড়িয়ে রঙের ভাষা বোঝার চেষ্টা করছিল।
মিডিয়ার কর্মীরা মিশেল চৌধুরীর সাক্ষাৎকার নিচ্ছিল। তবে মিশেল চৌধুরীর ব্যক্তিত্ব ছিল সম্পূর্ণ আবেগহীন এবং রোবটের মতো। তিনি খুব মেপে কথা বলছিলেন, যা জিজ্ঞাসা করা হচ্ছিল তার বাইরে একটিও অতিরিক্ত শব্দ খরচ করছিলেন না। তার মুখের ভাব শান্ত এবং নির্বিকার, যেন বাইরের জগতের কোনো কিছুই তাকে স্পর্শ করতে পারছে না। দীর্ঘ নীরবতার পর প্রত্যাবর্তনের কারণ এবং তার কাজের দর্শন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলেও তিনি সংক্ষিপ্ত এবং সুস্পষ্ট উত্তর দিচ্ছিলেন, কোনো রকম আবেগ বা ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশ করছিলেন না।
সোশ্যাল মিডিয়াতেও মিশেল চৌধুরীর কাজ নিয়ে আলোচনা বাড়ছে। অনেকেই তার ব্যতিক্রমী শৈলীর প্রশংসা করছেন এবং দীর্ঘকাল পর একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাংলাদেশী শিল্পীর কাজ দেখার সুযোগ পেয়ে আনন্দিত। তবে তার ব্যক্তিত্বের শীতলতা এবং কম কথা বলার স্বভাব নিয়েও কেউ কেউ আলোচনা করছেন।
আজম ওসমানও আমার সাথে সেই প্রদর্শনীতে এসেছিলেন। যদিও তার মন ‘Dante’ কেসের চিন্তায় আচ্ছন্ন ছিল, তবুও মিশেল চৌধুরীর কাজের গভীরতা এবং শিল্পীর ব্যক্তিত্বের নির্লিপ্ততা তাকেও ভাবাচ্ছিল বলে মনে হলো। আমরা দুজনে নীরবে ছবিগুলো দেখছিলাম, রঙের ভাষা বোঝার চেষ্টা করছিলাম এবং শিল্পীর রহস্যময় উপস্থিতি অনুভব করছিলাম।
প্রদর্শনীতে মিশেল চৌধুরীর একটি বিশেষ চিত্রকর্ম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। বিশাল ক্যানভাস জুড়ে আঁকা অ্যাবস্ট্রাক্ট

ঘরানার সেই ছবিটির নাম 'অসমাপ্ত প্রতিচ্ছবি' (Incomplete Reflection)। গাঢ় রঙের সাথে কিছু হালকা, প্রায় অদৃশ্য রেখা ব্যবহার করা হয়েছে এখানে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় শুধুই রঙের খেলা, কিন্তু খুব কাছ থেকে দেখলে মনে হয় যেন কোনো অস্পষ্ট অবয়ব বা প্রতীকের আভাস পাওয়া যায়। আমার মনে একটা খটকা লাগলো—এই অস্পষ্ট রেখাগুলো কি শুধুই শিল্পীর কল্পনা, নাকি এর কোনো বিশেষ অর্থ আছে?

মিশেল চৌধুরীর এই প্রত্যাবর্তন এবং তার চিত্র প্রদর্শনীর ধীরে ধীরে বাড়তে থাকা কভারেজ শহরের স্বাভাবিক ছন্দকে যেন কিছুটা হলেও ভুলিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমার সাংবাদিক মন জানে, এই আপাত নীরবতা আর রঙের ঝলকের আড়ালেও কোথাও হয়তো 'Dante'-র অন্ধকার ছায়া লুকিয়ে থাকতে পারে। বিশেষ করে এই শিল্পীর শীতল এবং রহস্যময় ব্যক্তিত্ব আমার মনে এক ধরনের অস্বস্তি সৃষ্টি করছে।

অধ্যায় ৪৭

এক নিভৃত শিল্পীর রহস্যময় জগৎ, ইন্টারনেটের আনাচে-কানাচে অনুসন্ধান আমার চোখে

মিশেল চৌধুরীর আবেগহীন ব্যক্তিত্ব আর তার চিত্রকর্মের গভীরতা—দুটোই আমার মনে এক অদ্ভুত কৌতূহলের জন্ম দিল। তার নীরবতা যেন এক গভীর রহস্যের ইঙ্গিত দিচ্ছিল। কেন একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী লোকচক্ষুর আড়ালে থাকতে পছন্দ করেন? তার ব্যক্তিগত জীবন কেমন? এই ধরনের নানা প্রশ্ন আমার সাংবাদিক মনকে আলোড়িত করতে শুরু করলো। 'Dante' কেসের সাথে তার কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে কিনা, সেই সন্দেহও আমার মন থেকে পুরোপুরি যায়নি।

তাই অফিসের কাজ শেষ করে সেদিন রাতে আমি ল্যাপটপ খুলে বসলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল মিশেল চৌধুরী সম্পর্কে ইন্টারনেটে যতটা সম্ভব তথ্য খুঁজে বের করা। তার নাম লিখে সার্চ ইঞ্জিনগুলোতে একের পর এক কি-ওয়ার্ড দিয়ে ঘাঁটতে শুরু করলাম।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী হিসেবে তার কাজের স্বীকৃতি এবং পুরস্কারের লম্বা তালিকা সহজেই পাওয়া গেল। তার ব্যতিক্রমী চিত্রশৈলী, রঙের সাহসী ব্যবহার এবং গভীর দার্শনিক ভাবনার জন্য তিনি বিশ্বজুড়ে সমাদৃত। জাপানের কিয়োটো পুরস্কারের মতো সম্মানজনক আর্ট অ্যাওয়ার্ড তিনি পেয়েছেন, যা নিঃসন্দেহে একজন শিল্পীর জীবনের অন্যতম বড় অর্জন। তার আঁকা তৈলচিত্রগুলো আন্তর্জাতিক নিলামে আকাশছোঁয়া দামে বিক্রি হয়, বিভিন্ন বিখ্যাত গ্যালারিতে তার স্থায়ী সংগ্রহ রয়েছে।

কিন্তু যখন আমি তার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে জানতে চাইলাম, তখন যেন এক রহস্যময় দেয়াল আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। তেমন কোনো ব্যক্তিগত তথ্য ইন্টারনেটে পাওয়া গেল না। দু-একটি পুরোনো সাক্ষাৎকারে তার শৈশব এবং পড়াশোনা নিয়ে খুব সামান্য কিছু কথা বলা হয়েছে, তবে কোনো বিস্তারিত বিবরণ নেই। তার পরিবারের সদস্যদের সম্পর্কেও কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য খুঁজে পেলাম না।

অবশ্য, একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য খুঁজে পেলাম—মিশেল চৌধুরীর বাবা ছিলেন জেমস চৌধুরী, ক্যাপিটাল কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালক। জেমস চৌধুরী ছিলেন বাংলাদেশের অন্যতম সেরা শিল্পপতি এবং দেশের শীর্ষ ধনীদের একজন। ক্যাপিটাল কর্পোরেশনও বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী হিসেবে সুপরিচিত। বাবার মৃত্যুর পর এই বিশাল ব্যবসায়িক সাম্রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী এখন মিশেল চৌধুরী। এত বড় একটি শিল্প সাম্রাজ্যের মালিক হয়েও কেন তিনি শিল্পকলার জগতে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত রেখেছেন এবং প্রচারের আলো থেকে দূরে থাকছেন, তা আমার কাছে এক বিরাট রহস্য।

তার মায়ের পরিচয় সম্পর্কেও তেমন কিছুই জানা যায় না। শুধু এটুকুই উল্লেখ আছে যে তিনি ছিলেন একজন বিদেশী নাগরিক। তার নাম বা জাতীয়তা সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট তথ্য কোথাও নেই। এই বিষয়টিও আমার অনুসন্ধিৎসু মনকে আরও বেশি ভাবিয়ে তুললো।

মিশেল চৌধুরীর শিক্ষাজীবনের কিছু বিচ্ছিন্ন তথ্য অবশ্য পাওয়া গেল। তিনি ঢাকা শহরের একটি নামকরা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়াশোনা করেছেন—স্যার জন উইলসন স্কুল (Sir John Wilson School)। এরপর তিনি ইংল্যান্ডের একটি আর্ট কলেজে—ক্যাম্বারওয়েল কলেজ অফ আর্টস (Camberwell College of Arts)-এ ভর্তি হয়েছিলেন। উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি ফ্রান্সে পাড়ি জমান এবং প্যারিসের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়—সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয় (Sorbonne University) থেকে আর্টের ওপর ব্যাচেলর ডিগ্রি লাভ করেন। এখানেই শেষ নয়, ওয়েল পেইন্টিংয়ের ওপর আরও গভীর

জ্ঞান অর্জনের জন্য তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় (Harvard University) থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।
তার পারিবারিক এবং ব্যবসায়িক পটভূমি, শিক্ষাজীবনের এই দীর্ঘ এবং সমৃদ্ধ ইতিহাস জানার পর আমার মনে আরও বেশি কৌতূহল সৃষ্টি হলো। এত ক্ষমতা, এত প্রাচুর্য এবং এত খ্যাতি—একজন মানুষ কেন এত নিভৃতে জীবনযাপন করতে চান? কেন তার ব্যক্তিগত জীবন এত রহস্যে ঢাকা? তার এই আবেগহীন এবং রোবটের মতো ব্যক্তিত্বের কারণই বা কী? ইন্টারনেটের আনাচে-কানাচে খুঁজেও আমি তার বর্তমান ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে তেমন কিছুই জানতে পারলাম না। কোনো সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইল নেই, কোনো ব্যক্তিগত ব্লগ বা ওয়েবসাইট নেই। যেন তিনি ইচ্ছাকৃতভাবেই নিজেকে প্রচারের আলো থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন।
মিশেল চৌধুরীর এই রহস্যময় জগৎ আমাকে ক্রমশ ভাবিয়ে তুলছে। একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন তৈলচিত্র শিল্পী, যিনি কিয়োটো পুরস্কারের মতো সম্মানে ভূষিত, বিশাল কর্পোরেট সাম্রাজ্যের একমাত্র মালিক, এত উচ্চশিক্ষিত হয়েও কেন তিনি এত নিভৃত জীবন যাপন করেন? তার এই নিস্পৃহ এবং আবেগহীন ব্যক্তিত্বের কারণই বা কী? আমার সাংবাদিক মন ক্রমশ বিশ্বাস করতে শুরু করেছে, এই নিভৃত শিল্পীর আড়ালে হয়তো কোনো গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে—যা 'Dante' কেসের সাথে কোনো না কোনোভাবে সম্পর্কিত হতে পারে। জেমস চৌধুরীর মতো একজন প্রভাবশালী শিল্পপতির পুত্রের এই রহস্যময় জীবনযাপন স্বাভাবিক বলে মনে হয় না।

অধ্যায় ৪৮

সন্ধ্যার আলোচনা, এক রহস্যময় শিল্পীর প্রতি আগ্রহ, আজমের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি আমার চোখে

অফিসের কাজ শেষে সেদিন সন্ধ্যায় আমি যথারীতি আজম ওসমানের অ্যাপার্টমেন্টে গেলাম। 'Dante' কেসের তদন্তে তেমন কোনো অগ্রগতি না থাকলেও, মেঘের পোরট্রেট পাওয়ার পর আজমের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা লক্ষ্য করছিলাম। আজ আমি তাকে মিশেল চৌধুরীর ব্যাপারে আমার অনুসন্ধানের ফলাফল বিস্তারিতভাবে জানাবো বলে ঠিক করেছিলাম। সিগারেটের ধোঁয়া আর বিষণ্ণ গানের সুর তখনও সেই ফ্ল্যাটের চেনা ছবি। আজম ওসমান জানালার পাশে দাঁড়িয়ে বাইরের অন্ধকার শহরের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আমি ঘরে ঢুকে বসলে তিনি ধীরে ধীরে ঘুরে তাকালেন।
"কিছু নতুন খবর আছে তানভীন?" তার কণ্ঠে সেই পুরনো অনুসন্ধিৎসু ভাব।
আমি মাথা নেড়ে বললাম, "হ্যাঁ, আছে। মিশেল চৌধুরীকে নিয়ে কিছু তথ্য পেয়েছি।"
আজম ওসমান আগ্রহের সাথে আমার দিকে তাকালেন। "মিশেল চৌধুরী? সেই চিত্রশিল্পী? তার ব্যাপারে কী জানলে?"
আমি তাকে ইন্টারনেটে খুঁজে পাওয়া মিশেল চৌধুরীর খ্যাতি, কিয়োটো পুরস্কার প্রাপ্তি এবং তার ব্যতিক্রমী চিত্রকর্মের কথা বললাম। তার নিভৃত জীবনযাপন এবং ব্যক্তিগত তথ্য প্রায় না থাকার বিষয়টিও উল্লেখ করলাম। এরপর তার পারিবারিক পটভূমি—বাবা জেমস চৌধুরী, ক্যাপিটাল কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক, দেশের অন্যতম শীর্ষ শিল্পপতি—এই তথ্যও তাকে দিলাম। তার মায়ের বিদেশী নাগরিক হওয়ার কথা এবং শিক্ষাজীবনের বিস্তারিত বিবরণ—ঢাকা থেকে শুরু করে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স এবং অবশেষে হার্ভার্ডে ওয়েল পেইন্টিংয়ের ওপর পিএইচডি—সবকিছু তাকে খুলে বললাম।
আজম ওসমান মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনছিলেন। তার কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়লো। "ক্যাপিটাল কর্পোরেশনের একমাত্র উত্তরাধিকারী? এত বড় একটা শিল্প সাম্রাজ্যের মালিক হয়েও তিনি ছবি আঁকেন এবং লোকচক্ষুর আড়ালে থাকেন? এটা কিছুটা অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে।"
আমি সায় দিলাম। "আমারও তাই মনে হয়। তার ব্যক্তিত্বও বেশ অদ্ভুত—একেবারেই আবেগহীন এবং রোবটের মতো, খুব কম কথা বলেন।"
আজম ওসমান কিছুক্ষণ চুপ থেকে তার সিগারেটে লম্বা টান দিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, "তার শিল্পকর্মগুলো কেমন? তুমি কি দেখেছো?"
আমি চীন মৈত্রী সম্মেলনে তার প্রদর্শিত কিছু উল্লেখযোগ্য চিত্রকর্মের নাম বললাম—'অন্ধকারের প্রতিচ্ছবি', 'বিচ্ছিন্ন আত্মার সংলাপ', 'নিস্তব্ধ বনানী', 'উত্তাল সমুদ্র' এবং 'বর্ণের অন্তরালে'। বিশেষভাবে 'অসমাপ্ত প্রতিচ্ছবি'র সেই অস্পষ্ট রেখাচিত্রের কথাও উল্লেখ করলাম, যা আমার মনে একটা খটকা তৈরি করেছিল।
আমার কথা শেষ হওয়ার পর আজম ওসমান কিছুক্ষণ গভীর চিন্তায় মগ্ন রইলেন। তারপর হঠাৎ বললেন, "আমার মনে

হয়, আমার সেই প্রদর্শনীতে আবারও যাওয়া উচিত। মিশেল চৌধুরীর শিল্পকর্মগুলো আরও মনোযোগ দিয়ে দেখা দরকার। হয়তো তার কাজের মধ্যে কোনো সূত্র খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।"

আমি তার আগ্রহ দেখে উৎসাহিত হলাম। "হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়। বিশেষ করে 'অসমাপ্ত প্রতিচ্ছবি'—ছবিটির অস্পষ্টতা যেন কোনো লুকানো বার্তা বহন করছে।"

আজম ওসমান মাথা নেড়ে রাজি হলেন। "কাল সকালেই আমি যাব। আর আমার মনে হয়, মিশেল চৌধুরীর সাথে একবার সরাসরি কথা বলাও দরকার। তার ব্যক্তিত্ব এবং তার শিল্পকর্মের পেছনের ভাবনা—এই দুটো জিনিস হয়তো আমাদের 'Dante' সম্পর্কে কোনো নতুন ধারণা দিতে পারে।"

আমি বললাম, "কিন্তু তার তো বেশি কথা বলার স্বভাব নেই। সাক্ষাৎকার পাওয়া কঠিন হতে পারে।"

আজম ওসমান আত্মবিশ্বাসের সাথে বললেন, "আমি চেষ্টা করবো। একজন ডিটেকটিভ হিসেবে মানুষকে কথা বলানো আমার কাজ। যদি তার মধ্যে কোনো রহস্য লুকিয়ে থাকে, আমি সেটা বের করে আনবোই।"

সেই সন্ধ্যায় আমাদের আলোচনা মিশেল চৌধুরীকে কেন্দ্র করে ঘুরতে লাগলো। আজমের চোখেমুখে সেই পুরনো অনুসন্ধিৎসু ডিটেকটিভের ঝিলিক দেখতে পেলাম। মেঘের পোরট্রেট হয়তো সরাসরি কোনো সূত্র না দিলেও, এই নতুন শিল্পীর প্রতি তার আগ্রহ 'Dante' কেসের তদন্তে একটি নতুন দিক উন্মোচন করতে পারে—এই আশাই আমরা দুজনে পোষণ করতে লাগলাম।

অধ্যায় ৪৯

রঙের গভীরে লুকানো রহস্য, তুলির আঁচড়ে অন্ধকারের সন্ধান আমার চোখে

পরের দিন সকালেই আজম ওসমান এবং আমি আবারও চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রের দিকে রওনা হলাম। গতকালের ভিড় কিছুটা কমলেও, শিল্পানুরাগীদের আনাগোনা তখনও ছিল বেশ। তবে আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন—আমরা এসেছিলাম মিশেল চৌধুরীর প্রতিটি শিল্পকর্মের গভীরে ডুব দিতে, রঙের বিন্যাস আর তুলির আঁচড়ের মধ্যে 'Dante'-র কোনো অস্পষ্ট ছায়া খুঁজে বের করতে।

আজম ওসমানের চোখে সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, যা আমি বহু দিন পর আবার দেখলাম। তিনি প্রতিটি ছবির সামনে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন। তার ডিটেকটিভ মন যেন রঙের ভাষা বোঝার চেষ্টা করছিল, প্রতিটি রেখা আর রঙের স্তরের মধ্যে কোনো লুকানো বার্তা খুঁজে ফিরছিল। আমিও তার পাশে দাঁড়িয়ে ছবিগুলো দেখছিলাম, আমার সাংবাদিক মন ঘটনার সম্ভাব্য সূত্রগুলোর দিকে নজর রাখছিল।

আমরা শুরু করলাম মিশেল চৌধুরীর বিখ্যাত সিরিজ 'অন্ধকারের প্রতিচ্ছবি' দিয়ে। গাঢ় কালো, ধূসর আর গভীর নীল রঙের আধিক্য ছিল এই ছবিগুলোতে। আলোর সামান্য ব্যবহার যেন অন্ধকারের গভীরতাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। প্রতিটি ক্যানভাসে এক ধরনের চাপা বিষণ্ণতা আর অস্থিরতা অনুভব করা যায়। আজম ওসমান প্রতিটি ছবিতে তার অভিজ্ঞ চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিলেন, মাঝে মাঝে কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ছিল।

এরপর আমরা 'বিচ্ছিন্ন আত্মার সংলাপ' সিরিজের ছবিগুলোর সামনে দাঁড়ালাম। এই ছবিগুলোতে নিঃসঙ্গ মানুষের মুখের অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এবস্ট্রাক্ট ফর্মে। রঙের তীব্রতা এবং রেখার বলিষ্ঠতা দর্শকদের ভেতরের চাপা কষ্টের সাথে যেন এক নীরব সংযোগ স্থাপন করে। আজম ওসমান একটি ছবির সামনে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, যেন সেই নিঃসঙ্গ মুখের ভেতরের আর্তনাদ শোনার চেষ্টা করছেন।

'নিস্তব্ধ বনানী' এবং 'উত্তাল সমুদ্র'—প্রকৃতির এই দুটি ভিন্ন রূপ মিশেল চৌধুরীর তুলিতে যেন নতুন জীবন পেয়েছিল। শান্ত সবুজ আর স্নিগ্ধ নীল রঙের ব্যবহার যেমন প্রকৃতির নীরবতাকে ফুটিয়ে তুলেছিল, তেমনই তীব্র ঝড় আর ঢেউয়ের গর্জন যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছিল গাঢ় নীল আর সাদা রঙের শক্তিশালী আঁচড়ে। আজম ওসমান প্রকৃতির এই রূপান্তরের দিকে তাকিয়ে কী ভাবছিলেন, তা আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না।

অবশেষে আমরা সেই বিশেষ ছবিটির সামনে দাঁড়ালাম—'অসমাপ্ত প্রতিচ্ছবি'। বিশাল ক্যানভাস জুড়ে গাঢ় রঙের এক রহস্যময় জগৎ, আর তার মাঝে হালকা, প্রায় অদৃশ্য কিছু রেখা যেন কোনো অস্পষ্ট অবয়বের আভাস দিচ্ছিল। গতকাল দূর থেকে তেমন কিছু ঠাহর না হলেও, আজ খুব কাছ থেকে সেই রেখাগুলো আরও মনোযোগ দিয়ে দেখলাম। মনে হচ্ছিল যেন কোনো মুখের অস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি, অথবা কোনো প্রতীক—যা সম্পূর্ণভাবে স্পষ্ট নয়।

আজম ওসমান ছবিটির খুব কাছে ঝুঁকে এলেন, তার চোখ যেন প্রতিটি রেখা আর রঙের বুনন ভেদ করে ভেতরে প্রবেশ করতে চাইছে। তিনি পকেট থেকে একটি ছোট ম্যাগনিফাইং গ্লাস বের করে আরও খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন।

"তুমি ঠিক বলেছিলে তানভীন," কিছুক্ষণ পর তিনি ধীরে ধীরে বললেন, "এই রেখাগুলো শুধু রঙের খেলা নয়। এখানে কিছু আকার আছে, যদিও সেগুলো খুব অস্পষ্ট।"

তিনি আরও কিছুক্ষণ ধরে ছবিটি পর্যবেক্ষণ করলেন। তারপর অন্য ছবিগুলোর দিকেও একইভাবে মনোযোগ দিলেন। তার প্রতিটি মুভমেন্টে একটা চাপা উত্তেজনা অনুভব করছিলাম। মনে হচ্ছিল যেন তিনি রঙের এই রহস্যময় জগতে 'Dante'-র কোনো গোপন বার্তা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছেন।

প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে আমরা পুরো প্রদর্শনী ঘুরে দেখলাম, প্রতিটি ছবির সামনে দাঁড়ালাম, রঙের ব্যবহার, তুলির আঁচড় এবং ছবির বিষয়বস্তু—সবকিছু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলাম। আজম ওসমান মাঝে মাঝে কিছু নোট নিলেন তার ছোট নোটবুকে।

প্রদর্শনী শেষে আমরা যখন বাইরে এলাম, আজম ওসমানের মুখ দেখে মনে হলো তিনি যেন কোনো গভীর চিন্তায় মগ্ন।

"মিশেল চৌধুরীর সাথে কি তোমার কথা বলার সুযোগ হয়েছে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

তিনি মাথা নেড়ে বললেন, "না, আজ নয়। তিনি কয়েকজন শিল্প সমালোচক এবং গ্যালারি মালিকের সাথে কথা বলছিলেন। তবে আমি তাকে কাছ থেকে দেখেছি। তার সেই আবেগহীন, শান্ত মুখ—যেন কিছুই তাকে স্পর্শ করতে পারে না।"

আজম ওসমান আকাশের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস নিলেন। "এই শিল্পী এবং তার কাজ—আমার মনে হচ্ছে এর মধ্যে কিছু একটা রহস্য লুকিয়ে আছে। 'Dante'-র পাঠানো মেঘের পোরট্রেট, আর এই শিল্পীর আঁকা ছবিগুলোর অস্পষ্টতা... সবকিছু যেন একটা অদৃশ্য সুতোয় বাঁধা।"

আমি তার কথায় সায় দিলাম। "আমারও তাই মনে হয়। আমাদের আরও গভীরে অনুসন্ধান করা দরকার।"

আজম ওসমান দৃঢ় স্বরে বললেন, "হ্যাঁ। মিশেল চৌধুরীর সাথে আমার কথা বলতে হবে। তার শিল্পকর্মের পেছনের ভাবনা এবং তার ব্যক্তিগত জীবন—এই দুটো জিনিসই আমাদের 'Dante'-র পরিচয় খুঁজে পেতে সাহায্য করতে পারে।"

রঙের গভীরে লুকানো রহস্য ভেদ করার সংকল্প নিয়ে আমরা সেদিন সেই আর্ট গ্যালারি থেকে বেরিয়ে এলাম। তুলির প্রতিটি আঁচড়ে যেন অন্ধকারের কোনো গোপন বার্তা লেখা ছিল, আর সেই বার্তাই হয়তো আমাদের 'Dante'-র দিকে পথ দেখাতে পারে।

অধ্যায় ৫০

রঙের মনস্তত্ত্বের পাঠ, তুলির আঁচড়ে লুকানো অন্ধকার আত্মা, ডক্টর রায়ের বিশ্লেষণ আমার চোখে

মিশেল চৌধুরীর প্রদর্শনী থেকে ফেরার পথে আজম ওসমানের হাতে ছিল তার মোবাইল ফোন ভর্তি অজস্র ছবি। প্রতিটি ক্যানভাসের ক্লোজ-আপ শট, রঙের বিশেষ ব্যবহার, তুলির স্বতন্ত্র আঁচড়—কোনো কিছুই তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ায়নি। আমার মনে হচ্ছিল, একজন অপরাধীর মনস্তত্ত্ব বোঝার জন্য একজন শিল্পীমনের গভীরে প্রবেশ করতে চাইছেন তিনি।

পরের দিন সকালে আজম ওসমান আমাকে ফোন করে জানালেন, তিনি ডক্টর রায়ের সাথে দেখা করতে চান। তার ধারণা, মিশেল চৌধুরীর শিল্পকর্মের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হয়তো 'Dante'-র প্রোফাইল তৈরিতে সাহায্য করতে পারে। আমিও তাদের সাথে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।

ডক্টর রায়ের চেম্বারে আজম ওসমান তার মোবাইলের স্ক্রিনে একটি একটি করে মিশেল চৌধুরীর আঁকা ছবি দেখাতে শুরু করলেন। 'অন্ধকারের প্রতিচ্ছবি' সিরিজের গাঢ় রঙের আধিক্য এবং বিষণ্ন আলো, 'বিচ্ছিন্ন আত্মার সংলাপ'-এর নিঃসঙ্গ মুখের তীব্র অভিব্যক্তি, 'নিস্তব্ধ বনানী'র রহস্যময় নীরবতা—প্রতিটি ছবি ডক্টর রায় গভীর মনোযোগের সাথে পর্যবেক্ষণ করছিলেন।

আজম ওসমান বিশেষভাবে 'অসমাপ্ত প্রতিচ্ছবি'র সেই অস্পষ্ট রেখাচিত্রের কথা উল্লেখ করলেন এবং ছবিটির ক্লোজ-আপ শট ডক্টর রায়কে দেখালেন। "ডক্টর রায়, এই ছবিগুলো দেখুন। আমার মনে হয় এই শিল্পীর কাজের মধ্যে কোনো গভীর মনস্তাত্ত্বিক বার্তা লুকিয়ে আছে। বিশেষ করে এই অস্পষ্ট আকারগুলো—এগুলো কি কোনো বিশেষ প্রতীক হতে পারে?"

ডক্টর রায় কিছুক্ষণ নীরবে ছবিগুলো দেখলেন। তার অভিজ্ঞ চোখ যেন রঙের প্রতিটি স্তরের গভীরে প্রবেশ করে শিল্পীর মনের আনাচে-কানাচে উঁকি মারছিল।

“মিশেল চৌধুরী একজন অত্যন্ত প্রতিভাবান শিল্পী, তাতে কোনো সন্দেহ নেই,” ডক্টর রায় ধীরে ধীরে বললেন। “তার রঙের ব্যবহার শক্তিশালী, তুলির আঁচড়ে বলিষ্ঠতা এবং বিষয়ের নির্বাচনে গভীরতা রয়েছে। তবে তার কাজে একটা চাপা অস্থিরতা এবং বিষণ্ণতার ভাব লক্ষ্য করা যায়।”
তিনি ‘অন্ধকারের প্রতিচ্ছবি’র দিকে তাকিয়ে বললেন, “এই গাঢ় রঙ এবং আলোর স্বল্প ব্যবহার শিল্পীর ভেতরের কোনো গভীর অন্ধকার বা ট্রমার ইঙ্গিত দেয়। মনে হয় যেন তিনি কোনো কষ্ট বা ভয়কে প্রকাশ করতে চেয়েছেন।”
‘বিচ্ছিন্ন আত্মার সংলাপ’ নিয়ে ডক্টর রায় বললেন, “এই নিঃসঙ্গ মুখগুলো শিল্পীর নিজের একাকীত্ব অথবা সমাজের বিচ্ছিন্নতার প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি ফুটিয়ে তোলে। রঙের তীব্রতা এখানে অসহায়তা এবং যন্ত্রণাকে আরও প্রকট করে তুলেছে।”
যখন ‘অসমাপ্ত প্রতিচ্ছবি’র সেই অস্পষ্ট রেখাচিত্র ডক্টর রায় দেখলেন, তিনি কিছুক্ষণ থমকে গেলেন। “এই অস্পষ্ট আকারগুলো... এগুলো সচেতনভাবে অসম্পূর্ণ রাখা হয়েছে। এর মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা হতে পারে শিল্পী কোনো কিছু সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে দ্বিধা বোধ করছেন, অথবা কোনো লুকানো সত্যকে আড়াল করার চেষ্টা করছেন। আবার এমনও হতে পারে, শিল্পী দর্শকের মনে একটি প্রশ্ন তৈরি করতে চেয়েছেন, যাতে তারা নিজেরাই এর অর্থ খুঁজে বের করার চেষ্টা করে।”
আজম ওসমান অধীর আগ্রহে জিজ্ঞেস করলেন, “এই শিল্পীর মনস্তত্ত্ব কি একজন অপরাধীর সাথে মেলে?” ডক্টর রায় কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। “একজন শিল্পীর মনস্তত্ত্ব এবং একজন অপরাধীর মনস্তত্ত্ব—দুটোই জটিল। তবে মিশেল চৌধুরীর কাজের কিছু বৈশিষ্ট্য—যেমন বিষণ্ণতা, অস্থিরতা, এবং কোনো কিছু অসম্পূর্ণ রাখার প্রবণতা—এগুলো হয়তো কোনো চাপা ক্ষোভ বা মানসিক দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ হতে পারে। এমনও হতে পারে, শিল্পী তার ভেতরের অন্ধকার দিকগুলোকে রঙের মাধ্যমে প্রকাশ করার চেষ্টা করছেন।”
তিনি আরও যোগ করলেন, “তবে শুধু শিল্পকর্মের বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসা কঠিন। শিল্পীর ব্যক্তিগত ইতিহাস, তার জীবনের কোনো ট্রমা বা অস্বাভাবিক ঘটনা—এগুলোও খতিয়ে দেখা দরকার।”
আজম ওসমান বললেন, “মিশেল চৌধুরীর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা যায় না। তিনি খুবই নিভৃতচারী।”
ডক্টর রায় মাথা নেড়ে বললেন, “তাহলে তার পরিচিত গণ্ডির মানুষের সাথে কথা বলা দরকার। তার শৈশব, তার বেড়ে ওঠা, তার কোনো অস্বাভাবিক আচরণ—এইসব তথ্য হয়তো তার মনস্তত্ত্ব বুঝতে সাহায্য করবে।”
আজম ওসমান কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর দৃঢ় স্বরে বললেন, “আমরা মিশেল চৌধুরীর অতীত এবং তার পরিচিতদের সম্পর্কে খোঁজখবর করবো। তার শিল্পকর্ম হয়তো তার ভেতরের অন্ধকার আত্মার একটি প্রতিচ্ছবি, আর সেই প্রতিচ্ছবিই হয়তো আমাদের ‘Dante’-র পরিচয় এনে দিতে পারে।”
রঙের মনস্তত্ত্বের এই পাঠ আমাদের তদন্তে একটি নতুন দিক খুলে দিল। তুলির প্রতিটি আঁচড়ে লুকানো শিল্পীর মনের অন্ধকার হয়তো ‘Dante’-র মুখোশ উন্মোচন করার চাবিকাঠি হতে পারে—এই আশাই এখন আমাদের একমাত্র অবলম্বন।

অধ্যায় ৫১

প্রশাসনের বেড়াজাল, ক্ষমতার অলিন্দে সত্যের সন্ধান, এক অসমাপ্ত অনুরোধ আমার চোখে

মিশেল চৌধুরীর অতীত জীবন এবং তার ঘনিষ্ঠজনদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা যে সহজ হবে না, তা আমরা দুজনেই বুঝতে পারছিলাম। তিনি কেবল একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পীই নন, খাতায়-কলমে দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় শিল্পগোষ্ঠীর কর্ণধারও বটে। এমন একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনে উঁকি দিতে হলে শুধুমাত্র ইচ্ছাশক্তিই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন প্রশাসনিক অনুমতি এবং সেই সংক্রান্ত ক্ষমতা। সেই ক্ষমতা এই মুহূর্তে ন্যস্ত রয়েছে ডিটেকটিভ হাসানের ওপর, যিনি আজমের স্থলাভিষিক্ত হয়ে ‘Dante’ কেসের তদন্তের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।
পরের দিন সকালে আজম ওসমান ডিটেকটিভ হাসানের অফিসে গেলেন। পরিবেশটা আগের চেয়ে অনেকটাই ভিন্ন। আজম সেখানে একজন প্রাক্তন তদন্তকারী হিসেবে গিয়েছেন, কোনো কর্তৃত্ব ফলানোর অবস্থানে তিনি নেই। কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত মনেই তিনি হাসানের মুখোমুখি হলেন।
“ডিটেকটিভ হাসান,” আজম ওসমান শুরু করলেন, তার কণ্ঠে কিছুটা সংকোচ, “মিশেল চৌধুরীর ব্যাপারে কিছু তথ্য আমার মনে হয়েছে যা তদন্তে সাহায্য করতে পারে।”
ডিটেকটিভ হাসান চেয়ারে হেলান দিয়ে আজমের দিকে তাকালেন। তার চোখেমুখে কিছুটা ঔদ্ধত্যের ভাব। “মিশেল চৌধুরী? সেই শিল্পী? তার সাথে এই কেসের কী সম্পর্ক থাকতে পারে?”

আজম ওসমান তাকে ডক্টর রায়ের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের কথা জানালেন এবং মিশেল চৌধুরীর শিল্পকর্মে ফুটে ওঠা অন্ধকার ও অসম্পূর্ণতার ইঙ্গিত দিলেন। তিনি বিশেষভাবে তার নিভৃত জীবনযাপন এবং প্রভাবশালী পারিবারিক পটভূমির কথাও উল্লেখ করলেন।

"আমার মনে হয়, তার অতীত জীবন এবং তার ঘনিষ্ঠজনদের সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া দরকার। হয়তো তার মধ্যে 'Dante'-র কোনো ছায়া খুঁজে পাওয়া যেতে পারে," আজম ওসমান বললেন।

ডিটেকটিভ হাসান কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল তিনি আজমের কথায় খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছেন না। "দেখুন ওসমান সাহেব, আমি জানি আপনি এই কেসের শুরু থেকে ছিলেন। কিন্তু এখন আমি এর দায়িত্বে। আমার নিজস্ব তদন্তের পদ্ধতি আছে।"

আজম ওসমান হতাশ হলেন, কিন্তু হাল ছাড়লেন না। "আমি বুঝতে পারছি হাসান সাহেব। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হতে পারে। মিশেল চৌধুরী একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি, তার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে হলে প্রশাসনিক অনুমতির প্রয়োজন হবে, যা এই মুহূর্তে আপনার কাছেই আছে। আমি শুধু অনুরোধ করছি, আপনি যদি এই বিষয়ে একটু নজর দেন..."

ডিটেকটিভ হাসান কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন আজমের দিকে। তার চোখে যেন অবিশ্বাস আর বিরক্তির মিশ্রণ। "আপনি কি সত্যিই মনে করেন একজন বিখ্যাত শিল্পী সিরিয়াল কিলার হতে পারে? এটা তো সিনেমার গল্প মনে হচ্ছে।"

আজম ওসমান নিজের যুক্তির ওপর জোর দিলেন। "আমি বলছি না তিনি নিশ্চিতভাবে 'Dante'। কিন্তু ডক্টর রায়ের বিশ্লেষণ এবং তার শিল্পকর্মের ধরণ—সব মিলিয়ে আমার মনে একটা সন্দেহ তৈরি হয়েছে। যদি আমরা তার অতীত এবং পরিচিতদের সম্পর্কে কিছু তথ্য পাই, তাহলে হয়তো আমরা একটা স্পষ্ট ধারণা পেতে পারি।"

দীর্ঘক্ষণ নীরব থাকার পর ডিটেকটিভ হাসানের মুখের ভাব কিছুটা নরম হলো। হয়তো আজমের আন্তরিকতা অথবা কেসের অচলাবস্থা তাকে কিছুটা হলেও ভাবিয়ে তুললো। "ঠিক আছে," তিনি অবশেষে বললেন, "আমি দেখবো কী করা যায়। তবে এটা আমার প্রধান তদন্তের অংশ নয়। যদি তেমন কিছু পাওয়া যায়, আমি আপনাকে জানাবো।"

আজম ওসমান কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। "ধন্যবাদ হাসান সাহেব। আমি বিশ্বাস করি, আপনার সাহায্য এই কেসের মোড় ঘোরাতে পারে।"

ডিটেকটিভ হাসানের কাছ থেকে সরাসরি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি না পেলেও, অন্তত একটি ক্ষীণ আশা জেগে রইল। ক্ষমতার অলিন্দে সত্যের সন্ধান হয়তো এত সহজে পাওয়া যাবে না, কিন্তু আজমের অসমাপ্ত অনুরোধ হয়তো একদিন 'Dante'-র মুখোশ উন্মোচন করতে সহায়ক হবে। এখন শুধু অপেক্ষা—কবে সেই প্রশাসনিক বেড়াজাল ভেদ করে মিশেল চৌধুরীর রহস্যময় অতীতের দরজা খুলবে।

অধ্যায় ৫২

প্রশাসনের দীর্ঘসূত্রিতা, অনুসন্ধিৎসু সাংবাদিকের ছদ্মবেশ, এক শিল্পীর রহস্যময় জীবনের পথে আমার যাত্রা

ডিটেকটিভ হাসানের শীতল ঔদাসীন্য এবং 'দেখবো কী করা যায়' মার্কা আশ্বাস শুনে আজম ওসমান বেশ হতাশ হয়েছিলেন। আমরা দুজনেই বুঝতে পারছিলাম, প্রশাসনের স্বাভাবিক গতিতে মিশেল চৌধুরীর মতো একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্য খুঁজে বের করা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। 'Dante' হয়তো ততদিনে আরও একটি নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে ফেলতে পারে—এই ভাবনা আমাকে অস্থির করে তুলেছিল।

সেদিন সন্ধ্যায় আজম ওসমানের অ্যাপার্টমেন্টে বসে যখন আমরা তদন্তের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করছিলাম, আমি তাকে বললাম, "আজম সাহেব, আমার মনে হয় শুধু হাসানের ওপর ভরসা করে বসে থাকলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। রিপোর্টার হিসেবে আমার কিছু সুবিধা আছে। আমি বরং নিজেই মিশেল চৌধুরীর ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়া শুরু করি।"

আজম ওসমান আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন। "তুমি? কীভাবে?"

আমি আমার পরিকল্পনার কথা বললাম। "আমি মিশেল চৌধুরীর ওপর একটি বায়োগ্রাফিমূলক রিপোর্ট করার প্রস্তাব নিয়ে কোনো আর্ট ম্যাগাজিন বা পত্রিকার সাথে যোগাযোগ করবো। এত বড় একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী, দীর্ঘ বিরতির পর দেশে ফিরেছেন, তার জীবন এবং কাজ নিয়ে মানুষের আগ্রহ থাকবেই। এই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে আমি তার ঘনিষ্ঠজন, তার পুরোনো দিনের বন্ধু বা শিক্ষক—এদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করবো। রিপোর্টের অজুহাতে আমি তার অতীত জীবনের অনেক তথ্য হয়তো বের করে আনতে পারবো।"

আজম ওসমান কিছুক্ষণ আমার প্রস্তাবের কথা ভাবলেন। তার চোখে কিছুটা দ্বিধা দেখা গেল। "এটা কি খুব বিপজ্জনক হবে না তানভীন? যদি মিশেল চৌধুরী অথবা তার লোকজন কিছু সন্দেহ করে?"
আমি তাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলাম। "আমি খুব সাবধানে কাজ করবো। আমার সাংবাদিক পরিচয় এক্ষেত্রে একটা আড়াল হিসেবে কাজ করবে। তাছাড়া, আমি সরাসরি 'Dante' বা হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করবো না। আমার মূল লক্ষ্য থাকবে তার ব্যক্তিগত জীবন, তার বেড়ে ওঠা এবং তার চারপাশের মানুষজন সম্পর্কে জানা।"
আজম ওসমান দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। "আমি জানি তুমি একজন সাহসী রিপোর্টার তানভীন। কিন্তু সাবধানে থেকো। যদি কোনো সন্দেহজনক কিছু মনে হয়, আমাকে তুরংত জানাবে।"
পরের দিন আমি আমার পরিচিত কিছু আর্ট ম্যাগাজিন এবং পত্রিকার অফিসে আমার প্রস্তাব পাঠালাম। মিশেল চৌধুরীর মতো একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পীর বায়োগ্রাফি লেখার সুযোগ পেয়ে অনেকেই আগ্রহ দেখালো। শেষ পর্যন্ত একটি স্বনামধন্য আর্ট ম্যাগাজিন আমার প্রস্তাবটি গ্রহণ করলো এবং আমাকে এই বিষয়ে কাজ শুরু করার অনুমতি দিল।
আমার হাতে এখন একটি বৈধ কারণ ছিল মিশেল চৌধুরী এবং তার চারপাশ সম্পর্কে খোঁজখবর করার। রিপোর্টারের ছদ্মবেশে আমি প্রবেশ করতে চলেছিলাম এক রহস্যময় শিল্পীর ব্যক্তিগত জগতে। আমার প্রথম পদক্ষেপ ছিল মিশেল চৌধুরীর শিক্ষাজীবনের সূত্র ধরে তার পুরোনো স্কুল এবং কলেজের বন্ধুদের খুঁজে বের করা। স্যার জন উইলসন স্কুল এবং ক্যাম্বারওয়েল কলেজ অফ আর্টসের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্ম এবং অ্যালামনাই গ্রুপের মাধ্যমে আমি যোগাযোগ করার চেষ্টা শুরু করলাম।
একই সাথে আমি কিয়োটো পুরস্কারের ওয়েবসাইটে মিশেল চৌধুরীর পুরস্কারপ্রাপ্তির বিস্তারিত তথ্য এবং তার পূর্বেকার সাক্ষাৎকারগুলো আরও মনোযোগ দিয়ে দেখতে শুরু করলাম। কোথাও কোনো ব্যক্তিগত সূত্র বা ইঙ্গিতের সন্ধান পাওয়া যায় কিনা—আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সেদিকে নিবদ্ধ ছিল।
আমার সাংবাদিক মন এক নতুন অভিযানে নেমেছিল। 'Dante'-কে ধরার জন্য আজম ওসমান যেমন প্রশাসনিক সাহায্যের আশায় দিন গুনছেন, তেমনই আমি এক শিল্পীর রহস্যময় জীবনের পথে হেঁটে চলেছি—আমার কলমকে হাতিয়ার করে, সত্যের সন্ধানে। এই পথ কতটা কঠিন হবে, আমি জানিনা। তবে মেঘের পোরট্রেটের সেই নিষ্পাপ মুখটি আমাকে সাহস যোগাচ্ছিল—যেন কোনো মূল্যে এই ভয়ঙ্কর শিল্পীর মুখোশ উন্মোচন করতেই হবে।

অধ্যায় ৫৩

নিঃসঙ্গতার জাল, শৈশবের স্মৃতিতে লুকানো সূত্র, এক রহস্যময় শিল্পীর অতীত সন্ধান আমার চোখে
মিশেল চৌধুরীর ব্যক্তিগত জীবন অনুসন্ধানে নেমে আমি ক্রমশ এক অদ্ভুত শূন্যতার মুখোমুখি হলাম। তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা তেমন কোনো আত্মীয়-স্বজনের হদিস পাওয়া গেল না, যারা তার সাথে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন। যারা সামান্য পরিচিত, তাদের স্মৃতিতেও মিশেল চৌধুরীর উপস্থিতি ছিল ক্ষণস্থায়ী এবং অস্পষ্ট। ক্যাপিটাল কর্পোরেশনের পুরোনো কর্মচারীদের কাছেও তার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য পাওয়া গেল না। জেমস চৌধুরীর বিশাল পরিচিতি থাকলেও, মিশেল যেন ইচ্ছাকৃতভাবেই নিজেকে সকলের থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন।
বাধ্য হয়ে আমার অনুসন্ধানের কেন্দ্রবিন্দু সরে গেল তার শিক্ষাজীবনের দিকে। বাংলাদেশে তিনি শুধু স্যার জন উইলসন স্কুলেই দীর্ঘ সময় পড়াশোনা করেছেন। তাই সশরীরে সেই স্কুলে গিয়ে তার পুরোনো শিক্ষকদের সাথে কথা বলার সিদ্ধান্ত নিলাম।
স্কুলের পুরোনো দালানগুলো যেন কত স্মৃতির নীরব সাক্ষী। প্রধান শিক্ষকের অনুমতি নিয়ে আমি মিশেল চৌধুরীর পুরোনো ক্লাসরুম এবং শিক্ষকদের সাথে দেখা করলাম। তাদের স্মৃতিতে মিশেল চৌধুরী ছিলেন একজন মেধাবী কিন্তু শান্ত এবং কিছুটা অন্তর্মুখী ছাত্র। পড়াশোনায় ভালো হলেও খেলাধুলা বা অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে তার তেমন আগ্রহ ছিল না। শিক্ষকরা তাকে খুব বেশি মিশুক হিসেবে মনে করতে পারলেন না।
আমি তাদের কাছে ছোটবেলা থেকে তার কোনো অস্বাভাবিক আচরণ বা ভায়োলেন্সের ঘটনার কথা জানতে চাইলাম। কয়েকজন শিক্ষক সামান্য স্মৃতি হাতড়ে জানালেন, মিশেল ছোটবেলা থেকেই কিছুটা আবেগহীন প্রকৃতির ছিলেন। খুব কম কথা বলতেন এবং নিজের জগতে ডুবে থাকতেন। তবে তারা কেউই কোনো প্রকার উগ্র আচরণ বা মারামারির ঘটনার কথা মনে করতে পারলেন না।
এরপর আমি তার কলেজ (ক্যাম্বারওয়েল কলেজ অফ আর্টস) এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের (সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয়) পুরোনো

সহপাঠীদের সাথে ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলাম। বিভিন্ন অ্যালামনাই গ্রুপ এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে তার নাম খুঁজে তাদের কাছে মেসেজ পাঠালাম। কয়েকজন সাড়া দিলেন। তাদের স্মৃতিতেও মিশেল চৌধুরী ছিলেন একজন প্রতিভাবান কিন্তু নীরব ছাত্র। ওয়েল পেইন্টিংয়ের প্রতি তার গভীর আগ্রহ ছিল, ঘন্টার পর ঘন্টা তিনি ক্যানভাসের সামনে ডুবে থাকতেন। তবে ব্যক্তিগত জীবনে তিনি খুব কম বন্ধুর সাথে মিশতেন।

জাপানের কিয়োটো পুরস্কারের সময়কার কিছু সহকর্মী এবং আর্ট সমালোচকদের সাথেও আমি অনলাইনে যোগাযোগ করলাম। তাদের বর্ণনায় মিশেল চৌধুরী ছিলেন একজন অত্যন্ত পেশাদার এবং নিজের কাজের প্রতি নিবেদিত। পুরস্কার পাওয়ার পরও তার মধ্যে কোনো প্রকার অহংকার বা অতিরিক্ত আবেগ দেখা যায়নি। তিনি খুব মেপে কথা বলতেন এবং শুধুমাত্র কাজের বিষয়েই আলোচনা করতেন।

আমি বিশেষভাবে তাদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, মিশেল চৌধুরীর এই আবেগহীন, শীতল, রোবোটিক আচরণ কি সবসময়ই ছিল, নাকি সময়ের সাথে সাথে এটি পরিবর্তিত হয়েছে। তাদের বেশিরভাগেরই উত্তর ছিল, ছোটবেলা থেকেই তার স্বভাব এমনই ছিল। তিনি যেন আবেগ প্রকাশের ক্ষেত্রে বরাবরই ছিলেন ব্যতিক্রমী।

আমার এই অনুসন্ধান মিশেল চৌধুরীর একটি নিঃসঙ্গ জীবনের চিত্র ক্রমশ স্পষ্ট করে তুলল। তার তেমন কোনো কাছের মানুষ ছিল না, আত্মীয়-স্বজনদের সাথেও তার তেমন যোগাযোগ ছিল না। শৈশব থেকে তার মধ্যে আবেগহীনতা এবং নীরবতা লক্ষ্য করা গেছে। একজন প্রতিভাবান শিল্পী হওয়া সত্ত্বেও তিনি যেন নিজের চারপাশে একটি অদৃশ্য প্রাচীর তৈরি করে রেখেছিলেন।

এই নিঃসঙ্গতা কি তার ভেতরের কোনো অন্ধকারকে চাপা দিয়ে রেখেছিল? তার এই শীতল আচরণ কি কোনো গভীর মানসিক অস্থিরতার বহিঃপ্রকাশ? ‘Dante’-র নৃশংসতা এবং মিশেল চৌধুরীর এই রহস্যময় ব্যক্তিত্ব—এই দুয়ের মধ্যে কি কোনো অদৃশ্য যোগসূত্র থাকতে পারে? আমার অনুসন্ধিৎসু মন ক্রমশ সেই উত্তরের দিকেই ধাবিত হচ্ছিল।

অধ্যায় ৫৪

নিভৃত আবাসের রহস্য, অধরা শিল্পীর সাক্ষাৎ, সেক্রেটারির মুখবন্ধ আমার চোখে

মিশেল চৌধুরীর নিঃসঙ্গ জীবনের চিত্র জানার পর আমার মনে তার প্রতি কৌতূহল আরও বাড়লো। তার এই রহস্যময়তার জট খুলতে হলে সরাসরি তার মুখোমুখি হওয়া প্রয়োজন। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, তার একটি সাক্ষাৎকার নেওয়ার চেষ্টা করবো।

ইন্টারনেটে খুঁজে তার ঢাকাস্থ আবাসনের ঠিকানা পেলাম। অভিজাত এলাকার এক নিরিবিলি সড়কে বিশাল প্রাচীর ঘেরা একটি আধুনিক স্থাপত্য। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় যেন কোনো দুর্গ, যেখানে বাইরের জগতের কোনো প্রবেশাধিকার নেই।

একদিন সকালে আমি সেই বাড়ির গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ইন্টারকমে নিজের পরিচয় দিয়ে বললাম আমি একজন সাংবাদিক এবং মিশেল চৌধুরীর একটি সাক্ষাৎকার নিতে আগ্রহী। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রমহিলা গেট খুলে বাইরে এলেন। তিনিই সম্ভবত মিশেল চৌধুরীর সেক্রেটারি।

ভদ্রমহিলা অত্যন্ত পেশাদার ভঙ্গিতে আমার পরিচয়পত্র দেখলেন এবং আমার আসার কারণ জানতে চাইলেন। আমি তাকে আমার আর্ট ম্যাগাজিনের প্রস্তাবের কথা বললাম এবং মিশেল চৌধুরীর জীবন ও কাজ নিয়ে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন লেখার আগ্রহ প্রকাশ করলাম।

তিনি শান্তভাবে আমার কথা শুনলেন, কিন্তু তার মুখ দেখে মনে হলো না তিনি খুব একটা আশাবাদী। “মিশেল চৌধুরী সাহেব সাধারণত সাক্ষাৎকার দেন না। তিনি প্রচারের আলো থেকে দূরে থাকতে পছন্দ করেন।”

আমি হাল ছাড়লাম না। “আমি জানি, কিন্তু আমার ম্যাগাজিন একটি সুপরিচিত আর্ট পাবলিকেশন এবং আমরা তার কাজের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল। এই প্রতিবেদনটি তার দীর্ঘ নীরবতার পর প্রত্যাবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হতে পারে।”

সেক্রেটারি কিছুক্ষণ চুপ থেকে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, “আমি আপনার অনুরোধটি সাহেবকে জানাবো। তবে তিনি রাজি হবেন কিনা, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই।”

এই পর্যায়ে আমি তার সাথে মিশেল চৌধুরীর ব্যক্তিগত জীবন এবং তার চারপাশের মানুষজন সম্পর্কে কিছু তথ্য জানার চেষ্টা করলাম। “আপনি তো দীর্ঘদিন ধরে সাহেবের সাথে কাজ করছেন। তার ব্যক্তিগত জীবন কেমন? তার কি খুব বেশি

বন্ধু বা আত্মীয়-স্বজন আছে?"
সেক্রেটারি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে উত্তর দিলেন, "সাহেব খুবই ব্যক্তিগত মানুষ। তার খুব বেশি সামাজিক মেলামেশা নেই। কাজের বাইরে তিনি নিজের মতো থাকেন।"
আমি আরও প্রশ্ন করলাম, "তার শৈশব বা শিক্ষাজীবন সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন? তার স্বভাব কি সবসময় এমনই আবেগহীন ছিল?"
তিনি কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বললেন, "আমি তার ব্যক্তিগত অতীত সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানি না। তবে হ্যাঁ, তিনি শান্ত এবং নিজের মতো থাকতে পছন্দ করেন বলেই আমি জানি।" তার উত্তরগুলো যেন খুব মেপে বলা, কোনো অতিরিক্ত তথ্য দেওয়ার ব্যাপারে তার স্পষ্ট অনীহা দেখা গেল।
আমি বুঝতে পারলাম, সরাসরি তার কাছ থেকে তেমন কিছুই জানা যাবে না। তাই আমি মূল বিষয়ে ফিরে গেলাম। "আমি কি তার একটি সাক্ষাৎকারের জন্য আনুষ্ঠানিক অনুরোধ জানাতে পারি? যদি তিনি রাজি না হন, অন্তত আমার চেষ্টা তো করা উচিত।"
সেক্রেটারি কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, "ঠিক আছে, আপনি আপনার যোগাযোগের বিবরণ এবং সাক্ষাৎকারের অনুরোধপত্র আমার কাছে জমা দিন। আমি সাহেবকে জানাবো। যদি তিনি রাজি হন, আমরা আপনাকে অবশ্যই জানাবো।"
আমি আমার ভিজিটিং কার্ড এবং একটি বিস্তারিত অনুরোধপত্র তার হাতে দিলাম। জানি না মিশেল চৌধুরী আমার অনুরোধে সাড়া দেবেন কিনা, তবে এইটুকু অন্তত স্পষ্ট হলো—তার ব্যক্তিগত জীবন এক রহস্যের চাদরে ঢাকা, এবং সেই চাদর ভেদ করা সহজ হবে না। নিভৃত আবাসের এই নীরবতা যেন অনেক গোপন কথা নিজের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে। এখন শুধু অপেক্ষা—কবে সেই নীরবতা ভাঙবে এবং অধরা শিল্পীর সাক্ষাৎ পাবো আমি।

অধ্যায় ৫৫

একাকী অনুসন্ধানের ইতিবৃত্ত, আজমের অভিজ্ঞ দৃষ্টি, নতুন পথের সন্ধান আমার চোখে

মিশেল চৌধুরীর সাক্ষাৎকার পাওয়ার ক্ষীণ আশা নিয়ে কয়েক দিন কেটে গেল। তার সেক্রেটারির কাছ থেকে কোনো উত্তর আসেনি। বুঝতে পারছিলাম, সেই নিভৃত শিল্পীর রহস্যের জট এত সহজে খুলবে না। তাই আমার একাকী অনুসন্ধানের যা কিছু অগ্রগতি, তা আজ আজম ওসমানের সাথে ভাগ করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।
সেদিন সন্ধ্যায় আজম ওসমানের অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে তাকে আমার মিশেল চৌধুরীকে নিয়ে করা সমস্ত খোঁজখবরের বিস্তারিত বিবরণ দিলাম। তার নিভৃত জীবনযাপন, আত্মীয়-স্বজনের অভাব, শৈশব থেকে তার আবেগহীন এবং শান্ত স্বভাবের কথা—কোন কিছুই বাদ রাখলাম না। স্যার জন উইলসন স্কুলের শিক্ষক থেকে শুরু করে ক্যাম্বারওয়েল এবং সোরবোনের পুরোনো সহপাঠী এবং কিয়োটো পুরস্কারের সময়কার সহকর্মীদের সাথে আমার যোগাযোগের কথাও তাকে বললাম। মিশেল চৌধুরীর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে প্রায় কোনো তথ্য না পাওয়ার হতাশার কথাও আমি তার কাছে ব্যক্ত করলাম। এমনকি তার ঢাকাস্থ আবাসনে গিয়ে সাক্ষাৎকারের চেষ্টার কথাও তাকে খুলে বললাম এবং সেক্রেটারির মুখবন্ধের কথাও জানালাম।
আজম ওসমান মনোযোগ দিয়ে আমার দীর্ঘ কথাগুলো শুনলেন। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল তিনি প্রতিটি তথ্য গভীরভাবে বিশ্লেষণ করছেন। যখন আমি থামলাম, তিনি কিছুক্ষণ চুপ থেকে তার সিগারেটে লম্বা টান দিলেন।
"তোমার অনুসন্ধান মূল্যবান ছিল তানভীন," অবশেষে তিনি বললেন। "মিশেল চৌধুরীর একটি নিঃসঙ্গ এবং রহস্যময় জীবনের চিত্র উঠে আসছে। তার শৈশব থেকেই আবেগহীনতা এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার প্রবণতা—এগুলো হয়তো কোনো গভীর মানসিক সমস্যার ইঙ্গিত হতে পারে।"
তিনি 'অসমাপ্ত প্রতিচ্ছবি'র সেই অস্পষ্ট রেখাচিত্রের কথা মনে করিয়ে বললেন, "ডক্টর রায়ও বলেছিলেন, শিল্পী হয়তো কোনো লুকানো সত্যকে আড়াল করার চেষ্টা করছেন অথবা কোনো অসম্পূর্ণ ভাবনা প্রকাশ করছেন।"
আজম ওসমান কিছুক্ষণ অন্যমনস্কের মতো পায়চারি করলেন। তারপর হঠাৎ বললেন, "আচ্ছা, তুমি কি তার স্কুলের পুরোনো দিনের কোনো বন্ধুর সাথে যোগাযোগ করতে পেরেছো? হয়তো তার বন্ধুদের স্মৃতিতে এমন কিছু থাকতে পারে যা শিক্ষকদের নজরে আসেনি।"
আমি মাথা নেড়ে বললাম, "কয়েকজনের সাথে যোগাযোগ হয়েছে, তবে কেউই তার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল না। সবাই তাকে

মেধাবী কিন্তু নীরব ছাত্র হিসেবেই মনে রেখেছে।”
আজম ওসমান হতাশ হলেন না। “ঠিক আছে। এবার অন্য দিক থেকে চেষ্টা করা যাক। তুমি বলেছিলে তার বাবা ছিলেন ক্যাপিটাল কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠাতা এবং একজন প্রভাবশালী শিল্পপতি। জেমস চৌধুরীর পরিচিত গণ্ডিতে খোঁজ নিলে কেমন হয়? হয়তো তার পুরোনো বন্ধু বা ব্যবসায়িক সহযোগীদের কাছে মিশেল সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যেতে পারে।”
আমি কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম। “কিন্তু জেমস চৌধুরীর পরিচিতরা তো সমাজের উচ্চস্তরের মানুষ। তাদের কাছে সরাসরি গিয়ে মিশেল সম্পর্কে খোঁজখবর করা কি সহজ হবে?”
আজম ওসমান আত্মবিশ্বাসের সাথে বললেন, “আমরা চেষ্টা তো করতে পারি। তোমার সাংবাদিক পরিচয় এক্ষেত্রেও কাজে লাগতে পারে। তুমি জেমস চৌধুরীর জীবন ও কর্ম নিয়ে একটি প্রতিবেদন করার আগ্রহ দেখাতে পারো এবং সেই সূত্রে মিশেল সম্পর্কে কিছু তথ্য জানার চেষ্টা করতে পারো। হয়তো তাদের স্মৃতিতে এমন কিছু থাকতে পারে যা আমাদের সাহায্য করতে পারে।”
তার এই পরামর্শ আমার কাছে যুক্তিসঙ্গত মনে হলো। জেমস চৌধুরীর মতো একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির জীবন নিয়ে কাজ করার সুযোগ অনেক গণমাধ্যমকর্মীই চাইবে। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে যদি মিশেল চৌধুরীর রহস্যময় জীবনের কোনো সূত্র পাওয়া যায়, তাহলে মন্দ কী?
আজম ওসমান আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ **সুঝাব** দিলেন। “তুমি কি মিশেল চৌধুরীর আঁকা পুরোনো দিনের কোনো ছবি খুঁজে পেয়েছো? তার শৈশবের বা কলেজের সময়ের কোনো কাজ? তার আর্ট কলেজের শিক্ষকদের সাথে আবারও যোগাযোগ করে দেখো, তাদের কাছে হয়তো তার পুরোনো কোনো পোর্টফোলিও থাকতে পারে। তার পুরোনো কাজ দেখলে হয়তো তার শৈলীর পরিবর্তন এবং মানসিক অবস্থার বিবর্তন সম্পর্কে কোনো ধারণা পাওয়া যেতে পারে।”
আজম ওসমানের এই পরামর্শগুলো আমার অনুসন্ধানের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করলো। এত দিন আমি মিশেল চৌধুরীর বর্তমান জীবন এবং তার শিক্ষাজীবনের ওপর বেশি জোর দিয়েছিলাম। কিন্তু তার বাবার পরিচিত মহল এবং তার পুরোনো শিল্পকর্ম—এই দুটি দিকও হয়তো অনেক অজানা তথ্য ধারণ করে আছে।
আমি আজম ওসমানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালাম। তার অভিজ্ঞ ডিটেকটিভের চোখ যেন অন্ধকারের মধ্যেও আলোর ইশারা দেখতে পায়। এবার আমার অনুসন্ধানের মোড় ঘোরানোর পালা। রিপোর্টারের ছদ্মবেশের আড়ালে এবার আমি প্রবেশ করবো এক প্রভাবশালী শিল্পপতির অতীত জগতে এবং খুঁজে বের করার চেষ্টা করবো তার রহস্যময় পুত্রের গোপন কথা।

অধ্যায় ৫৬

প্রভাবশালীর ছায়া, অতীতের খোঁজে পদার্পণ, স্মৃতির মিনারে আলোর বিন্দু আমার চোখে

আজম ওসমানের মূল্যবান পরামর্শ অনুযায়ী, আমার পরবর্তী পদক্ষেপ ছিল মিশেল চৌধুরীর বাবা জেমস চৌধুরীকে নিয়ে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির আনুষ্ঠানিক অনুমতি আমার কর্মস্থল ক্রাইম নিউজ ২৪-এর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আদায় করা। জেমস চৌধুরী ছিলেন কেবল একজন প্রভাবশালী শিল্পপতি নন, তিনি ছিলেন ক্যাপিটাল কর্পোরেশনের স্বপ্নদ্রষ্টা এবং প্রতিষ্ঠাতা। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তার অবদান অনস্বীকার্য, আবার তার ব্যক্তিগত জীবনও নানা সময়ে বিতর্ক আর জল্পনায় মুখরিত ছিল। এমন একজন ব্যক্তিত্বকে নিয়ে একটি আকর্ষণীয় প্রতিবেদন তৈরি করা গেলে তা নিঃসন্দেহে আমাদের পত্রিকার পাঠক এবং দর্শকের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করবে—এই যুক্তিতেই আমি আমার এডিটর ইন চিফের কাছে প্রস্তাবটি পেশ করেছিলাম।
পরের দিন অফিসে গিয়ে আমি আমার পরিকল্পনার প্রতিটি খুঁটিনাটি এডিটর ইন চিফের কাছে ব্যাখ্যা করলাম। জেমস চৌধুরীর ব্যবসায়িক উত্থান, তার বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ড, তার দানশীলতা এবং একই সাথে তার জীবনের কিছু অন্ধকার দিক—যেমন বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে তার সম্পর্ক এবং কিছু আইনি জটিলতা—এই সবকিছু আমার প্রতিবেদনে তুলে ধরার কথা বললাম। আমার আসল উদ্দেশ্য যে এই অনুসন্ধানের আড়ালে মিশেল চৌধুরীর ব্যক্তিগত জীবন এবং তার অতীতের কোনো মূল্যবান সূত্র খুঁজে বের করা, তা আমি কৌশলে এড়িয়ে গেলাম। শুধু এটুকুই বললাম, একজন প্রভাবশালী পিতার জীবন খতিয়ে দেখলে হয়তো তার রহস্যময় পুত্রের মানসিক গঠন এবং জীবনদর্শন সম্পর্কেও কিছু আলোকপাত করা সম্ভব।
আমার বিস্তারিত পরিকল্পনা শুনে এডিটর ইন চিফ যথেষ্ট আগ্রহী হলেন। জেমস চৌধুরীর মতো একজন কিংবদন্তি শিল্পপতির জীবনকাহিনী নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং আকর্ষণীয় কভার স্টোরি হতে পারে। তিনি আমাকে এই বিষয়ে

পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধানের সবুজ সংকেত দিলেন এবং খুব শীঘ্রই ক্যাপিটাল কর্পোরেশনের হেড অফিসে গিয়ে জেমস চৌধুরীর পুরোনো দিনের ব্যবসায়িক অংশীদার, ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে দেখা করে তথ্য সংগ্রহের পরামর্শ দিলেন। তাদের স্মৃতিতে হয়তো মিশেল চৌধুরীর শৈশব, তার পারিবারিক পরিবেশ এবং এমন কোনো ঘটনা থাকতে পারে যা এতদিন আমাদের অজানা।

পত্রিকার অনুমতি পেয়ে আমি সরাসরি রওনা হলাম ক্যাপিটাল কর্পোরেশনের সুউচ্চ হেড অফিসের দিকে। ঝাঁ-চকচকে আধুনিক স্থাপত্যের সেই ভবনটি যেন জেমস চৌধুরীর বিশাল সাম্রাজ্যের নীরব সাক্ষী। সেখানে গিয়ে আমি তার পুরোনো দিনের কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করলাম। তাদের কাছে জেমস চৌধুরীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, দীর্ঘদিনের ব্যবসায়িক অংশীদার এবং পরিবারের সদস্যদের যোগাযোগের সূত্র জানতে চাইলাম। পুরোনো দিনের বিশ্বস্ত কর্মীরা তাদের প্রাক্তন বসের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং তারা আমাকে বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নাম ও তাদের সাথে যোগাযোগের প্রাথমিক কিছু তথ্য দিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন জেমস চৌধুরীর দীর্ঘদিনের ব্যবসায়িক সহযোগী জনাব লুৎফর রহমান, তার বাল্যবন্ধু ও একসময়ের ব্যবসায়িক অংশীদার আনোয়ার হোসেন, এবং তার একমাত্র বোন মিসেস শাহানা বেগম। এই নামগুলো আমার অনুসন্ধানের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ হতে পারে। তাদের স্মৃতিতে হয়তো মিশেল চৌধুরীর এমন কোনো দিক উন্মোচিত হতে পারে যা এতদিন রহস্যের আড়ালে ঢাকা ছিল।

একই সাথে আমি মিশেল চৌধুরীর পুরোনো স্কুল স্যার জন উইলসন স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষকদের সাথে আবারও যোগাযোগ করলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল মিশেল চৌধুরীর এমন কোনো সহপাঠীর সন্ধান পাওয়া, যার তার সাথে সামান্য হলেও যোগাযোগ ছিল অথবা যার তার সম্পর্কে কোনো বিশেষ স্মৃতি রয়েছে। স্কুলের পুরোনো রেজিস্টার এবং শিক্ষকদের স্মৃতি হাতড়ে দীর্ঘ চেষ্টার পর অবশেষে একজন প্রবীণ শিক্ষক আমাকে একজনের নাম এবং সম্ভাব্য যোগাযোগের ঠিকানা দিলেন—আবির হাসান, যিনি বর্তমানে কানাডায় বসবাস করছেন। এই সহপাঠীর সাথে অনলাইনে যোগাযোগের একটি ইমেইল অ্যাড্রেসও পাওয়া গেল। এই তথ্যটি আমার জন্য এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করলো। শৈশবের বন্ধুর স্মৃতিচারণে হয়তো মিশেল চৌধুরীর এমন কোনো আচরণ বা ঘটনার কথা উঠে আসতে পারে যা তার বর্তমান রহস্যময় ব্যক্তিত্বের একটি সূত্র দিতে পারে।

এই অধ্যায়ে আমার প্রধান কাজ ছিল জেমস চৌধুরীকে নিয়ে অনুসন্ধানের আনুষ্ঠানিক অনুমতি অর্জন এবং মিশেল চৌধুরীর অতীতের সম্ভাব্য সূত্রগুলো খুঁজে বের করা। ক্যাপিটাল কর্পোরেশনের হেড অফিস থেকে জেমস চৌধুরীর পুরোনো দিনের ঘনিষ্ঠজনদের যোগাযোগের সূত্র এবং তার স্কুলের এক সহপাঠীর অনলাইন যোগাযোগের ঠিকানা সংগ্রহ করতে পারাটা আমার অনুসন্ধানের পথে দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল। এবার আমার পরবর্তী লক্ষ্য হবে এই সূত্রগুলোকে কাজে লাগিয়ে মিশেল চৌধুরীর রহস্যময় জীবনের আরও গভীরে প্রবেশ করা এবং ‘Dante’ রহস্যের সমাধান খোঁজা।

অধ্যায় ৫৭

শৈশবের বীভৎস স্মৃতি, তুলির নিষ্ঠুর শিকার, এক শীতল মনের জন্মকথা আমার চোখে

কানাডায় বসবাসকারী আবির হাসানের ইমেইল অ্যাড্রেস পাওয়ার পর আমি কালবিলম্ব না করে তার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করলাম। আমার পরিচয় এবং মিশেল চৌধুরীর ব্যাপারে আমার অনুসন্ধানের কথা জানিয়ে একটি বিস্তারিত ইমেইল পাঠালাম। কয়েক দিন পর আবির হাসানের একটি আন্তরিক উত্তর পেলাম। তিনি মিশেল চৌধুরীর কথা মনে করতে পারলেন এবং তার সম্পর্কে কিছু স্মৃতিচারণ করতে রাজি হলেন। আমরা একটি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কথা বলার জন্য সময় নির্ধারণ করলাম।

নির্ধারিত দিনে ল্যাপটপের সামনে বসে আমি আবির হাসানের সাথে যুক্ত হলাম। দীর্ঘ বছর পর তার পুরোনো সহপাঠী মিশেল চৌধুরীর ব্যাপারে কেউ জানতে চাওয়ায় তিনি কিছুটা অবাক হয়েছিলেন, তবে স্মৃতির পাতা ওল্টাতে তার মধ্যে এক ধরনের আগ্রহ দেখা গেল। আমাদের কথোপকথনের শুরুটা স্বাভাবিকভাবেই পুরোনো দিনের স্কুলজীবনের স্মৃতিচারণ দিয়ে হলো। মিশেলের শান্ত স্বভাব এবং পড়াশোনায় তার গভীর মনোযোগের কথা আবিরও নিশ্চিত করলেন। তবে তার মধ্যে একটা অস্বাভাবিক শীতলতা এবং নিঃসঙ্গ থাকার প্রবণতা ছোটবেলা থেকেই ছিল বলে তিনি জানালেন।

আমি ধীরে ধীরে আমার অনুসন্ধানের মূল বিষয়ে প্রবেশ করলাম। আবিরের কাছে জানতে চাইলাম মিশেলের কোনো অস্বাভাবিক আচরণ বা কোনো প্রকার সহিংস ঘটনার কথা তার মনে পড়ে কিনা। আবির কিছুক্ষণ চুপ থেকে যেন কোনো পুরনো স্মৃতি হাতড়ানোর চেষ্টা করলেন।

“হ্যাঁ,” অবশেষে তিনি বললেন, “একটা ঘটনা আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে। আমরা তখন সম্ভবত ক্লাস এইটে পড়ি।

স্কুলের পেছনে একটা পুরোনো ঝোপের কাছে একটা মা বিড়াল কয়েকটা বাচ্চা নিয়ে থাকত। একদিন আমরা খেলতে গিয়ে দেখি মা বিড়ালটা নেই, শুধু ছোট ছোট অসহায় বাচ্চাগুলো মিউমিউ করে কাঁদছে। মিশেল বাচ্চা বিড়ালগুলোর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ছিল, তার মুখটা দেখলাম একেবারে emotionless, যেন কিছুই হয়নি।"

আবির একটু থামলেন, যেন সেই দৃশ্য এখনও তার চোখে ভাসছে। "এরপর যা ঘটলো তা আরও ভয়ঙ্কর। পরের দিন আমরা আবার সেখানে গিয়েছিলাম। বাচ্চা বিড়ালগুলো তখনও কাঁদছে। মিশেলও আমাদের সাথে ছিল। হঠাৎ সে ঝোপের আশেপাশে কী যেন খুঁজতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর আমরা দেখলাম সে সেই মা বিড়ালটাকে টেনে বের করলো—সেটা মৃত ছিল। তার শরীরে আঘাতের চিহ্ন ছিল, মনে হচ্ছিল কোনো ভোঁতা জিনিস দিয়ে বারবার আঘাত করা হয়েছে। আমরা ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।"

আমি স্তম্ভিত হয়ে আবিরের কথা শুনছিলাম। একটি ছোট্ট ছেলে একটি অসহায় প্রাণীর প্রতি এত নিষ্ঠুর হতে পারে?

আবির আরও বলতে লাগলেন, "আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম এটা কীভাবে হলো। মিশেল শান্তভাবে উত্তর দিয়েছিল, সে দেখেছে মা বিড়ালটা তার বাচ্চাদের ফেলে অন্য কোথাও যাচ্ছিল। তাই সে তাকে ধরে এনে মেরে ফেলেছে। আর হ্যাঁ, আমার মনে আছে, তার হাতে সেদিন তার আঁকার ব্রাশগুলো ছিল। সম্ভবত সে ওগুলো দিয়েই আঘাত করেছিল।"

আবির জানালেন, সেই ঘটনার পর স্কুলের শিক্ষকরা মিশেলের বাবা জেমস চৌধুরীকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু জেমস চৌধুরী বিষয়টিকে তেমন গুরুত্ব দেননি, সম্ভবত ছেলের 'কৌতূহল' হিসেবে এড়িয়ে গিয়েছিলেন। তবে সেই ঘটনার পর আবির এবং তার কয়েকজন বন্ধু মিশেলের থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে শুরু করেছিলেন।

আমি আবিরের কাছে জানতে চাইলাম মিশেলের এই আবেগহীন এবং শীতল আচরণ কি সবসময় একই রকম ছিল, নাকি সময়ের সাথে সাথে এর কোনো পরিবর্তন হয়েছে। আবির জানালেন, ছোটবেলা থেকেই মিশেল এমনই ছিলেন। বড় হওয়ার সাথে সাথে তার নীরবতা আরও গভীর হয়েছে, কিন্তু সেই শৈশবের শীতলতা কখনও বদলায়নি।

আবিরের এই সাক্ষাতকার আমার অনুসন্ধানে একটি নতুন এবং ভয়ঙ্কর মাত্রা যোগ করলো। মিশেলের শৈশবের সেই বীভৎস ঘটনা—একটি মা বিড়ালকে খুঁজে বের করে নির্মমভাবে হত্যা করার সেই দৃশ্য—তার ভেতরের সুপ্ত অন্ধকারকে যেন স্পষ্ট করে তুললো। পরিত্যক্ত হওয়ার ক্ষোভ এবং সেই ক্ষোভ প্রকাশের জন্য তার আঁকার ব্রাশকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা—যেন তার ভেতরের শিল্পীসত্তা সেই ধ্বংসলীলার সাথে কোনোভাবে জড়িত ছিল। এই শীতল, আবেগহীন মন কি ধীরে ধীরে 'Dante'-র নৃশংসতায় রূপ নিয়েছে? আমার মনে এক গভীর শঙ্কা দানা বাঁধতে শুরু করলো।

অধ্যায় ৫৮

অতীতের বীভৎস চিত্র, শীতল মনের প্রতিচ্ছবি, ডক্টর রায়ের কাছে দ্বিতীয়বারের যাত্রা আমার চোখে আবির হাসানের সাথে আমার সেই ভয়ঙ্কর কথোপকথনের প্রতিটি মুহূর্ত আমার মস্তিষ্কে গেঁথে ছিল। একটি ছোট্ট ছেলের এমন নিষ্ঠুরতা, পরিত্যক্ত হওয়ার ক্ষোভ থেকে একটি মা বিড়ালকে খুঁজে বের করে নির্মমভাবে হত্যা করার সেই বীভৎস দৃশ্য—যেন মিশেল চৌধুরীর ভেতরের সুপ্ত অন্ধকারের প্রথম ঝলক। এই তথ্য 'Dante' রহস্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হতে পারে ভেবে আমি কালবিলম্ব না করে আজম ওসমানের সাথে দেখা করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

সেদিন সন্ধ্যায় আজম ওসমানের অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে আমি তাকে আবির হাসানের সাথে আমার ভিডিও কনফারেন্সের প্রতিটি কথা বিস্তারিতভাবে বললাম। মিশেলের শৈশবের সেই শীতল আচরণ, নিঃসঙ্গ থাকার প্রবণতা এবং বিশেষ করে সেই মা বিড়ালটিকে খুঁজে বের করে হত্যার লোমহর্ষক ঘটনা—কোন কিছুই আমি তার কাছে গোপন করলাম না। আমি তাকে আবিরের বর্ণনা অনুযায়ী সেই দিনের মিশেলের আবেগহীন মুখের অভিব্যক্তি এবং আঁকার ব্রাশ দিয়ে আঘাত করার বিষয়টির ওপর বিশেষভাবে জোর দিলাম।

আজম ওসমান মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনলেন। তার মুখ ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠলো। সিগারেটের ধোঁয়া তার চারপাশে রহস্যের জাল তৈরি করলো, যেন তিনিও সেই অতীতের অন্ধকার গলিতে ডুব দিয়েছেন। যখন আমি আমার কথা শেষ করলাম, তিনি কিছুক্ষণ নীরবে বসে রইলেন, গভীর চিন্তায় মগ্ন।

"এটা ভয়ঙ্কর তথ্য তানভীন," অবশেষে তিনি ধীরে ধীরে বললেন। "একটি ছোট্ট ছেলের মনে এত রাগ এবং নিষ্ঠুরতা কোথা থেকে এলো? পরিত্যক্ত হওয়ার ক্ষোভ... এটা একটা শক্তিশালী মানসিক আঘাত হতে পারে।"

তিনি পায়চারি করতে করতে বললেন, "আর আঁকার ব্রাশ দিয়ে আঘাত করা... এটা যেন তার শিল্পীসত্তার প্রথম বীভৎস

বহিঃপ্রকাশ। রং এবং তুলির সাথে তার সম্পর্ক যেন শুধু সৌন্দর্যের নয়, ধ্বংসেরও।"
আজম ওসমান সিদ্ধান্ত নিলেন, আমাদের আবারও ডক্টর রায়ের কাছে যাওয়া উচিত। মিশেলের শৈশবের এই ভয়ঙ্কর স্মৃতি এবং তার বর্তমান শীতল ব্যক্তিত্ব—এই দুয়ের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হয়তো 'Dante'-র প্রোফাইলকে আরও স্পষ্ট করতে সাহায্য করবে।
পরের দিন সকালে আমরা দুজনে ডক্টর রায়ের চেম্বারে উপস্থিত হলাম। আজম ওসমান ডক্টর রায়কে আবির হাসানের সাথে আমার কথোপকথনের বিস্তারিত জানালেন। মিশেলের শৈশবের সেই নিষ্ঠুর ঘটনা এবং তার দীর্ঘদিনের আবেগহীন আচরণের কথা তিনি উল্লেখ করলেন।
ডক্টর রায় মনোযোগ দিয়ে আজম ওসমানের কথা শুনলেন। তার মুখ গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। "একটি শিশুর মধ্যে এই ধরনের নিষ্ঠুরতা দেখা যাওয়া অত্যন্ত উদ্বেগজনক। পরিত্যক্ত হওয়ার অনুভূতি একটি গভীর ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে, যা পরবর্তীতে রাগ এবং ঘৃণায় রূপান্তরিত হতে পারে।"
তিনি বিশেষভাবে সেই মা বিড়ালটিকে খুঁজে বের করে হত্যার বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দিলেন। "এটি একটি পরিকল্পিত এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কাজ। শুধু ক্ষোভ নয়, এর মধ্যে একটা ঠান্ডা মাথার হিসাব-নিকাশও দেখা যাচ্ছে। এবং আঁকার ব্রাশটিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা—এটি সম্ভবত শিল্পীর ভেতরের কোনো গভীর সংযোগের ইঙ্গিত দেয়।"
আজম ওসমান জিজ্ঞেস করলেন, "এর মানে কি এই শিল্পী বড় হয়ে একজন সিরিয়াল কিলার হতে পারে?" ডক্টর রায় সাবধানে উত্তর দিলেন, "শৈশবের এই ধরনের আচরণ অবশ্যই একটি রেড ফ্ল্যাগ। যারা ছোটবেলায় জীবজন্তুদের প্রতি নিষ্ঠুরতা দেখায়, তাদের মধ্যে পরবর্তীতে সহিংস অপরাধে জড়িত হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে। মিশেল চৌধুরীর দীর্ঘদিনের আবেগহীনতা এবং এই ভয়ঙ্কর অতীত—দুটোই অত্যন্ত উদ্বেগের কারণ।"
তিনি আরও যোগ করলেন, "পরিত্যক্ত হওয়ার ক্ষোভ, আবেগহীনতা এবং শৈশবের নিষ্ঠুরতা—এই তিনটি বিষয় একত্রিত হলে একজন মানুষের মানসিক ভারসাম্য চরমভাবে নষ্ট হতে পারে। তার ভেতরে চাপা রাগ এবং ঘৃণা জন্ম নিতে পারে, যা হয়তো পরবর্তীতে বিকৃত প্রতিশোধস্পৃহায় রূপ নিতে পারে।"
ডক্টর রায় 'Dante'-র হত্যাকাণ্ডের ধরণ এবং মিশেল চৌধুরীর শৈশবের আচরণের মধ্যে কিছু সম্ভাব্য যোগসূত্র খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করলেন। "আপনারা বলেছিলেন 'Dante' তার ভিকটিমদের শরীরে সূক্ষ্ম কাটার চিহ্ন রেখে যায়, অনেকটা যেন শিল্পীর তুলির আঁচড়। আর মিশেল চৌধুরী তার শৈশবে আঁকার ব্রাশ দিয়ে একটি জীবন্ত প্রাণীকে আঘাত করেছিল। এই দুটি ঘটনার মধ্যে কি কোনো প্রতীকী সম্পর্ক থাকতে পারে?"
আজম ওসমান এবং আমি দুজনেই ডক্টর রায়ের এই মন্তব্যে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। তুলির আঁচড় এবং আঘাত—শিল্প এবং ধ্বংসের এক ভয়ঙ্কর সমীকরণ যেন আমাদের সামনে উন্মোচিত হচ্ছিল।
ডক্টর রায় আরও বললেন, "মিশেল চৌধুরীর শিল্পকর্মে যে অন্ধকার এবং অসম্পূর্ণতা দেখা যায়, সেটিও তার ভেতরের অস্থিরতা এবং চাপা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হতে পারে। 'অসমাপ্ত প্রতিচ্ছবি'—নামটিই যথেষ্ট ইঙ্গিতবাহী।"
এই দ্বিতীয়বারের সাক্ষাতকারে ডক্টর রায় মিশেল চৌধুরীর শৈশবের বীভৎস স্মৃতি এবং তার বর্তমান ব্যক্তিত্বের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে 'Dante'-র একটি ভয়ঙ্কর প্রোফাইল তৈরি করলেন। পরিত্যক্ত হওয়ার ক্ষোভ, শৈশবের নিষ্ঠুরতা এবং শিল্পের প্রতি বিকৃত আকর্ষণ—এই সবকিছু মিলেমিশে যেন এক ভয়ঙ্কর চিত্র আমাদের সামনে উন্মোচিত হলো। এখন আমাদের একটাই লক্ষ্য—এই অন্ধকার মনের শিল্পীকে খুঁজে বের করে তার নৃশংসতার অবসান ঘটানো।

অধ্যায় ৫৯

প্রভাবশালীর অতীত, বিচ্ছিন্ন সম্পর্কের জাল, এক মায়ের অস্পষ্ট ছায়া আমার অনুসন্ধানে

ডক্টর রায়ের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পর মিশেল চৌধুরীর অন্ধকার দিকগুলো আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শৈশবের নিষ্ঠুরতা এবং দীর্ঘদিনের আবেগহীনতা—যেন এক ভয়ঙ্কর ভবিষ্যতের পূর্বাভাস। এবার আমার লক্ষ্য ছিল জেমস চৌধুরীর পুরোনো দিনের ঘনিষ্ঠজনদের কাছে গিয়ে তার এবং মিশেলের অতীত সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহ করা। ক্যাপিটাল কর্পোরেশনের হেড অফিস থেকে পাওয়া সূত্র ধরে আমি একে একে জনাব লুৎফর রহমান, আনোয়ার হোসেন এবং মিসেস শাহানা বেগমের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা শুরু করলাম।
প্রথমে দেখা করলাম জনাব লুৎফর রহমানের সাথে। তিনি জেমস চৌধুরীর দীর্ঘদিনের ব্যবসায়িক সহযোগী ছিলেন। বয়সের ভারে কিছুটা ন্যুব্জ হলেও তার স্মৃতিশক্তি এখনও বেশ প্রখর। জেমস চৌধুরীর ব্যবসায়িক দূরদর্শিতা, তার কঠোর পরিশ্রম এবং ক্যাপিটাল কর্পোরেশনকে একটি বিশাল শিল্পগোষ্ঠীতে পরিণত করার পেছনের গল্প তিনি বিস্তারিতভাবে

বললেন। তার শিক্ষা জীবন, ব্যবসার শুরুতে নানা বাধা-বিপত্তি এবং ধীরে ধীরে সাফল্যের শিখরে আরোহণের কথা তিনি তুলে ধরলেন। ব্যক্তিগত জীবনে জেমস চৌধুরী ছিলেন কিছুটা রাশভারী এবং কর্মমুখী, তবে তার বন্ধুদের প্রতি তার আন্তরিকতা ছিল দেখার মতো।

আমি সুযোগ বুঝে মিশেল চৌধুরীর শৈশবের কথা জানতে চাইলাম। লুৎফর রহমান জানালেন, জেমস চৌধুরী তার একমাত্র ছেলেকে খুব ভালোবাসতেন, তবে ব্যবসার চাপে হয়তো তাকে যথেষ্ট সময় দিতে পারেননি। মিশেল ছোটবেলা থেকেই শান্ত এবং নিজের মতো থাকত। তার খুব বেশি বন্ধু-বান্ধব ছিল না।

মিশেলের মায়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে লুৎফর রহমান কিছুটা ইতস্তত করলেন। তিনি শুধু এতটুকুই বললেন, জেমস চৌধুরী যখন ব্যবসার প্রথম দিকে ফ্রান্সে গিয়েছিলেন, তখন সেখানে এক মহিলার সাথে তার পরিচয় হয়। সেই মহিলার পরিচয় বা জাতীয়তা সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। মিশেলের বয়স যখন ছয় মাস, তখন জেমস চৌধুরী তাকে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন। এরপর সেই মহিলার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। জেমস চৌধুরীও এই বিষয়ে কখনও কারো সাথে কোনো আলোচনা করেননি।

এরপর আমি আনোয়ার হোসেনের সাথে দেখা করলাম। তিনি ছিলেন জেমস চৌধুরীর বাল্যবন্ধু এবং একসময়ের ব্যবসায়িক অংশীদার। তাদের বন্ধুত্ব এবং ব্যবসার উত্থান-পতনের অনেক গল্প তিনি শেয়ার করলেন। জেমস চৌধুরীর ব্যক্তিগত জীবনের কিছু অজানা দিকও তার কাছ থেকে জানতে পারলাম। তিনি কিছুটা আবেগপ্রবণ ছিলেন এবং পুরোনো দিনের স্মৃতিচারণ করতে ভালোবাসতেন।

মিশেলের শৈশবের ব্যাপারে জানতে চাইলে আনোয়ার হোসেনও একই কথা বললেন। মিশেল ছোটবেলা থেকেই চুপচাপ থাকত এবং খেলাধুলায় তার তেমন আগ্রহ ছিল না। জেমস চৌধুরী তাকে ভালো স্কুলে পড়ানোর চেষ্টা করেছেন, কিন্তু মিশেল যেন নিজের একটা আলাদা জগৎ তৈরি করে নিয়েছিল।

মিশেলের মায়ের প্রসঙ্গ তুললে আনোয়ার হোসেনও লুৎফর রহমানের মতোই উত্তর দিলেন। জেমস চৌধুরী ফ্রান্সে এক মহিলার সাথে পরিচিত হয়েছিলেন এবং মিশেলকে ছয় মাস বয়সে বাংলাদেশে নিয়ে এসেছিলেন। সেই মহিলার আর কোনো খবর তারা জানেন না। জেমস চৌধুরী কখনোই এই বিষয়ে মুখ খোলেননি।

সবশেষে আমি মিসেস শাহানা বেগমের সাথে দেখা করলাম, যিনি জেমস চৌধুরীর একমাত্র বোন। তিনি তার ভাইয়ের প্রতি গভীর স্নেহ পোষণ করতেন এবং তাদের ছেলেবেলার অনেক মিষ্টি স্মৃতি আমার সাথে ভাগ করে নিলেন। জেমস চৌধুরীর পড়াশোনা, তার স্বপ্ন এবং ক্যাপিটাল কর্পোরেশন গড়ার পেছনের সংগ্রাম তার মুখ থেকে জীবন্ত হয়ে উঠলো।

মিশেলের ছোটবেলার কথা জিজ্ঞেস করলে মিসেস শাহানা বেগম কিছুটা বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন। তিনি জানালেন, মিশেল খুব শান্ত এবং সংবেদনশীল ছিল। তার বাবার ব্যস্ত জীবন এবং মায়ের অনুপস্থিতি হয়তো তার মনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল।

মিশেলের মায়ের ব্যাপারে তিনি যা বললেন তা লুৎফর রহমান এবং আনোয়ার হোসেনের কথারই প্রতিধ্বনি। জেমস চৌধুরী ব্যবসার শুরুতে ফ্রান্সে এক মহিলার সাথে পরিচিত হন এবং ছয় মাস বয়সে মিশেলকে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন। সেই মহিলার আর কোনো খোঁজ তারা দিতে পারেননি। জেমস চৌধুরী এই বিষয়ে এতটাই নীরব ছিলেন যে পরিবারের সদস্যরাও তার মায়ের পরিচয় সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেননি।

আমার অনুসন্ধানে জেমস চৌধুরীর অতীত জীবনের একটি স্পষ্ট চিত্র ফুটে উঠলো—একজন কঠোর পরিশ্রমী এবং সফল ব্যবসায়ী, যিনি ব্যক্তিগত জীবনে কিছুটা চাপা স্বভাবের ছিলেন। তবে মিশেল চৌধুরীর মায়ের পরিচয় যেন এক রহস্যের কালো মেঘে ঢাকা। কেউই তার সম্পর্কে কোনো তথ্য দিতে পারলেন না। এই অস্পষ্টতা কি মিশেলের মানসিক গঠনে কোনো প্রভাব ফেলেছিল? পরিত্যক্ত হওয়ার সেই অনুভূতি কি তার শৈশবের নিষ্ঠুরতার জন্ম দিয়েছিল? আমার মনে প্রশ্নগুলো আরও ঘনীভূত হতে লাগলো।

অধ্যায় ৬০

অতীতের খণ্ডচিত্র, মায়ের পরিচয়ের গুরুত্ব, আবারও মনস্তত্ত্বের দরবারে আমার চোখে

জেমস চৌধুরীর পুরোনো দিনের ঘনিষ্ঠজনদের সাথে আমার অনুসন্ধানের প্রতিটি তথ্য আমি সন্ধ্যায় আজম ওসমানের সাথে শেয়ার করলাম। লুৎফর রহমান, আনোয়ার হোসেন এবং মিসেস শাহানা বেগমের সাথে আমার কথোপকথনের মূল বিষয়গুলো তাকে খুলে বললাম—জেমস চৌধুরীর ব্যবসায়িক জীবন, তার ব্যক্তিগত স্বভাব এবং মিশেল চৌধুরীর শৈশব সম্পর্কে তাদের স্মৃতিচারণ। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি উঠে এলো, তা হলো মিশেল চৌধুরীর মায়ের অস্পষ্ট পরিচয়। কেউই তার সম্পর্কে কোনো বিস্তারিত তথ্য দিতে পারেননি, শুধু জেমস চৌধুরীর ফ্রান্সে পরিচয়ের কথা এবং

মিশেলকে ছয় মাস বয়সে বাংলাদেশে নিয়ে আসার কথাটুকুই তারা জানেন।
আজম ওসমান মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনলেন। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল তিনি যেন অতীতের সেই খণ্ডচিত্রগুলো এক করার চেষ্টা করছেন। যখন আমি মায়ের পরিচয়ের অস্পষ্টতার কথা বললাম, তার ভ্রু কুঁচকে গেল।
"মিশেলের মায়ের পরিচয় সম্পর্কে কেউই কিছু বলতে পারলেন না?" তিনি কিছুটা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।
আমি মাথা নেড়ে বললাম, "না। শুধু এটুকুই জানা গেল যে তিনি ফরাসি ছিলেন এবং মিশেলকে খুব ছোটবেলায় বাংলাদেশে আনা হয়েছিল। এরপর তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।"
আজম ওসমান কিছুক্ষণ চিন্তিতভাবে পায়চারি করলেন। তারপর বললেন, "আমার মনে হয় এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হতে পারে। মিশেলের মায়ের অনুপস্থিতি, তার পরিচয় না জানা—এই বিষয়টি তার মানসিক গঠনে গভীর প্রভাব ফেলতে পারে। পরিত্যক্ত হওয়ার সেই অনুভূতি, যা ডক্টর রায়ও উল্লেখ করেছিলেন, সম্ভবত এখান থেকেই শুরু হয়েছে।"
আমি তার সাথে একমত হলাম। "হ্যাঁ, শৈশবের সেই শূন্যতা হয়তো তার আবেগহীনতা এবং নিঃসঙ্গতার কারণ হতে পারে। এমনকি সেই নিষ্ঠুর মা বিড়ালটিকে খুঁজে বের করে হত্যার ঘটনাও হয়তো কোনোভাবে তার মায়ের অনুপস্থিতির ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ।"
আজম ওসমান সিদ্ধান্ত নিলেন, আমাদের আবারও ডক্টর রায়ের কাছে যাওয়া উচিত। মিশেল চৌধুরীর মায়ের অস্পষ্ট পরিচয় এবং এর সম্ভাব্য মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব সম্পর্কে তার মতামত জানা প্রয়োজন।
পরের দিন সকালে আমরা ডক্টর রায়ের চেম্বারে উপস্থিত হলাম। আজম ওসমান তাকে জেমস চৌধুরীর ঘনিষ্ঠজনদের সাথে আমার অনুসন্ধানের ফলাফল জানালেন এবং বিশেষভাবে মিশেল চৌধুরীর মায়ের পরিচয়ের রহস্যময়তার কথা তুলে ধরলেন।
ডক্টর রায় মনোযোগ দিয়ে আজম ওসমানের কথা শুনলেন। তার মুখ গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। "একটি শিশুর জীবনে মায়ের অনুপস্থিতি অথবা মায়ের পরিচয় অজানা থাকা একটি গভীর মনস্তাত্ত্বিক ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে। এটি তার আত্মবিশ্বাস, অন্যের সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং আবেগ প্রকাশের ক্ষমতাকে প্রভাবিত করতে পারে।"
তিনি আরও যোগ করলেন, "যদি মিশেল ছোটবেলা থেকে তার মায়ের পরিচয় সম্পর্কে না জেনে থাকে, অথবা যদি সে মনে করে তার মা তাকে পরিত্যাগ করে চলে গেছেন, তাহলে তার মধ্যে তীব্র নিরাপত্তাহীনতা এবং পরিত্যক্ত হওয়ার ভয় তৈরি হতে পারে। এই ধরনের অনুভূতি পরবর্তীতে রাগ, ঘৃণা এবং প্রতিশোধস্পৃহায় রূপ নিতে পারে।"
আজম ওসমান জিজ্ঞেস করলেন, "তাহলে কি মিশেলের মায়ের পরিচয় না জানাটাই 'Dante' হওয়ার পেছনে মূল কারণ হতে পারে?"
ডক্টর রায় সরাসরি কোনো সিদ্ধান্তে না এসে বললেন, "এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হতে পারে। শৈশবের trauma, বিশেষ করে মায়ের অনুপস্থিতি, একজন ব্যক্তির মানসিক বিকাশে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে। মিশেলের শৈশবের নিষ্ঠুরতা, তার আবেগহীনতা এবং মায়ের পরিচয়ের রহস্য—এই সবকিছু মিলিয়ে দেখলে একটি বিপর্যস্ত মানসিকতার চিত্র ফুটে ওঠে, যা হয়তো 'Dante'-র নৃশংসতাকে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করতে পারে।"
তিনি 'অসমাপ্ত প্রতিচ্ছবি'র কথা আবারও উল্লেখ করলেন। "এই ছবির অস্পষ্টতা এবং অসম্পূর্ণতাও সম্ভবত তার ভেতরের সেই শূন্যতা এবং পরিচয়ের অভাবকেই নির্দেশ করে।"
ডক্টর রায় আমাদের পরামর্শ দিলেন, যদি সম্ভব হয়, মিশেল চৌধুরীর মায়ের সম্পর্কে আরও তথ্য খুঁজে বের করার চেষ্টা করা উচিত। তার পরিচয়, তার জীবন এবং কেন তিনি মিশেলকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন—এইসব প্রশ্নের উত্তর হয়তো 'Dante' রহস্যের অনেক জট খুলে দিতে পারে।
এই পর্যায়ে এসে আমাদের মনে হচ্ছিল, মিশেল চৌধুরীর মায়ের অস্পষ্ট পরিচয় যেন এক গভীর রহস্যের কেন্দ্রবিন্দু। অতীতের এই না জানা অধ্যায় হয়তো 'Dante'-র জন্মকথা লুকিয়ে রেখেছে। এখন আমাদের প্রধান লক্ষ্য—সেই অস্পষ্টতার পর্দা সরিয়ে সত্যের আলোয় সবকিছু উদ্ভাসিত করা।

অধ্যায় ৬১

স্মৃতির পাতা ওল্টানো, এক ভয়ঙ্কর নামের রহস্য, নরকের প্রতিচ্ছবি আমাদের অনুসন্ধানে

আজম ওসমান এবং আমি সেদিন সন্ধ্যায় তার অ্যাপার্টমেন্টে বসেছিলাম। 'Dante' কেসের শুরু থেকে যা যা ঘটেছে, প্রতিটি সূত্র, প্রতিটি মোড়—আমরা আবার সবকিছু পর্যালোচনা করছিলাম। মেঘের পোরট্রেট, মিশেল চৌধুরীর অপ্রত্যাশিত আগমন, তার রহস্যময় ব্যক্তিত্ব, শৈশবের বীভৎস স্মৃতি, মায়ের অস্পষ্ট পরিচয়—সবকিছু যেন এক জটিল

ধাঁধার অংশ। যদিও মিশেল চৌধুরীর প্রতি আমাদের সন্দেহ ক্রমশ বাড়ছে, তবুও তিনি নিশ্চিতভাবে 'Dante'—এমন কোনো প্রমাণ এখনও আমাদের হাতে নেই।

"প্রথম হত্যাকাণ্ড..." আজম ওসমান আনমনে বললেন, সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে, যেন কোনো পুরোনো ফাইল ঘেঁটে দেখছেন। "তারপর একে একে অন্যান্য ভিকটিম... প্রত্যেকের শরীরে সেই অদ্ভুত শিল্পীর হাতের কাজের মতো কাটার চিহ্ন।"

"আর সেই ওয়েল পেইন্টিং পোরট্রেট," আমি যোগ করলাম। "আজমের মেয়ের নিষ্পাপ মুখের ছবি, যা খুনির স্বাভাবিক নৃশংসতার সম্পূর্ণ বিপরীত।"

"সাথে 'Dante' লেখা চিরকুট," আজম ওসমানের কন্ঠস্বর চিন্তিত শোনালো। "কোনো হুমকি নেই, শুধু প্রশংসা এবং একটি উপহারের উল্লেখ।"

আমরা দুজনেই কিছুক্ষণ নীরব রইলাম। প্রতিটি ঘটনার যেন নিজস্ব তাৎপর্য আছে, কিন্তু তাদের মধ্যেকার যোগসূত্র এখনও অস্পষ্ট।

হঠাৎ আজম ওসমান সোজা হয়ে বসলেন। "Dante... নামটা। এটা কি শুধুই একটা ছদ্মনাম, নাকি এর কোনো বিশেষ অর্থ আছে? আমার মনে হচ্ছে এটা শুধু কাকতালীয় নয়।"

আমি তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম। "আপনি কী ভাবছেন?"

আজম ওসমান বললেন, "দান্তে আলিঘিয়েরি... নামটা আমার মনে পড়ছে। ইতালির সেই বিখ্যাত কবি, 'ডিভাইন কমেডি'র লেখক।"

আমি দ্রুত আমার ল্যাপটপ খুললাম এবং দান্তে আলিঘিয়েরি সম্পর্কে অনুসন্ধান শুরু করলাম। উইকিপিডিয়ায় তার পরিচিতি এবং 'ডিভাইন কমেডি'র বিষয়বস্তু ভেসে উঠলো। আমি আজম ওসমানকে সেই তথ্যগুলো পড়ে শোনালাম—কীভাবে 'ডিভাইন কমেডি' ঈশ্বরের দিকে আত্মার যাত্রা, এবং এর প্রথম ভাগ 'ইনফার্নো' নরকের নয়টি বৃত্তের বর্ণনা দেয়, যেখানে বিভিন্ন পাপের জন্য বিভিন্ন ধরনের শাস্তির বিধান রয়েছে।

আজম ওসমান গভীর মনোযোগের সাথে শুনছিলেন। "নরকের নয়টি বৃত্ত... আর আমাদের খুনির কাজের ধরণ। তার প্রতিটি হত্যাকাণ্ড যেন এক ধরনের শিল্পকর্ম, যেখানে সে ভিকটিমদের শরীরে চিহ্ন আঁকে... এটা কি কোনো প্রতীকী ইঙ্গিত হতে পারে?"

আমিও ভাবছিলাম। "ইনফার্নোতে যেমন বিভিন্ন পাপের জন্য আলাদা আলাদা শাস্তি রয়েছে, তেমনই 'Dante'-র হত্যাকাণ্ডগুলোতেও কি কোনো নির্দিষ্ট বার্তা লুকিয়ে আছে? ভিকটিমদের পেশা বা তাদের ব্যক্তিগত জীবনের কোনো বিশেষ দিক কি খুনির লক্ষ্য নির্ধারণ করে?"

আজম ওসমান উত্তেজিত হয়ে বললেন, "আর সেই প্রথম চিরকুটে 'Dante'র ভূয়সী প্রশংসা এবং তার মেয়ের ক্ষতি না করার প্রতিশ্রুতি... এটা কি ইনফার্নোতে ভার্জিলের দান্তেকে পথ দেখানোর মতো কোনো বিষয়?" আমরা দুজনেই বুঝতে পারছিলাম, 'Dante' নামটি হয়তো শুধু একটি ছদ্মনাম নয়, এটি খুনির মনস্তত্ত্ব এবং তার কাজের উদ্দেশ্য বোঝার একটি গুরুত্বপূর্ণ চাবিকাঠি হতে পারে।

পরের দিন আমরা আবারও ডক্টর রায়ের কাছে গেলাম। তাকে দান্তে আলিঘিয়েরি এবং 'ডিভাইন কমেডি'র 'ইনফার্নো'র বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিস্তারিত বললাম। খুনির কাজের ধরণ এবং তার রেখে যাওয়া নামের মধ্যে কোনো যোগসূত্র আছে কিনা, তা জানতে চাইলাম। আলি জাফর যে একজন অ্যাডভান্সড ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ এবং এই কেসে আমাদের সাহায্য করছেন, সেই তথ্যটিও তাকে দিলাম।

ডক্টর রায় মনোযোগ দিয়ে আমাদের কথা শুনলেন। তার মুখ ক্রমশ গভীর চিন্তায় ভরে উঠলো। "আপনাদের পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন সিরিয়াল কিলার প্রায়শই তার কাজের মাধ্যমে একটি বিশেষ বার্তা দিতে চায়, অথবা তার ভেতরের কোনো বিকৃত দর্শনকে প্রকাশ করতে চায়। যদিও মিশেল চৌধুরীর প্রতি আপনাদের সন্দেহ বাড়ছে, তবুও আমাদের হাতে এখনও কোনো চূড়ান্ত প্রমাণ নেই।"

তিনি 'ইনফার্নো'র নয়টি বৃত্তের ধারণার সাথে খুনির কাজের ধরণ তুলনা করে বললেন, "যদি এই খুনি সত্যিই দান্তের 'ইনফার্নো' দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে থাকে, তাহলে তার প্রতিটি হত্যাকাণ্ড একটি নির্দিষ্ট পাপের প্রতীক হতে পারে। ভিকটিমদের নির্বাচন এবং তাদের ওপর অত্যাচারের ধরণ—সবকিছুতেই সেই পাপের প্রতিফলন দেখা যেতে পারে।"

আজম ওসমান জিজ্ঞেস করলেন, "তাহলে আমাদের এখন ভিকটিমদের অতীত এবং তাদের ব্যক্তিগত জীবন আরও গভীরভাবে খতিয়ে দেখা দরকার। তাদের মধ্যে কি কোনো নির্দিষ্ট পাপ বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল যা খুনিকে আকৃষ্ট করেছে?"

ডক্টর রায় সায় দিলেন। "ঠিক তাই। একই সাথে আমাদের সেই ব্যক্তির মনস্তত্ত্বও বুঝতে হবে, যে 'Dante' নামটি বেছে নিয়েছে। 'ইনফার্নো'র কোন দিকটি তাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে? মিশেল চৌধুরীর শৈশবের সেই নিষ্ঠুরতা এবং মায়ের অনুপস্থিতি কি তার মধ্যে কোনো বিকৃত নৈতিক ধারণা তৈরি করেছে? যদিও মিশেল আমাদের সন্দেহের কেন্দ্রে, তবুও অন্যান্য সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়।"

তিনি 'অসমাপ্ত প্রতিচ্ছবি'র দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, "আর সেই শিল্পকর্ম... হয়তো এটি সেই ব্যক্তির নিজের ভেতরের অসম্পূর্ণতা এবং যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ। সে হয়তো তার ভিকটিমদের মাধ্যমে সেই অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণ করতে চাইছে, অথবা তাদের শাস্তি দিয়ে নিজের ভেতরের ক্ষোভ প্রশমিত করতে চাইছে। তবে আবারও বলছি, এগুলো সবই অনুমান, যতক্ষণ না আমরা কোনো শক্ত প্রমাণ পাচ্ছি।"

ডক্টর রায়ের বিশ্লেষণ আমাদের তদন্তে এক নতুন আলোকপাত করলো। 'Dante' নামটি এখন আর শুধু একটি ছদ্মনাম নয়, এটি খুনির বিকৃত মনস্তত্ত্ব এবং তার নৃশংসতার উদ্দেশ্যের একটি প্রতীক হতে পারে। এখন আমাদের প্রধান কাজ হলো ভিকটিমদের জীবনের সেই অন্ধকার দিকগুলো খুঁজে বের করা, যা হয়তো খুনির 'ইনফার্নো'র বৃত্তের সাথে কোনোভাবে সম্পর্কিত। আলি জাফর আমাদের ফরেনসিক অনুসন্ধানে সাহায্য করে চলেছেন, এবং এখন আমাদের মনোযোগ ভিকটিমদের অতীত এবং সেই সন্দেহভাজন ব্যক্তির মনস্তত্ত্বের দিকে।

অধ্যায় ৬২

অস্পষ্ট সন্দেহের জাল, প্রমাণের অন্বেষণ, প্রত্যাবর্তনের বিষণ্ণতা আমার চোখে

ডক্টর রায়ের বিশ্লেষণ এবং 'Dante' নামের তাৎপর্য অনুধাবন করার পর আজম ওসমান কিছুটা আশাবাদী হয়ে উঠলেন। যদিও মিশেল চৌধুরীর বিরুদ্ধে কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ আমাদের হাতে তখনও ছিল না, তবুও তার শৈশবের অন্ধকার অতীত এবং 'ইনফার্নো'র সাথে তার কাজের সম্ভাব্য যোগসূত্র—এই বিষয়গুলো আজমের মনে একটা দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো যে আমরা সঠিক পথেই এগোচ্ছি। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, এতদিনের অনুসন্ধানের ফল নিয়ে তিনি আবারও তার বস, পুলিশ কমিশনারের সাথে দেখা করবেন।

পরের দিন সকালে আজম ওসমান কমিশনারের অফিসে গেলেন। তার হাতে ছিল মিশেল চৌধুরীর শৈশবের ঘটনা, তার মায়ের অস্পষ্ট পরিচয় এবং 'Dante' নামের সম্ভাব্য তাৎপর্য সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য। আমি বাইরে অপেক্ষা করছিলাম, আজমের ফিরে আসার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে।

বেশ কিছুক্ষণ পর আজম ওসমান বিধ্বস্ত মুখে বেরিয়ে এলেন। তার চোখে হতাশার স্পষ্ট ছাপ।

"কী হলো আজম সাহেব?" আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম। "কমিশনার কি আমাদের কথা শুনেছেন?"

আজম ওসমান দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "শুনেছেন। তবে তার প্রতিক্রিয়া আশাব্যঞ্জক নয়।"

তিনি জানালেন, তিনি কমিশনারকে মিশেল চৌধুরীর শৈশবের নিষ্ঠুরতা, তার মায়ের রহস্যময় অনুপস্থিতি এবং 'Dante' নামের 'ইনফার্নো'র সাথে সম্ভাব্য যোগসূত্রের কথা বিস্তারিতভাবে বলেছিলেন। ডক্টর রায়ের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের কথাও তিনি উল্লেখ করেছিলেন।

কিন্তু কমিশনারের প্রতিক্রিয়া ছিল অত্যন্ত শীতল এবং বাস্তববাদী। তিনি আজম ওসমানের সমস্ত অনুমান এবং মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণকে উড়িয়ে দিয়ে বলেন, এইসব তথ্য আদালতে কোনো প্রমাণ হিসেবে টিকবে না। তার স্পষ্ট বক্তব্য ছিল, পুলিশকে সুস্পষ্ট প্রমাণ সহ অপরাধীকে গ্রেফতার করতে হবে। শুধুমাত্র সন্দেহ এবং মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব নয়।

"তিনি বললেন, মিশেল চৌধুরী একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী এবং একজন প্রভাবশালী শিল্পপতি। তার বিরুদ্ধে কোনো অকাট্য প্রমাণ ছাড়া কোনো পদক্ষেপ নিলে হিতে বিপরীত হতে পারে। মিডিয়া এবং জনগণের কাছে পুলিশের ভাবমূর্তি আরও খারাপ হবে," আজম ওসমান বিষণ্ণ স্বরে বললেন।

কমিশনার আজম ওসমানকে সরাসরি জানিয়ে দেন, যতক্ষণ না পর্যন্ত মিশেল চৌধুরীর বিরুদ্ধে কোনো অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা কোনো প্রকার আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু করতে পারবেন না। তিনি বরং আজমকে অন্য কোনো সুস্পষ্ট সূত্রের দিকে মনোযোগ দেওয়ার পরামর্শ দেন।

বাধ্য হয়ে আজম ওসমানকে খালি হাতে ফিরে আসতে হলো। তার চোখেমুখে স্পষ্ট হতাশা এবং অসহায়তা। আমরা দুজনেই বুঝতে পারছিলাম, আমাদের হাতে যথেষ্ট তথ্য থাকলেও, আইনি বেড়াজাল ভেদ করে একজন প্রভাবশালী সন্দেহভাজনের

কাছে পৌঁছানো কতটা কঠিন।
“তাহলে এখন আমরা কী করবো আজম সাহেব?” আমি জিজ্ঞেস করলাম। “আমাদের হাতে এত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকার পরেও যদি কোনো পদক্ষেপ নেওয়া না যায়...”
আজম ওসমান কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। তারপর দৃঢ় স্বরে বললেন, “আমরা হাল ছাড়বো না তানভীন। কমিশনার হয়তো আইনি প্রক্রিয়ার বাইরে যেতে পারবেন না, কিন্তু আমরা আমাদের অনুসন্ধান চালিয়ে যাবো। আমাদের সেই সুস্পষ্ট প্রমাণ খুঁজে বের করতেই হবে, যা মিশেল চৌধুরীকে ‘Dante’ হিসেবে প্রমাণ করতে পারবে।”
প্রশাসনের শীতল প্রতিক্রিয়া আমাদের মনে এক গভীর হতাশার জন্ম দিলেও, আজম ওসমানের দৃঢ় সংকল্প আমার মনে কিছুটা হলেও আশা জাগালো। অস্পষ্ট সন্দেহের জাল হয়তো এখনই মিশেল চৌধুরীকে বাঁধতে পারবে না, কিন্তু প্রমাণের অন্বেষণ আমাদের থামবে না। আমাদের সেই কঠিন সত্যের মুখোমুখি হতেই হবে, যা একজন খ্যাতিমান শিল্পীর মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে থাকা ভয়ঙ্কর অপরাধীকে উন্মোচন করবে।

অধ্যায় ৬২

নিস্তব্ধতার দীর্ঘ প্রহর, তদন্তের অচলাবস্থা, বিস্মৃতির ধূসর চাদর আমার চোখে

কমিশনারের শীতল প্রত্যাখ্যানের পর কেটে গেল দীর্ঘ তিনটি মাস। শহরের বুকে আর কোনো নতুন হত্যাকাণ্ড ঘটেনি। ‘Dante’-র সেই বীভৎস হাতের ছোঁয়া থেকে যেন মুক্তি পেল শহরবাসী। তবে সেই নীরবতা শান্তি এনে দিলেও, আমাদের মনে জমে ছিল এক গভীর চাপা উদ্বেগ। মিশেল চৌধুরীর প্রতি আমাদের সন্দেহ ক্রমশ দৃঢ় হলেও, কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ না থাকায় আমরা ছিলাম অসহায়।
খবর এলো, মিশেল চৌধুরী আবারও দেশের বাইরে চলে গিয়েছেন। তার চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রের চিত্র প্রদর্শনী শেষ হওয়ার পরই তিনি নাকি ইউরোপের কোনো এক শহরে গিয়েছেন। মিশেল চৌধুরীর বেশিরভাগ সময় কাটে দেশের বাইরে। শিল্পকলার জগতেই তার আগ্রহ, বাবার বিশাল ব্যবসা বা সম্পদের প্রতি তার কোনোদিনই তেমন মনোযোগ ছিল না। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে তার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছিল, কিন্তু তার ব্যক্তিগত জীবন আগের মতোই রহস্যে ঢাকা ছিল।
মিশেল চৌধুরীর দেশত্যাগ যেন ‘Dante’ কেসের তদন্তের গতি স্তব্ধ করে দিল। পুলিশের তরফ থেকেও আর কোনো নতুন অনুসন্ধানের খবর পাওয়া গেল না। মিডিয়াও ধীরে ধীরে এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে শুরু করলো। নতুন অপরাধের খবর, রাজনৈতিক অস্থিরতা—এসবের ভিড়ে ‘Dante’ যেন বিস্মৃতির ধূসর চাদরে ঢাকা পড়ে যেতে লাগলো।
আজম ওসমান অবশ্য হাল ছাড়েননি। দিনের পর দিন তিনি তার পুরোনো সূত্রগুলো ঘেঁটে দেখেছেন, নতুন কোনো লিড পাওয়ার আশায়। ডক্টর রায়ের সাথেও তার কয়েকবার আলোচনা হয়েছে। কিন্তু মিশেল চৌধুরীর অনুপস্থিতি এবং কোনো নতুন হত্যাকাণ্ড না ঘটায় তদন্তের অগ্রগতি কার্যত থমকে গিয়েছিল।
আমিও আমার সাংবাদিকতার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলাম, তবে মনের এক কোণে ‘Dante’ রহস্যের সমাধান না হওয়ার একটা চাপা কষ্ট সবসময় অনুভব করতাম। মিশেলের সেই শীতল মুখ, তার শৈশবের বীভৎসতা—কিছুতেই মন থেকে সরাতে পারতাম না। মনে হতো যেন এক ভয়ঙ্কর বিপদ এখনও ওঁত পেতে আছে, শুধু সময়ের অপেক্ষা।
ক্যাপিটাল কর্পোরেশন তাদের স্বাভাবিক কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছিল। জেমস চৌধুরীর বিশাল সাম্রাজ্য তার একমাত্র উত্তরাধিকারীর অনুপস্থিতিতেও সচল ছিল। মিশেল চৌধুরীর ব্যবসা বা সম্পদের প্রতি কোনো আগ্রহ না থাকায়, তার অনুপস্থিতি প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে তেমন কোনো আলোচনার ঝড় তোলেনি। বোর্ডের সদস্যরা এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সবকিছু সামলাচ্ছিলেন।
শহরের মানুষজন ধীরে ধীরে ‘Dante’-র আতঙ্ক ভুলে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার চেষ্টা করছিল। রাতের আঁধারে সেই ভয়ঙ্কর শিল্পীর ছায়া আর তেমন কাউকে তাড়াত না। কিন্তু আজম ওসমান এবং আমি—আমরা দুজনেই জানতাম, এই নীরবতা হয়তো ঝড়ের পূর্বাভাস। ‘Dante’ হয়তো আবারও ফিরে আসবে, তার নৃশংসতার নতুন পসরা নিয়ে। শুধু সময়ের অপেক্ষা, আর সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তের জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

তিন মাসের এই দীর্ঘ নিস্তব্ধতা যেন এক গভীর শ্বাস নেওয়ার অবকাশ দিয়েছিল, কিন্তু সেই শ্বাসের ভেতরেও মিশে ছিল এক চাপা ভয়—যা হয়তো খুব শীঘ্রই বিস্ফোরিত হবে। তদন্তের অচলাবস্থা আমাদের আরও বেশি হতাশ করে তুলেছিল, কারণ আমরা জানতাম, যতক্ষণ পর্যন্ত 'Dante'-কে ধরা না যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত শহরের আকাশ পুরোপুরি নিরাপদ নয়।

অধ্যায় ৬৩

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ, পুরাতন বীভৎসতার পুনরাবৃত্তি, ছদ্মবেশের আড়ালে রহস্য, এক বৃদ্ধা বিদেশিনীর ভয়ঙ্কর পরিণতি আমার অনুসন্ধানে

দীর্ঘ তিনটি মাসের অস্বস্তিকর নীরবতা ভেঙে গেল এক শীতল ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে। শহরের উপকণ্ঠে, পরিত্যক্ত ইটভাটার পেছনে এক বিদেশী নারীর বীভৎস লাশ উদ্ধারের খবর মুহূর্তেই শহরের ঘুমন্ত বাতাসে আতঙ্কের ঢেউ তুললো।

খবরটি আমার কাছে পৌঁছানোর সাথে সাথেই আমার সাংবাদিক সত্তা জেগে উঠলো। আমি দ্রুত আজম ওসমানকে ফোন করলাম। ডিমোশন হওয়ার পর তিনি এখন সহকারী অফিসার হিসেবে কর্মরত, তবে তার অনুসন্ধিৎসু মন এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এখনও আগের মতোই ছিল। আমি তাকে দ্রুত ঘটনাস্থলে আসার অনুরোধ জানালাম। তিন মাসের নিস্তব্ধতার পর আবারও সেই একই ধরনের বীভৎস হত্যাকাণ্ড—আমার মনে এক অশনি সংকেত বাজতে শুরু করলো। 'Dante' কি তবে আবারও তার ভয়ঙ্কর খেলা শুরু করলো?

আমি যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছালাম, ততক্ষণে পুলিশের কর্মীরা এলাকা ঘিরে ফেলেছে। হলুদ ব্যারিকেডের ফিতের বাইরে উৎসুক জনতার ভিড়। পরিত্যক্ত ইটভাটার ভেতরে সেই বীভৎস দৃশ্য দেখে আমার পায়ের তলার মাটি যেন সরে গেল। লাশটি আগের হত্যাকাণ্ডগুলোর মতোই একই কায়দায় পড়েছিল—শরীরের বিভিন্ন অংশে গভীর, সুগঠিত কাটার চিহ্ন, যেন কোনো নিষ্ঠুর শিল্পী তার ক্যানভাসে রক্ত দিয়ে বীভৎস নকশা এঁকেছে। কিন্তু এবারের হত্যাকাণ্ড যেন নৃশংসতার সকল সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। নারীর পেটের চামড়া ধারালো কোনো অস্ত্র দিয়ে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে চিরে ফেলা হয়েছে এবং ভেতরের নাড়িভুঁড়ি কিছুই অবশিষ্ট নেই—পুরোটাই ফাঁকা, যেন কোনো ভয়ঙ্কর শিকারী তার শিকারের সবচেয়ে মূল্যবান অংশটি তুলে নিয়েছে।

আলি জাফর, সেই অভিজ্ঞ এবং তীক্ষ্ণধী ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ, ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং অত্যন্ত মনোযোগের সাথে প্রতিটি ক্ষুদ্র আলামত সংগ্রহ করছিলেন। তার মুখের কঠিন অভিব্যক্তি দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, এই নৃশংসতা তাকেও গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে।

আজম ওসমান, সহকারী অফিসার হিসেবে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকলেও, তার অনুসন্ধানী চোখ নীরবে পুরো এলাকা পর্যবেক্ষণ করছিল। তিন মাসের নীরবতার পর আবারও সেই একই ধরনের বীভৎসতা—তার পূর্বের সন্দেহ যেন আরও কয়েকগুণ বেড়ে গেল। তিনি ধীরে ধীরে লাশের পাশে হাঁটু গেড়ে বসলেন, তার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল নারীর শরীরে আঁকা সেই ভয়ঙ্কর নকশার ওপর।

প্রাথমিক অনুসন্ধানে পুলিশ লাশের পরিচয় শনাক্ত করতে পারেনি। তার কাছে পাওয়া পরিচয়পত্র অনুযায়ী তার নাম ছিল লুসি—একজন ফরাসী নাগরিক। তবে আজম ওসমানের মনে সন্দেহ ছিল। তিনি মনে করছিলেন, এই হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়া নারীর পরিচয় আরও গভীর হতে পারে। তাই তিনি তার নিজস্ব তদন্ত শুরু করেন।

আজম ওসমান স্থানীয় থানায় যোগাযোগ করেন এবং সম্প্রতি নিখোঁজ হওয়া বিদেশী নাগরিকদের তালিকা খতিয়ে দেখতে বলেন। বিভিন্ন হোটেল এবং গেস্ট হাউসের রেজিস্টারও তিনি পরীক্ষা করেন। বেশ কিছু অনুসন্ধানের পর তিনি একটি সূত্র পান—কিছুদিন আগে লুসি নাম্নী এক ফরাসী মহিলা একটি গেস্ট হাউসে এসে উঠেছিলেন।

আজম ওসমান সেই গেস্ট হাউসের রেজিস্টার খতিয়ে দেখেন এবং মহিলার দেওয়া অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করেন। তার পাসপোর্ট এবং অন্যান্য কাগজপত্র পরীক্ষা করে তার আসল নাম জানতে পারেন—জ্যাঁ সোনিয়ে। এরপর তিনি জ্যাঁ সোনিয়ের ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়া শুরু করেন এবং ধীরে ধীরে তার অতীতের কিছু অন্ধকার দিক উন্মোচিত হতে থাকে।

আজম ওসমান জ্যাঁ সোনিয়ের অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে তার ব্যক্তিগত জিনিসপত্র এবং নথিপত্র আরও মনোযোগের সাথে পরীক্ষা করেন। তিনি একটি পুরোনো ডায়েরি খুঁজে পান, যেখানে বিভিন্ন তারিখে কিছু অস্পষ্ট সাংকেতিক ভাষায় কিছু নাম এবং

ঠিকানা লেখা ছিল। এছাড়াও, কিছু ফোন নম্বরও সেখানে পাওয়া যায়। আজম ওসমান মনে করেন, এই ডায়েরি এবং ফোন নম্বরগুলো হয়তো তার ব্যক্তিগত জীবন এবং তার ফরাসী যোগাযোগের সূত্র দিতে পারে।

আমি জ্যাঁ সোনিয়ের প্রতিবেশীদের সাথে আবারও কথা বলি। তাদের কাছ থেকে জানা যায়, লুসি নাম ব্যবহারকারী এই মহিলাটি নিয়মিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যেতেন এবং প্রায় রাতেই তার অ্যাপার্টমেন্টে অচেনা লোকজনের আনাগোনা দেখা যেত। তবে তারা তার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানতেন না।

আজম ওসমান তখন বলেন, "এই মহিলার আসল পরিচয় এবং তার অতীত জীবন আমাদের তদন্তের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উন্মোচন করতে পারে। 'Dante' কেন তাকে বেছে নিলো? তাদের মধ্যে কি কোনো ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিল? নাকি এই হত্যাকাণ্ড অন্য কোনো কারণে সংঘটিত হয়েছে? আর কেনই বা খুনি তার নাড়িভুঁড়ি বের করে নিলো—এর পেছনে কি কোনো বিশেষ বার্তা আছে?"

আমি তার দিকে তাকিয়ে বললাম, "আর মিশেল চৌধুরীর মায়ের ফরাসী পরিচয়? এটা কি এখনও শুধুই কাকতালীয়?"

আজম ওসমান কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলেন, "আমি জানি না তানভীন। তবে এই মুহূর্তে আমাদের প্রধান কাজ হলো জ্যাঁ সোনিয়ের ব্যক্তিগত জীবন এবং তার পরিচিতদের খুঁজে বের করা। একই সাথে মিশেল চৌধুরীর সাথে তার কোনো প্রকার সম্পর্ক ছিল কিনা, সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখতে হবে। এই মহিলার ফরাসী পরিচয় এবং মিশেলের মায়ের ফরাসী পরিচয়—এই দুটো বিষয়কে আমরা কোনোভাবেই হালকাভাবে নিতে পারি না।"

এই নতুন হত্যাকাণ্ড আমাদের তদন্তে এক ভয়ঙ্কর মোড় এনে দিল। তিন মাসের নীরবতা ভেঙে আবারও সেই ভয়ঙ্কর শিল্পীর আগমন—যেন এক দুঃস্বপ্নের পুনরাবৃত্তি। জ্যাঁ সোনিয়ের ছদ্মবেশের আড়ালে লুকিয়ে থাকা রহস্য এবং তার বীভৎস পরিণতি আমাদের বুঝিয়ে দিল, 'Dante' হয়তো তার শিকার নির্বাচনে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য রাখছে। এখন আমাদের আরও দ্রুত সেই অন্ধকার শিল্পীকে খুঁজে বের করতে হবে, তার ভয়ঙ্কর তুলির আঁচড় থামানোর জন্য।

অধ্যায় ৬৪

ছদ্মবেশের অন্তরালে অন্ধকার জগৎ, এক বৃদ্ধা ফরাসীর গোপন জীবন, 'Dante'-র শিকারের রহস্য উন্মোচনে আমার অনুসন্ধান

জ্যাঁ সোনিয়ের আসল পরিচয় জানার পর আমার অনুসন্ধিৎসু মন আরও গভীরে ডুব দিল। লুসির ছদ্মবেশের আড়ালে লুকিয়ে থাকা এই বৃদ্ধা ফরাসী নারীর জীবন এবং তার কার্যকলাপ 'Dante'-র শিকার নির্বাচনের কারণ বুঝতে হয়তো সহায়ক হতে পারে। আজম ওসমানও তার তদন্তের গতি বাড়িয়ে দিলেন।

জ্যাঁ সোনিয়ের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে উদ্ধার হওয়া ডায়েরি এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত জিনিসপত্র আমরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম। ডায়েরির সাংকেতিক ভাষোদ্ধারের চেষ্টা করা হচ্ছিল, তবে সেটি বেশ জটিল মনে হচ্ছিল। সেখানে কিছু নাম এবং ঠিকানা লেখা ছিল, যার বেশিরভাগই ফ্রান্সের বিভিন্ন শহরের। কিছু ফোন নম্বরও পাওয়া গিয়েছিল, যেগুলোর কল রেকর্ড খতিয়ে দেখার জন্য পুলিশের সাইবার ক্রাইম বিভাগ কাজ শুরু করেছে।

আমি জ্যাঁ সোনিয়ের প্রতিবেশীদের সাথে আরও বিস্তারিতভাবে কথা বলার চেষ্টা করলাম। তাদের কাছ থেকে জানা গেল, লুসি নাম ব্যবহারকারী এই মহিলাটি গত কয়েক বছর ধরে এই অ্যাপার্টমেন্টে ভাড়া থাকতেন। তার চালচলন কিছুটা রহস্যময় ছিল। দিনের বেলা তিনি খুব কমই বাইরে বের হতেন, তবে রাতে প্রায়ই সেজেগুজে বিভিন্ন পার্টিতে যেতেন। মাঝেমধ্যে তার সাথে অল্পবয়সী ছেলে-মেয়েদের দেখা যেত, যারা কিছুক্ষণ থেকে চলে যেত। প্রতিবেশীরা তার পেশা সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন না, তবে কানাঘুষো শোনা যেত তিনি কোনো অবৈধ ব্যবসার সাথে জড়িত থাকতে পারেন।

আজম ওসমান জ্যাঁ সোনিয়ের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য চেয়ে পাঠিয়েছেন। তার আর্থিক লেনদেন খতিয়ে দেখলে হয়তো তার অবৈধ কার্যকলাপ এবং তার সহযোগীদের সম্পর্কে কিছু সূত্র পাওয়া যেতে পারে। এছাড়াও, তিনি ফ্রান্সের দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করে জ্যাঁ সোনিয়ের অতীত জীবন এবং তার কোনো অপরাধমূলক রেকর্ড আছে কিনা, তা জানার চেষ্টা করছেন।

আমার সাংবাদিক পরিচয়ের সুবাদে আমি কিছু স্থানীয় বারের মালিক এবং কর্মীদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করলাম, যেখানে জ্যাঁ সোনিয়ের নিয়মিত যাতায়াত ছিল বলে শোনা যায়। তাদের কাছ থেকে জানা গেল, লুসি নামে পরিচিত এই মহিলাটি আসলে নারী সরবরাহ করতেন। তার একটি নিজস্ব নেটওয়ার্ক ছিল, যার মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন পার্টি এবং বারে

অল্পবয়সী ছেলে-মেয়েদের সরবরাহ করতেন। তার ক্লায়েন্টদের মধ্যে সমাজের উচ্চস্তরের কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তিও ছিলেন বলে শোনা যায়।

তাদের কাছ থেকে আরও জানা গেল, জ্যাঁ সোনিয়েরের একটি ফরাসী সংযোগ ছিল এবং তিনি নিয়মিত ফ্রান্সের বিভিন্ন বারের মালিকদের সাথে যোগাযোগ রাখতেন। মনে করা হচ্ছে, তিনি সম্ভবত বাংলাদেশ থেকে নারী পাচার করে ফ্রান্সে পাঠাতেন। তার এই অবৈধ ব্যবসার একটি বড় অংশ নিয়ন্ত্রণ করতেন কিছু স্থানীয় সহযোগী, যাদের পরিচয় এখনও অজানা।

আজম ওসমান জানতে পারেন, জ্যাঁ সোনিয়ের বেশ কিছুদিন ধরে পুলিশের নজরদারিতে ছিলেন। তার নারী পাচারের কার্যকলাপ সম্পর্কে পুলিশের কাছে কিছু তথ্য ছিল, তবে তার বিরুদ্ধে কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ না থাকায় তাকে গ্রেফতার করা যায়নি।

এই সমস্ত তথ্য জানার পর জ্যাঁ সোনিয়েরের একটি অন্ধকার জগতের চিত্র আমার সামনে স্পষ্ট হলো। একজন বৃদ্ধা মহিলা, যিনি ছদ্মবেশের আড়ালে একটি বিশাল অবৈধ নেটওয়ার্ক চালাতেন। তার ফরাসী সংযোগ এবং পুলিশের ওয়ান্টেড লিস্টে নাম থাকা—এই সবকিছুই তাকে 'Dante'-র শিকার হওয়ার জন্য একটি সম্ভাব্য কারণ তৈরি করতে পারে। হয়তো 'Dante' তার অপরাধী জীবন সম্পর্কে কিছু জানত এবং তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্যই এত নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। তবে কেন তার পেটের নাড়িভুঁড়ি বের করে নেওয়া হলো—এই প্রশ্নের উত্তর এখনও অধরা। এর পেছনে কি কোনো বিশেষ প্রতীকী বার্তা লুকিয়ে আছে? নাকি এটা খুনির বিকৃত মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ?

মিশেল চৌধুরীর মায়ের ফরাসী পরিচয় এবং জ্যাঁ সোনিয়েরের ফরাসী সংযোগ—এই দুটি বিষয় এখনও আমার মনে ঘুরপাক খাচ্ছে। এই দুটি ঘটনার মধ্যে কি কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে? মিশেল চৌধুরী কি কোনোভাবে জ্যাঁ সোনিয়েরের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত ছিলেন?

এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমি এবং আজম ওসমান আরও গভীরে অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে লাগলাম। জ্যাঁ সোনিয়েরের অন্ধকার জগৎ এবং তার ফরাসী সংযোগ হয়তো 'Dante'-র রহস্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র দিতে পারে।

অধ্যায় ৬৫

অন্ধকারের প্রথম পদধ্বনি, এক শিল্পীর জন্ম, নরকের বীজের বপন আমার অনুসন্ধানে

জ্যাঁ সোনিয়েরের বীভৎস হত্যাকাণ্ড আমাদের মনে 'Dante'-র নৃশংসতার গভীরতা আরও স্পষ্ট করে তুললো। তার শরীরে আঁকা জটিল নকশা এবং পেটের নাড়িভুঁড়ি উধাও করার ভয়ঙ্কর ধরণ—এই সবকিছুই যেন এক অসুস্থ মনের শিল্পিত বহিঃপ্রকাশ। তবে এই ভয়ঙ্কর শিল্পীর রক্তাক্ত ক্যানভাসের শুরুটা কোথায়? তার প্রথম শিকার কে ছিল? যেহেতু আমরা নিশ্চিত 'Dante' কেবল নারীদেরকেই তার লক্ষ্যবস্তু বানায়, তাই আমাদের অতীতের অমীমাংসিত নারী হত্যাকাণ্ডগুলোর দিকে আরও মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

আজম ওসমান, সহকারী অফিসার পদে কর্মরত থেকেও, তার ভেতরের তীক্ষ্ণ গোয়েন্দা আবারও জেগে উঠলো। তিনি গত সাত বছরের পুরোনো ফাইলগুলো খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করলেন। প্রতিটি অমীমাংসিত নারী হত্যাকাণ্ডের বিবরণ, ফরেনসিক রিপোর্ট এবং সাক্ষীদের জবানবন্দি—সবকিছু তিনি নতুন করে পর্যালোচনা করতে লাগলেন। দীর্ঘ এবং ক্লান্তিকর অনুসন্ধানের পর, সাত বছর আগের একটি ঘটনা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো—শহরের অভিজাত এলাকায় তরুণী নৃত্যশিল্পী রিয়া আমিনের রহস্যমৃত্যু।

রিয়া আমিনের অ্যাপার্টমেন্টের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে পুলিশ তার ক্ষতবিক্ষত লাশ উদ্ধার করেছিল। তার শরীরেও সেই একই ধরনের সুগঠিত, গভীর কাটার চিহ্ন পাওয়া গিয়েছিল, যা পরবর্তী 'Dante'-র হত্যাকাণ্ডগুলোতে দেখা গেছে। তবে সেই সময়কার তদন্তকারীরা এটিকে একজন বিকৃত মানসিকতার ব্যক্তির কাজ বলে মনে করেছিলেন এবং কোনো সুস্পষ্ট সূত্র খুঁজে না পাওয়ায় মামলাটি একটি হিমঘরে প্রবেশ করে, ধুলো জমা ফাইলের স্তূপে চাপা পড়ে যায়।

আজম ওসমান সেই পুরোনো ফাইলের প্রতিটি পাতা মনোযোগ সহকারে পড়লেন। ফরেনসিক রিপোর্টে উল্লেখ করা কাটার চিহ্নের ধরণ, গভীরতা এবং শরীরে তাদের বিন্যাস—বর্তমান হত্যাকাণ্ডগুলোর সাথে তার ভয়ানক মিল খুঁজে পাওয়া গেল। রিয়ার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে কিছু অদ্ভুত স্কেচও উদ্ধার করা হয়েছিল। সাধারণ ফুলের ছবি বা প্রকৃতির দৃশ্যের বদলে, সেই স্কেচগুলোতে নরকের বিভিন্ন নারী চরিত্র এবং বীভৎস সব চিত্র আঁকা ছিল। ভয়ঙ্কর সব দানবী, আগুনের শিখা এবং আর্তনাদ করা মুখ—স্কেচগুলোর প্রতিটি রেখায় যেন এক অসুস্থ মনের অন্ধকার জগৎ জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। স্কেচগুলোর ধরণ দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল শিল্পী দান্তের 'ইনফার্নো' দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন এবং বিশেষভাবে নারীদের প্রতি

তার একটি বিকৃত আকর্ষণ বা বিদ্বেষ কাজ করত।
আজম ওসমান সেই স্কেচগুলো আমার সাথে শেয়ার করলেন। সেই বীভৎস চিত্রগুলো দেখে আমার শরীরেও কাঁটা দিয়ে উঠলো। সাত বছর আগে নিহত এক তরুণী নৃত্যশিল্পী, যার অ্যাপার্টমেন্টে নরকের ছবি আঁকা—এই তথ্য আমাদের মনে এক নতুন এবং ভয়ঙ্কর সন্দেহের জন্ম দিল। রিয়া আমিন কি 'Dante'-র প্রথম শিকার ছিলেন? এবং যদি তাই হয়, তবে কেন তাকে হত্যা করা হয়েছিল? তার নৃত্যশৈলী, তার ব্যক্তিগত জীবন অথবা তার পরিচিত গণ্ডির মধ্যে কি এমন কেউ ছিল যে দান্তের 'ইনফার্নো'র নারকীয় চিত্র দ্বারা প্রভাবিত? আমাদের এখন রিয়ার অতীত জীবন এবং তার বন্ধু, পরিবার ও সহকর্মীদের সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ নিতে হবে। তার নৃত্যকলার কোনো বিশেষ দিক কি খুনির মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল, নাকি তার ব্যক্তিগত জীবনের কোনো গোপন 'পাপ' তাকে 'Dante'-র শিকার বানিয়েছিল?

অধ্যায় ৬৬

ছায়ার অন্তরালে অন্য কেউ? এক ব্যবসায়ীর গোপন প্রতিহিংসা, সন্দেহের নতুন জাল আমার অনুসন্ধানে

মিশেল চৌধুরীর প্রতি আমাদের সন্দেহ ক্রমশ বাড়লেও, আজম ওসমান তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় জানেন যে কোনো একটি নির্দিষ্ট দিকে স্থির হয়ে থাকা তদন্তের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। জ্যাঁ সোনিয়েরের অন্ধকার জগতের অনুসন্ধানে আমরা জানতে পারি, তার নারী পাচার চক্রের বহু শত্রু ছিল, যাদের মধ্যে পুরুষ এবং নারী উভয়েই ছিল। তাদের মধ্যে কেউ হয়তো প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল এবং 'Dante'-র কায়দায় হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে আমাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে।
তদন্তের এক জটিল মোড়ে আজম ওসমান জ্যাঁ সোনিয়েরের পুরোনো এক ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বীর সন্ধান পান—ফ্রান্সের এক প্রভাবশালী বারের মালিক, যার নাম মার্কো রিভেরা। রিভেরার সাথে জ্যাঁ সোনিয়েরের দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসায়িক শত্রুতা ছিল এবং তাদের মধ্যে বেশ কয়েকবার আইনি ঝামেলা এবং প্রকাশ্য সংঘাতের খবরও পাওয়া যায়। রিভেরার ব্যবসায়িক স্বার্থে জ্যাঁ সোনিয়ের বহুবার বাধা সৃষ্টি করেছিলেন বলে জানা যায়। তবে রিভেরার নারীদের প্রতি কোনো বিশেষ বিদ্বেষের ইতিহাস আমাদের নজরে আসেনি।
অন্যদিকে, আমরা জ্যাঁ সোনিয়েরের পাচার চক্রের কয়েকজন ভুক্তভোগীর সন্ধান পাই, যারা কোনোমতে সেই অন্ধকার জগৎ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পেরেছিল এবং এখন একটি গোপন আশ্রয়ে জীবনযাপন করছে। তাদের মধ্যে একজন, নাম এলিনা, জ্যাঁ সোনিয়েরের নৃশংস এবং অমানবিক আচরণের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়। এলিনার মনে জ্যাঁ সোনিয়েরের প্রতি তীব্র ঘৃণা এবং প্রতিশোধের আগুন জ্বলছিল। আজম ওসমান এলিনার বর্তমান অবস্থান এবং তার কার্যকলাপ সম্পর্কে গোপনে খোঁজ নিচ্ছেন। এলিনার তিক্ত অতীত এবং তার বর্তমান মানসিক অবস্থা তাকে 'Dante' হত্যাকাণ্ডের একজন সম্ভাব্য সন্দেহভাজন হিসেবে আমাদের সামনে তুলে ধরতে পারে, যদিও একজন নারী হয়ে তিনি এত ঠান্ডা মাথায় এবং নৃশংসভাবে হত্যাকাণ্ড ঘটাতে পারবেন কিনা, সেই বিষয়ে আমাদের মনে সন্দেহ রয়েছে। তবে প্রতিশোধের আগুন মানুষকে কতটা ভয়ঙ্কর করে তুলতে পারে, তা আমরা জানি।
মার্কো রিভেরার বাংলাদেশে আসার তথ্যও আমরা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছি। তার বাংলাদেশে আসার কারণ এবং তার অবস্থানের সময়কাল জ্যাঁ সোনিয়েরের হত্যাকাণ্ডের কাছাকাছি। আজম ওসমান মার্কো রিভেরার ওপর গোপনে নজরদারি শুরু করেছেন এবং তার গতিবিধি, তার সাথে কারা যোগাযোগ রাখছে—এই সমস্ত তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছেন। রিভেরার অতীত ঘেঁটে জানা যায়, তার মধ্যে প্রতিশোধস্পৃহা প্রবল এবং তিনি যেকোনো মূল্যে তার শত্রুদের ধ্বংস করতে দ্বিধা করেন না। তার বাংলাদেশে থাকার সময় তিনি কাদের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন, সেই তথ্যও আমরা জানার চেষ্টা করছি।
এই মুহূর্তে মিশেল চৌধুরী, মার্কো রিভেরা এবং এলিনা—এই তিনজনই আমাদের সন্দেহের তালিকায় রয়েছেন। প্রত্যেকের নিজস্ব মোটিভ এবং সুযোগ থাকতে পারে। তবে আসল 'Dante' কে, তা জানতে আমাদের আরও গভীরে অনুসন্ধান করতে হবে।

অধ্যায় ৬৭

নরকের প্রতিচ্ছবি, পাপের শাস্তি, তুলির আঁচড়ে অনন্ত যন্ত্রণা আমার অনুসন্ধানে

জ্যাঁ সোনিয়েরের হত্যাকাণ্ডের বীভৎসতা আমাদের 'Dante'-র মনস্তত্ত্বের আরও গভীরে প্রবেশ করতে বাধ্য করলো। তার পেটের নাড়িভুঁড়ি বের করে নেওয়ার মতো চরম নৃশংসতা কোনো সাধারণ হত্যাকাণ্ড নয়, বরং এর পেছনে একটি গভীর প্রতীকী অর্থ লুকিয়ে থাকতে পারে বলে ডক্টর রায় মনে করেন। আমরা আবারও তার মূল্যবান পরামর্শের জন্য তার চেম্বারে গিয়েছিলাম।

ডক্টর রায় 'ইনফার্নো'র বিভিন্ন স্তরের পাপ এবং তার শাস্তির বিস্তারিত বিবরণ আমাদের ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, পেটের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মানুষের ভেতরের কামনা, লালসা, লোভ এবং প্রতারণার প্রতীক হতে পারে। জ্যাঁ সোনিয়েরের নারী পাচারের ঘৃণ্য ব্যবসার কথা জানার পর, তার এই বিশেষ কায়দায় হত্যাকাণ্ড যেন তার পাপের উপযুক্ত শাস্তিকেই নির্দেশ করে। খুনী হয়তো মনে করে, জ্যাঁ সোনিয়ে বহু নারীর জীবন নষ্ট করেছে এবং তার ভেতরের কলুষতাকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করাই ছিল তার উদ্দেশ্য—যেন নরকের সেই বিশেষ স্তরে তার স্থান নিশ্চিত করা হয়েছে।
এছাড়াও, প্রতিটি ভিকটিমের শরীরে আঁকা শিল্পসুলভ কাটার চিহ্নগুলোও 'ইনফার্নো'র বিভিন্ন শাস্তির প্রতীক হতে পারে। ডক্টর রায় মনে করেন, প্রতিটি চিহ্ন হয়তো ভিকটিমের কোনো নির্দিষ্ট পাপ বা দোষকে নির্দেশ করে, যার জন্য 'Dante' তাদের নরকের সেই বিশেষ স্তরের যন্ত্রণা দিচ্ছে। রিয়া আমিনের শরীরে পাওয়া কাটার চিহ্নগুলো কি তার নৃত্যকলার কোনো বিশেষ দিক—যেমন তার শরীরী ভাষা বা তার ব্যক্তিগত সম্পর্কের কোনো 'পাপ'-এর ইঙ্গিত দেয়? জ্যাঁ সোনিয়েরের শরীরে আঁকা চিহ্নগুলোই বা তার অপরাধী জীবনের কোন বিশেষ পাপের প্রতিচ্ছবি? খুনী কি প্রতিটি নারীর জীবনে তাদের 'পাপ'-এর সংজ্ঞা খুঁজে বের করে সেই অনুযায়ী তাদের শাস্তি দিচ্ছে? তার এই বিকৃত বিচারের মানদণ্ড কী?
ডক্টর রায়ের মতে, 'Dante' সম্ভবত নিজেকে ঈশ্বরের প্রেরিত দূত মনে করে, যারা পৃথিবীতে পাপীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য এসেছে এবং তার প্রতিটি হত্যাকাণ্ড 'ইনফার্নো'র একটি জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। তার শৈশবের নিষ্ঠুরতা এবং মায়ের অনুপস্থিতি হয়তো তার মধ্যে এক বিকৃত নৈতিক ধারণা তৈরি করেছে, যেখানে সে নিজেই ন্যায়বিচারক এবং জল্লাদ। আমাদের এখন প্রতিটি ভিকটিমের অতীত এবং তাদের জীবনের অন্ধকার দিকগুলো খতিয়ে দেখতে হবে, যা হয়তো খুনির বিকৃত বিচারের মানদণ্ড বুঝতে সাহায্য করবে এবং তার পরবর্তী শিকার সম্পর্কে ধারণা দিতে পারে।

অধ্যায় ৬৮

অতীতের সুর, সম্পর্কের জটিলতা, এক নৃত্যশিল্পীর গোপন অধ্যায় আমার অনুসন্ধানে

রিয়া আমিনের সাত বছর আগের হত্যাকাণ্ড 'Dante' রহস্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হয়ে উঠতে পারে—এই ভাবনা থেকেই আজম ওসমান এবং আমি তার অতীত জীবন খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করলাম। রিয়া ছিলেন একজন প্রতিভাবান নৃত্যশিল্পী, তাই আমাদের প্রথম লক্ষ্য ছিল তার শিক্ষাজীবন এবং কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে বিস্তারিত জানা।
আজম ওসমান রিয়া আমিনের শিক্ষাগত যোগ্যতার তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগাযোগ করেন। অবশেষে জানা যায়, রিয়া প্যারিসের বিখ্যাত সরবোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ওয়েস্টার্ন ডান্সের উপর স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। এই তথ্যটি আমাদের বিশেষভাবে আগ্রহী করে তোলে, কারণ মিশেল চৌধুরীও একই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। এই অপ্রত্যাশিত সংযোগ কি শুধুই কাকতালীয়, নাকি এর পেছনে কোনো গভীর সম্পর্ক লুকিয়ে আছে?
এই নতুন সূত্র ধরে আমরা রিয়া আমিনের প্যারিসের জীবন সম্পর্কে খোঁজ নিতে শুরু করি। তার বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুদের এবং নৃত্যকলার সাথে যুক্ত পরিচিতদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। দীর্ঘ চেষ্টার পর আমরা রিয়ার এক পুরোনো বান্ধবী, এলেনা রোমেরোর সন্ধান পাই, যিনি বর্তমানে প্যারিসেই বসবাস করেন। এলেনা রিয়ার সাথে তার বিশ্ববিদ্যালয় জীবন এবং ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে কথা বলতে রাজি হন।
এলেনার সাথে আমার দীর্ঘ আলোচনায় রিয়ার জীবনের বেশ কিছু অজানা দিক উঠে আসে। রিয়া ছিলেন অত্যন্ত প্রাণবন্ত এবং আবেগপ্রবণ একটি মেয়ে, নৃত্যের প্রতি তার ছিল অগাধ ভালোবাসা। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তার জীবনে একটি জটিল সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। এলেনা জানান, রিয়ার তার এক সহপাঠীর সাথে গভীর প্রেমের সম্পর্ক ছিল, কিন্তু সেই সম্পর্কটি স্থায়ী হয়নি।
এলেনা আরও একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় রিয়া গর্ভবতী হয়ে পড়েছিলেন। সেই সময় তার প্রেমিক তাকে বিয়ে করতে রাজি না হওয়ায় এবং পারিবারিক চাপে পড়ে রিয়া প্যারিসেই গর্ভপাত করাতে বাধ্য হন। এই ঘটনা রিয়ার জীবনে একটি গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে এবং তার মানসিক স্বাস্থ্যের উপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল। এলেনা জানান, গর্ভপাতের পর রিয়া কিছুটা withdrawn হয়ে যান এবং তার মধ্যে এক ধরনের চাপা কষ্ট দেখা যেত।
আমরা রিয়ার সেই প্রাক্তন প্রেমিকের পরিচয় জানার চেষ্টা করি, কিন্তু এলেনা তার নাম বা অন্য কোনো বিস্তারিত তথ্য দিতে পারেননি। তবে তিনি জানান, সেই ছেলেটিও সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল এবং সম্ভবত কলা বিভাগে পড়ত। আজম ওসমান প্যারিসের সেই সময়ের সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের প্রাক্তন ছাত্রদের তালিকা সংগ্রহ করার চেষ্টা করছেন। আমাদের ধারণা, সেই রহস্যময় প্রেমিক হয়তো মিশেল চৌধুরীও হতে পারে। যদিও এর কোনো সরাসরি প্রমাণ এখনও আমাদের হাতে নেই, তবুও একই বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের পড়াশোনা এবং রিয়ার গর্ভপাতের ঘটনা—এই দুটি

বিষয় একটি সম্ভাব্য সংযোগের ইঙ্গিত দেয়।
আমরা রিয়ার বাংলাদেশে ফিরে আসার কারণ এবং তার পরবর্তী জীবন সম্পর্কেও খোঁজ নিই। জানা যায়, প্যারিসের সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার পর রিয়া মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন এবং কিছুদিনের মধ্যেই বাংলাদেশে ফিরে আসেন। এখানে তিনি একটি নৃত্যনাট্য দলে যোগ দেন এবং ধীরে ধীরে নিজের জীবন নতুন করে শুরু করার চেষ্টা করেন।
তবে তার মনে কি সেই পুরোনো আঘাতের রেশ ছিল? গর্ভপাতের সেই কষ্ট কি তাকে তাড়া করে বেড়াত? হয়তো সেই গোপন সম্পর্কের জের ধরেই সাত বছর আগে তার হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল।
এই অনুসন্ধানে রিয়া আমিনের ব্যক্তিগত জীবনের যে অন্ধকার দিকটি উঠে এলো, তা ‘Dante’ রহস্যের একটি নতুন দরজা খুলে দিতে পারে। তার প্যারিসের জীবন, তার গোপন সম্পর্ক, তার গর্ভপাত—এইসব তথ্য হয়তো খুনির মোটিভ বুঝতে আমাদের সাহায্য করতে পারে। যদি মিশেল চৌধুরী সেই রহস্যময় প্রেমিক হন, তবে রিয়ার প্রতি তার কি ধরনের অনুভূতি ছিল? কেন সাত বছর পর রিয়াকে একই কায়দায় হত্যা করা হলো?
এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আজম ওসমান এবং আমি আরও গভীরে অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে লাগলাম। রিয়া আমিনের অতীত জীবনের এই গোপন অধ্যায় হয়তো ‘Dante’-র মুখোশের আড়ালের আসল পরিচয় উন্মোচন করতে সহায়ক হবে।

অধ্যায় ৬৯

অতীতের প্রতিধ্বনি, অনুশোচনার ছায়া, এক প্রেমিকের বেদনাহত স্মৃতি আমার অনুসন্ধানে

রিয়া আমিনের প্যারিসের জীবন এবং তার গোপন সম্পর্কের সূত্র ধরে আমরা উইলসন হারহার্টের সন্ধান পাই। তিনি রিয়া আমিনের সেই সময়ের প্রেমিক ছিলেন এবং বর্তমানে প্যারিসেই বসবাস করছেন। আজম ওসমান এবং আমি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে তার সাথে কথা বলার ব্যবস্থা করি।
উইলসন হারহার্টের মুখ বিষণ্ণতায় ভরা ছিল। দীর্ঘ সাত বছর আগের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তার চোখে বেদনার ছায়া পড়েছিল। তিনি রিয়াকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন এবং তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলোর কথা স্পষ্ট মনে করতে পারছিলেন।
উইলসন জানান, রিয়া যখন গর্ভবতী হন, তখন তিনি অত্যন্ত লজ্জিত এবং ভীত ছিলেন। বাংলাদেশের মতো রক্ষণশীল সমাজে তার পরিবার এবং আত্মীয়-স্বজন এই ঘটনা কীভাবে নেবে, তা নিয়ে তিনি চরম উদ্বেগে ছিলেন। উইলসন রিয়াকে আশ্বস্ত করেছিলেন এবং তাদের দুজনের ভবিষ্যৎ জীবনের সুন্দর স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন তাদের সন্তান জন্ম নিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শেষ করে তারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবেন।
কিন্তু রিয়ার মনে ছিল অন্য চিন্তা। বাংলাদেশের রক্ষণশীল প্রেক্ষাপট, সমাজের কটু কথা এবং পরিবারের সম্মান—এইসব বিষয় তাকে প্রতিনিয়ত কুরে কুরে খাচ্ছিল। উইলসন জানান, রিয়া বারবার বলতেন, তার পরিবার কখনোই এই সম্পর্ক মেনে নেবে না এবং একটি অবিবাহিত মায়ের কলঙ্ক নিয়ে তিনি বাংলাদেশে মুখ দেখাতে পারবেন না। ধর্মের অনুশাসন এবং সামাজিক রীতিনীতিও তার সিদ্ধান্তের পেছনে একটি বড় ভূমিকা পালন করেছিল।
উইলসনের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও, রিয়া শেষ পর্যন্ত প্যারিসেই গর্ভপাত করান। এই ঘটনা তাদের সম্পর্কের উপর একটি গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে। উইলসন জানান, রিয়া এরপর থেকে আরও বেশি নীরব এবং বিষণ্ণ হয়ে পড়েন। তাদের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকে এবং একসময় তাদের সম্পর্ক ভেঙে যায়।
উইলসন আরও জানান, গর্ভপাতের কিছুদিন পর রিয়া বাংলাদেশে ফিরে আসেন। তিনি শুনেছিলেন, বাংলাদেশে আসার কয়েক বছর পর রিয়ার বিয়ে হয়েছে—একজন চলচ্চিত্র পরিচালকের সাথে। উইলসন সেই খবর শুনে ব্যথিত হয়েছিলেন, কিন্তু রিয়ার সুখের জন্য তিনি নীরবতা বজায় রেখেছিলেন।
রিয়ার হত্যাকাণ্ডের খবর উইলসন সম্প্রতি জানতে পারেন এবং তিনি গভীরভাবে শোকাহত। তিনি কখনোই ভাবতে পারেননি রিয়ার এমন মর্মান্তিক পরিণতি হবে।
উইলসনের সাথে কথা বলার পর রিয়া আমিনের জীবনের একটি করুণ চিত্র আমাদের সামনে ফুটে ওঠে। একটি ভুল সিদ্ধান্ত, সামাজিক চাপ এবং অনুশোচনার দীর্ঘশ্বাস—এইসব মিলিয়ে তার জীবন জটিলতায় পূর্ণ ছিল। কিন্তু কেন সাত বছর পর তাকে এমন নৃশংসভাবে হত্যা করা হলো? তার প্যারিসের অতীতের সাথে কি এই হত্যাকাণ্ডের কোনো সম্পর্ক আছে? উইলসন হারহার্ট কি কোনোভাবে এই ঘটনার সাথে জড়িত থাকতে পারেন? যদিও তার বক্তব্যে রিয়ার প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং হারানোর বেদনা স্পষ্ট ছিল, তবুও আমাদের সব সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে হবে।
রিয়ার বাংলাদেশে ফিরে এসে চলচ্চিত্র পরিচালকের সাথে বিয়ে হওয়ার তথ্য আমাদের তদন্তের নতুন একটি দিক খুলে দিল।

সেই পরিচালকের পরিচয়, তার সাথে রিয়ার সম্পর্ক এবং তাদের দাম্পত্য জীবন—এইসব তথ্য হয়তো রিয়ার হত্যাকাণ্ডের রহস্য উন্মোচনে সাহায্য করতে পারে।

অধ্যায় ৭০

অতীতের পাতাঝরা দিন, সম্পর্কের ভাঙন, এক পরিচালকের নীরব সাক্ষ্য আমার অনুসন্ধানে

রিয়া আমিনের প্যারিসের জীবনের পর তার বাংলাদেশের জীবনও আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। উইলসন হারহার্টের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, রিয়া বাংলাদেশে আসার কয়েক বছর পর একজন চলচ্চিত্র পরিচালকের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। এই তথ্যটি আমাদের তদন্তে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করলো। সেই পরিচালকের পরিচয় জানা এবং তার সাথে কথা বলা—রিয়ার হত্যাকাণ্ডের মোটিভ বুঝতে হয়তো সহায়ক হতে পারে।

আজম ওসমান এবং আমি সেই চলচ্চিত্র পরিচালকের সন্ধান শুরু করি। বেশ কিছু অনুসন্ধানের পর আমরা জানতে পারি, রিয়া আমিনের স্বামী ছিলেন তরুণ এবং প্রতিশ্রুতিশীল পরিচালক তালাত মাহমুদ। তাদের বিয়ে প্রায় চার বছর টিকেছিল এবং তিন বছর আগে তাদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যায়। তালাত বর্তমানে ঢাকাতেই বসবাস করেন। আমরা তার সাথে একটি সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করি।

তালাত মাহমুদের চেহারায় বিষণ্নতার ছাপ স্পষ্ট। রিয়া আমিনের কথা উঠতেই তার চোখ মলিন হয়ে ওঠে। তিনি জানান, রিয়া ছিলেন একজন অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী নৃত্যশিল্পী এবং তাদের দুজনের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠতে বেশি সময় লাগেনি। তাদের বিয়েটা প্রেমের পরিণতি ছিল।

তবে তালাত জানান, বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই রিয়ার মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা লক্ষ্য করা যেত। তিনি প্রায়ই আনমনা থাকতেন এবং তার চোখে এক গভীর বিষাদের ছায়া দেখা যেত। তালাত অনেকবার কারণ জানতে চেয়েও কোনো সদুত্তর পাননি। রিয়া তার অতীত নিয়ে কোনো কথা বলতে চাইতেন না।

তালাত জানান, তাদের দাম্পত্য জীবনে ধীরে ধীরে দূরত্ব বাড়তে শুরু করে। রিয়া ক্রমশ নীরব এবং অন্তর্মুখী হয়ে পড়েন। তাদের মধ্যে স্বাভাবিক কথোপকথন কমে যায় এবং এক ধরনের নীরবতা তাদের সম্পর্ককে গ্রাস করে। তালাত অনেক চেষ্টা করেও রিয়ার ভেতরের কষ্ট বুঝতে পারেননি।

তাদের বিবাহবিচ্ছেদের কারণ সম্পর্কে তালাত সরাসরি কিছু বলতে চাননি। শুধু এটুকুই জানান, তাদের দুজনের মধ্যে মানসিক দূরত্ব তৈরি হয়েছিল এবং তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে একসাথে থাকা তাদের দুজনের জন্যই কষ্টকর। বিবাহবিচ্ছেদ শান্তিপূর্ণভাবেই হয়েছিল এবং তারা একে অপরের সাথে যোগাযোগ রাখতেন না।

রিয়ার প্যারিসের জীবনের কথা তালাত জানতেন না। তার গর্ভপাত বা উইলসন হারহার্টের সাথে সম্পর্কের বিষয়ে তিনি কিছুই অবগত ছিলেন না। এই তথ্য শুনে তিনি কিছুটা স্তম্ভিত হয়ে যান এবং বলেন, রিয়া কখনোই তার অতীতের এই দিকটি তার কাছে প্রকাশ করেননি।

রিয়ার হত্যাকাণ্ড নিয়ে তালাত গভীর শোক প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, রিয়া ছিলেন একজন সংবেদনশীল এবং ভালো মনের মানুষ। তার এমন মর্মান্তিক পরিণতি তিনি কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছেন না। তবে রিয়ার হত্যাকাণ্ডের পেছনে কে বা কারা থাকতে পারে, সে সম্পর্কে তার কোনো ধারণা নেই। তিনি জানান, রিয়ার তেমন কোনো শত্রু ছিল না বলেই তিনি জানেন।

তালাত মাহমুদের সাথে কথা বলার পর রিয়া আমিনের জীবনের একটি নতুন চিত্র আমাদের সামনে উন্মোচিত হলো। প্যারিসের তিক্ত অভিজ্ঞতা এবং গর্ভপাতের কষ্ট হয়তো তাকে দীর্ঘকাল তাড়া করে ফিরেছিল, যার প্রভাব তার দাম্পত্য জীবনেও পড়েছিল। কিন্তু কেন তার অতীত জীবনের সেই গোপন অধ্যায় সাত বছর পর তার মৃত্যুর কারণ হবে? তালাত মাহমুদ কি সত্যিই রিয়ার অতীতের কিছুই জানতেন না? নাকি তিনি কোনো তথ্য গোপন করছেন?

আমাদের এখন রিয়ার বিবাহিত জীবন এবং তার বিবাহবিচ্ছেদের কারণ আরও গভীরভাবে খতিয়ে দেখতে হবে। তালাত মাহমুদের নীরবতা এবং তার অজানার ভান—এইসব বিষয় আমাদের মনে কিছু প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে। রিয়ার হত্যাকাণ্ডের রহস্য উন্মোচনের জন্য আমাদের প্রতিটি সম্পর্কের স্তর এবং অতীতের প্রতিটি অন্ধকার দিক খতিয়ে দেখতে হবে।

অধ্যায় ৭১

অতীতের অলিগলি, প্রতারণার কুটিল জাল, ‘Dante’-র শিকারের পাপের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান আমার সর্বব্যাপী দৃষ্টি

জ্যাঁ সোনিয়েরের বীভৎস হত্যাকাণ্ড এবং রিয়া আমিনের করুণ অতীত—এই দুটি ঘটনাই যেন ‘Dante’-র শিকার নির্বাচনের রহস্যের গভীরে ডুব দেওয়ার জন্য আমাদের আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে গেল। সহকারী অফিসার আজম ওসমান, পদে অবনমন হলেও তার প্রখর গোয়েন্দা বুদ্ধি এবং অনুসন্ধিৎসু মন বিন্দুমাত্র স্তিমিত হয়নি। তিনি উপলব্ধি করছিলেন, এই ভয়ঙ্কর ধাঁধার সমাধান করতে হলে আমাদের ‘Dante’-র প্রতিটি শিকারের জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি, তাদের সম্পর্কের জটিলতা এবং তাদের দ্বারা সংঘটিত প্রতারণার স্বরূপ আরও গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে। একটি সুপ্ত প্যাটার্ন হয়তো অপেক্ষা করছে, যা উন্মোচিত হলেই এই রক্তাক্ত শিল্পীর উদ্দেশ্য এবং তার পরবর্তী পদক্ষেপের পূর্বাভাস পাওয়া যেতে পারে। আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি, ‘Dante’-র শিকার হওয়া প্রত্যেক নারীই কোনো না কোনোভাবে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছেন বা প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছেন। এখন সেই বিশ্বাসঘাতকতার উৎস এবং গভীরতা অনুসন্ধান করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।

আজম ওসমান একটি সুচিন্তিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। এই কেসের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ‘Dante’-র শিকার হওয়া চারজন নারী—শায়ানা, মিতালী, জ্যাঁ সোনিয়ে (লুসি), এবং রিয়া আমিন—প্রত্যেকের জীবনের প্রতিটি স্তর, তাদের পেশাগত এবং ব্যক্তিগত সম্পর্ক, তাদের গোপন অভিসন্ধি এবং তাদের দ্বারা প্রতারিত হওয়া ব্যক্তিদের খুঁজে বের করার জন্য আমরা ঝাঁপিয়ে পড়লাম। এই কাজটি নিঃসন্দেহে দীর্ঘ এবং ক্লান্তিকর, তবে আজম বিশ্বাস করতেন, এই পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানের মাধ্যমেই আমরা ‘Dante’-র মুখোশের আড়ালের আসল পরিচয় এবং তার বিকৃত মানসিকতার শিকড় পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম হবো।

প্রথম শিকার ছিলেন শায়ানা, সেই সম্ভাবনাময় মডেল (অধ্যায় ১)। তার উজ্জ্বল ক্যারিয়ারের আড়ালে লুকিয়ে থাকা অন্ধকার জগৎ উন্মোচন করার জন্য আমরা তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সহকর্মী, ফটোগ্রাফার এবং বিভিন্ন ফ্যাশন হাউসের কর্মকর্তাদের সাথে আবারও বিস্তারিতভাবে কথা বলি। তাদের কাছ থেকে আমরা জানতে পারি, শায়ানা সাফল্যের সিঁড়িতে দ্রুত আরোহণ করার জন্য নির্দ্বিধায় অন্যদের পথে কাঁটা বিছাতেন। উঠতি মডেলদের সম্পর্কে তিনি কুৎসা রটাতেন, প্রভাবশালী পরিচালকদের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরি করে তাদের দুর্বলতার সুযোগ নিতেন এবং বহুবার প্রতিশ্রুতির বরখেলাপ করে অন্যদের সুযোগ কেড়ে নিতেন। তার ব্যক্তিগত জীবনে একাধিক বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক ছিল, যা তার প্রেমিক এবং তাদের স্ত্রীদের মধ্যে তীব্র বিদ্বেষের জন্ম দিয়েছিল। আমরা সেইসব ক্ষুব্ধ ব্যক্তিদের তালিকা তৈরি করছি, যারা শায়ানার প্রতারণার শিকার হয়েছিলেন এবং যাদের মনে তার প্রতি তীব্র ঘৃণা জমা ছিল। শায়ানার শরীরে পাওয়া সূক্ষ্ম এবং গভীর ক্ষতচিহ্নগুলো কি তার বিশ্বাসঘাতকতার প্রতীক? প্রতিটি কাটের গভীরতা কি তার দ্বারা সৃষ্ট মানসিক কষ্টের তীব্রতা নির্দেশ করে?

দ্বিতীয় শিকার ছিলেন মিতালী, সেই প্রভাবশালী এবং কঠোর ব্যবসায়ী (অধ্যায় ১৫)। তার ব্যবসায়িক সাম্রাজ্যের বিস্তার এবং তার লৌহ কঠিন ব্যক্তিত্বের আড়ালে কী ধরনের অনৈতিক কার্যকলাপ লুকিয়ে ছিল, তা জানার জন্য আমরা তার প্রাক্তন ব্যবসায়িক অংশীদার, বিশ্বস্ত কর্মচারী এবং তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে দীর্ঘ আলোচনা করি। তাদের কাছ থেকে আমরা জানতে পারি, মিতালী তার ব্যবসায়িক প্রতিপত্তি বাড়ানোর জন্য বহু বেআইনি এবং নীতিগর্হিত কাজ করেছেন। তিনি শেয়ার বাজারে কারচুপি করতেন, শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি দিতেন না এবং বহু অবৈধ চুক্তির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করতেন, যা বহু ছোট ব্যবসায়ীর পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার ব্যক্তিগত জীবনেও একাধিক বিতর্কিত এবং অসংলগ্ন সম্পর্ক ছিল, যা অনেক পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি করেছিল। মিতালীর প্রতারণার শিকার হওয়া সেইসব নিঃস্ব এবং অপমানিত ব্যবসায়ীদের তালিকা আমরা তৈরি করছি, যারা তার উপর চরম ক্ষুব্ধ ছিলেন। তার শরীরে আঁকা জটিল জ্যামিতিক নকশা কি তার অর্থনৈতিক দুর্নীতি এবং নিষ্ঠুরতার প্রতীক? প্রতিটি রেখার তীক্ষ্ণতা কি তার দ্বারা প্রতারিত হওয়া মানুষের কষ্টের তীব্রতা বোঝায়?

তৃতীয় শিকার ছিলেন জ্যাঁ সোনিয়ে (লুসি), সেই ছদ্মবেশী এবং ধূর্ত নারী পাচারকারী (অধ্যায় ৬৫)। তার অন্ধকার জগতের প্রতিটি স্তর এবং নারী পাচারের মতো ঘৃণ্য ব্যবসার সাথে তার দীর্ঘদিনের সংযোগ আমাদের অজানা নয়। তার পাচারের শিকার হওয়া অসংখ্য তরুণীর জীবন তিনি নির্মমভাবে ধ্বংস করেছেন, বহু পরিবার ভেঙেছে তার অমানবিক ব্যবসার কারণে। তার ফরাসী এবং স্থানীয় সহযোগীদের পরিচয় জানার জন্য আমাদের তদন্তকারীরা দিনরাত কাজ করে চলেছে। তার অসংখ্য শত্রু থাকার সম্ভাবনাও প্রবল। তার পেটের নাড়িভুঁড়ি বের করে নেওয়ার মতো বীভৎসতা কি তার দ্বারা নির্যাতিত এবং নিহত হওয়া অসংখ্য ভুক্তভোগীর নীরব অভিশাপ? তার জীবনের শেষ দিনগুলোতে তিনি কাদের

সাথে সবচেয়ে বেশি যোগাযোগ রাখতেন, সেই তথ্য আমরা কল রেকর্ডের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করে জানার চেষ্টা করছি। তার ডায়েরির প্রতিটি সাংকেতিক শব্দ এবং অক্ষরের অর্থ উদ্ধারের জন্য ভাষাবিদদের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে, হয়তো সেখানে তার প্রতারণার আরও ভয়ংকর এবং গোপন তথ্য লুকিয়ে আছে। তার শরীরে খোদাই করা জটিল নকশা কি তার দীর্ঘদিনের পাপের দীর্ঘ এবং অন্ধকার তালিকা?

চতুর্থ শিকার, রিয়া আমিনের প্যারিসের বেদনাবিধুর অতীত এবং বাংলাদেশে তার বিবাহিত জীবনের ভাঙন—এইসব তথ্য আমরা তার প্রাক্তন প্রেমিক উইলসন হারহার্ট (অধ্যায় ৭১) এবং প্রাক্তন স্বামী তালাত মাহমুদের (অধ্যায় ৭২) কাছ থেকে পেয়েছি। তার গর্ভপাতের ঘটনা, উইলসন হারহার্টের সাথে তার সম্পর্ক এবং তালাতের কাছে সেই সম্পর্কের কথা গোপন রাখা—এইসব বিষয় তার মানসিক অবস্থাকে হয়তো দীর্ঘকাল প্রভাবিত করেছিল। তালাতের সাথে তার দূরত্ব এবং তাদের বিবাহবিচ্ছেদের পেছনেও কি কোনো গোপন প্রতারণা ছিল? রিয়ার নৃত্যকলার জগৎ, তার সহকর্মী এবং তার ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে আর কাকে তিনি ঠকিয়েছিলেন? তার শরীরে পাওয়া গভীর এবং এলোমেলো ক্ষতগুলো কি তার গোপন অনুশোচনা এবং মানসিক যন্ত্রণার প্রতীক? তার জীবনের সেই অন্ধকার অধ্যায়ের সাথে বর্তমান হত্যাকাণ্ডের কোনো যোগসূত্র আছে কিনা, তা জানার জন্য আমরা তার প্যারিসের এবং বাংলাদেশের বন্ধুদের সাথে আরও বিস্তারিতভাবে কথা বলছি।

আজম ওসমান আবারও ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ আলি জাফরকে অনুরোধ করেন প্রতিটি ভিক্টিমের শরীরে পাওয়া কাটার চিহ্নের ধরণ, গভীরতা এবং তাদের বিন্যাস অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে বিশ্লেষণ করতে। এই চিহ্নগুলো কি শুধুই এলোমেলো এবং উদ্দেশ্যহীন আঘাত, নাকি এদের কোনো সুনির্দিষ্ট অর্থ আছে? 'ইনফার্নো'র বিভিন্ন স্তরের পাপ, বিশেষত বিশ্বাসঘাতকতা এবং প্রতারণার শাস্তির সাথে এই চিহ্নগুলোর কোনো প্রতীকী সম্পর্ক আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখার জন্য আমরা আবারও ডক্টর রায়ের মূল্যবান সাহায্য চাইবো।

এই মুহূর্তে আমাদের হাতে চারজন নারীর জীবনের অন্ধকার দিকগুলোর একটি ক্রমশ স্পষ্ট চিত্র তৈরি হচ্ছে। শায়ানার উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং নির্লজ্জ প্রতারণা, মিতালীর ব্যবসায়িক দুর্নীতি এবং নির্মমতা, জ্যাঁ সোনিয়েরের ঘৃণ্য অপরাধ জগৎ এবং রিয়া আমিনের গোপন অতীত ও সম্পর্কের জটিলতা—এই চারটি ভিন্ন জীবনের অন্ধকার দিক কি 'Dante'-র শিকার নির্বাচনের মূল সূত্র? সে কি তাদের প্রতারণার ধরণ, গভীরতা এবং তাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তাদের শাস্তি দিচ্ছে? আমাদের এখন এই চারজনের জীবনের আরও গভীরে প্রবেশ করতে হবে, তাদের দ্বারা প্রতারিত হওয়া প্রতিটি ব্যক্তি, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং তাদের মধ্যে কোনো গোপন যোগসূত্র আছে কিনা, তা খুঁজে বের করতে হবে।

এই দীর্ঘ এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানের মাধ্যমেই আমরা 'Dante'-র শিকারের পাপের স্বরূপ উন্মোচন করার কঠিন যাত্রা শুরু করেছি। প্রতিটি ভিক্টিমের জীবনের অন্ধকারতম কোণে আলো ফেলে আমরা সেই ভয়ঙ্কর সূত্রটি খুঁজে বের করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, যা অবশেষে আমাদের 'Dante'-র মুখোশের আড়ালের আসল পরিচয় এবং তার বিকৃত বিচারের চূড়ান্ত রহস্যের কাছে পৌঁছে দেবে। এই পথ কঠিন এবং বন্ধুর, তবে আমরা থামবো না—এই রক্তাক্ত শিল্পীর ক্যানভাসের শেষ আঁচড় আমাদেরকেই টানতে হবে।

অধ্যায় ৭২

অবসরের আহ্বান, শিল্পীর বিদায়বেলা, 'এক শেষ নৃত্য'—আলোড়ন তোলা সংবাদ আমার দৃষ্টিতে

শহরের শিল্পকলা জগতে হঠাৎ করেই এক চাঞ্চল্যকর খবর ছড়িয়ে পড়লো। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী মিশেল চৌধুরী, দীর্ঘ এবং বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের পর, অবশেষে অবসর নিতে চলেছেন। এবং তার বিদায়ের আগে তিনি একটি শেষ, আন্তর্জাতিক মানের শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করতে চান—নিজের জন্মভূমিতেই। খবরটি এতটাই অপ্রত্যাশিত ছিল যে মুহূর্তের মধ্যেই তা মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হলো।

মিশেল চৌধুরীর ব্যক্তিগত সহকারী, মিসেস ফারহানা রহমান, একটি জাঁকজমকপূর্ণ সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এই ঘোষণা করেন। সারা বিশ্বের খ্যাতনামা শিল্পী, শিল্প সমালোচক এবং স্পন্সরদের উপস্থিতিতে মিসেস রহমান জানান, মিশেল চৌধুরী তার দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন পূরণ করতে চলেছেন—একটি আন্তর্জাতিক মানের প্রদর্শনী আয়োজনের মাধ্যমে তার শিল্পকর্মের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলো নিজ দেশের মানুষের সামনে তুলে ধরতে। এই প্রদর্শনীর নামকরণ করা হয়েছে "One Last Dance"।

সংবাদ সম্মেলনে মিসেস রহমান আরও জানান, এই প্রদর্শনীতে মিশেল চৌধুরীর জীবনের উল্লেখযোগ্য কাজগুলো স্থান পাবে, যা তার শিল্পী জীবনের বিভিন্ন পর্যায়কে তুলে ধরবে। এটি কেবল একটি শিল্প প্রদর্শনীই হবে না, বরং এটি হবে শিল্পের প্রতি তার দীর্ঘদিনের আবেগ এবং ভালোবাসার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য। মিসেস রহমান এই প্রদর্শনীকে এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত হিসেবে বর্ণনা করেন এবং জানান, সারা বিশ্ব থেকে বহু প্রখ্যাত শিল্পী ও স্পন্সর এই অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

এই ঘোষণার পরপরই শহরের সমস্ত টেলিভিশন চ্যানেল, সংবাদপত্র এবং অনলাইন নিউজ পোর্টাল এই খবরটি গুরুত্বের সাথে প্রচার করতে শুরু করলো। সোশ্যাল মিডিয়ায় "One Last Dance" হ্যাশট্যাগটি দ্রুত ট্রেন্ডিং হয়ে ওঠে। শিল্পকলা প্রেমী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত—সকলেই মিশেল চৌধুরীর এই শেষ প্রদর্শনী নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করে। তার দীর্ঘ কর্মজীবনের মূল্যায়ন, তার শিল্পের বৈশিষ্ট্য এবং এই শেষ প্রদর্শনীতে কী চমক থাকতে পারে—এইসব নিয়ে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়।

আজম ওসমান এবং আমি যখন এই খবরটি জানতে পারি, তখন আমরা দুজনেই হতবাক হয়ে যাই। মিশেল চৌধুরী যে এত গোপনে দেশে ফিরে এসে তার শেষ প্রদর্শনীর প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তা আমাদের ধারণারও বাইরে ছিল। এতদিন আমরা তাকে দেশের বাইরে মনে করে তদন্তের গতি কিছুটা কমিয়েছিলাম। কিন্তু তার এই অপ্রত্যাশিত প্রত্যাবর্তন যেন আমাদের তদন্তে এক নতুন মোড় এনে দিল।

“মিশেল চৌধুরী দেশে ফিরে এসেছেন?” আজম ওসমান বিস্ময়ের সাথে বললেন, খবরের কাগজের পাতা থেকে চোখ না সরিয়ে। “কবে এলেন? আমরা তো কিছুই জানতে পারিনি।”

আমি ল্যাপটপের স্ক্রিনে চোখ বুলিয়ে বিভিন্ন নিউজ পোর্টাল স্ক্রল করছিলাম। “মনে হচ্ছে বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এত বড় একটা আন্তর্জাতিক ইভেন্ট আয়োজন করতে তো সময় লাগে।”

আজম ওসমানের মুখ চিন্তিত হয়ে উঠলো। “তার এই শেষ প্রদর্শনী কি শুধুই অবসর নেওয়ার একটি আনুষ্ঠানিকতা, নাকি এর পেছনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে? ‘Dante’-র পরবর্তী শিকার কি এই প্রদর্শনীকে কেন্দ্র করে হতে পারে?”

আমার মনেও একই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল। মিশেল চৌধুরীর এই আকস্মিক প্রত্যাবর্তন এবং তার "One Last Dance" —এই নামটি যেন রহস্যের আরও একটি স্তর যোগ করলো। নৃত্যের শেষ পদক্ষেপ যেমন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়, তেমনই কি এই প্রদর্শনী ‘Dante’-র শেষ এবং ভয়ঙ্কর কোনো পরিকল্পনার ইঙ্গিত?

আজম ওসমান দ্রুত তার ল্যাপটপ খুললেন এবং মিশেল চৌধুরীর সাম্প্রতিক গতিবিধি সম্পর্কে খোঁজ নিতে শুরু করলেন। তার দেশে আসার তারিখ, তার সাথে কারা যোগাযোগ রাখছে এবং প্রদর্শনীর প্রস্তুতি কোথায় চলছে—এইসব তথ্য জানার জন্য তিনি তার সোর্সদের কাজে লাগালেন।

আমিও আমার সাংবাদিক বন্ধুদের মাধ্যমে প্রদর্শনীর খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করতে লাগলাম। স্পন্সরদের তালিকা, আমন্ত্রিত অতিথিদের নাম এবং প্রদর্শনীর ভেন্যু—এইসব তথ্য আমাদের তদন্তে কোনো নতুন সূত্র দিতে পারে কিনা, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

মিশেল চৌধুরীর এই অপ্রত্যাশিত আগমন এবং তার শেষ প্রদর্শনীর ঘোষণা যেন আমাদের তদন্তের নিস্তেজ হয়ে পড়া স্রোতে আবারও গতি সঞ্চার করলো। এতদিন ধরে আমরা তন্নতন্ন করে তার অতীতের অন্ধকার দিক খুঁজেছি, তার সম্ভাব্য মোটিভ জানার চেষ্টা করেছি। এবার যখন তিনি আমাদের নাকের ডগায়, তখন আমাদের আরও সতর্ক এবং তৎপর হতে হবে। "One Last Dance" —এই বিদায় অনুষ্ঠানের মঞ্চ কি ‘Dante’-র শেষ খেলার ক্ষেত্র হতে চলেছে?

অধ্যায় ৭৩

অবসরের আহ্বান, শিল্পীর বিদায়বেলা, ‘এক শেষ নৃত্য’—আলোড়ন তোলা সংবাদ আমার দৃষ্টিতে

শহরের শিল্পকলা জগতে হঠাৎ করেই এক চাঞ্চল্যকর খবর ছড়িয়ে পড়লো। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী মিশেল চৌধুরী, দীর্ঘ এবং বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের পর, অবশেষে অবসর নিতে চলেছেন। এবং তার বিদায়ের আগে তিনি একটি শেষ, আন্তর্জাতিক মানের শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করতে চান—নিজের জন্মভূমিতেই। খবরটি এতটাই অপ্রত্যাশিত ছিল যে মুহূর্তের মধ্যেই তা মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হলো।

মিশেল চৌধুরীর ব্যক্তিগত সহকারী, মিসেস ফারহানা রহমান, একটি জাঁকজমকপূর্ণ সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এই ঘোষণা করেন। সারা বিশ্বের খ্যাতনামা শিল্পী, শিল্প সমালোচক এবং স্পন্সরদের উপস্থিতিতে মিসেস রহমান জানান, মিশেল চৌধুরী তার দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন পূরণ করতে চলেছেন—একটি আন্তর্জাতিক মানের প্রদর্শনী আয়োজনের মাধ্যমে তার শিল্পকর্মের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলো নিজ দেশের মানুষের সামনে তুলে ধরতে। এই প্রদর্শনীর নামকরণ করা হয়েছে "One Last

Dance"।
সংবাদ সম্মেলনে মিসেস রহমান আরও জানান, এই প্রদর্শনীতে মিশেল চৌধুরীর জীবনের উল্লেখযোগ্য কাজগুলো স্থান পাবে, যা তার শিল্পী জীবনের বিভিন্ন পর্যায়কে তুলে ধরবে। এটি কেবল একটি শিল্প প্রদর্শনীই হবে না, বরং এটি হবে শিল্পের প্রতি তার দীর্ঘদিনের আবেগ এবং ভালোবাসার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য। মিসেস রহমান এই প্রদর্শনীকে এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত হিসেবে বর্ণনা করেন এবং জানান, সারা বিশ্ব থেকে বহু প্রখ্যাত শিল্পী ও স্পন্সর এই অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
এই ঘোষণার পরপরই শহরের সমস্ত টেলিভিশন চ্যানেল, সংবাদপত্র এবং অনলাইন নিউজ পোর্টাল এই খবরটি গুরুত্বের সাথে প্রচার করতে শুরু করলো। সোশ্যাল মিডিয়ায় "One Last Dance" হ্যাশট্যাগটি দ্রুত ট্রেন্ডিং হয়ে ওঠে। শিল্পকলা প্রেমী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত—সকলেই মিশেল চৌধুরীর এই শেষ প্রদর্শনী নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করে। তার দীর্ঘ কর্মজীবনের মূল্যায়ন, তার শিল্পের বৈশিষ্ট্য এবং এই শেষ প্রদর্শনীতে কী চমক থাকতে পারে—এইসব নিয়ে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়।
আজম ওসমান এবং আমি যখন এই খবরটি জানতে পারি, তখন আমরা দুজনেই হতবাক হয়ে যাই। মিশেল চৌধুরী যে এত গোপনে দেশে ফিরে এসে তার শেষ প্রদর্শনীর প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তা আমাদের ধারণারও বাইরে ছিল। এতদিন আমরা তাকে দেশের বাইরে মনে করে তদন্তের গতি কিছুটা কমিয়েছিলাম। কিন্তু তার এই অপ্রত্যাশিত প্রত্যাবর্তন যেন আমাদের তদন্তে এক নতুন মোড় এনে দিল।
“মিশেল চৌধুরী দেশে ফিরে এসেছেন?” আজম ওসমান বিস্ময়ের সাথে বললেন, খবরের কাগজের পাতা থেকে চোখ না সরিয়ে। “কবে এলেন? আমরা তো কিছুই জানতে পারিনি।”
আমি ল্যাপটপের স্ক্রিনে চোখ বুলিয়ে বিভিন্ন নিউজ পোর্টাল স্ক্রল করছিলাম। “মনে হচ্ছে বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এত বড় একটা আন্তর্জাতিক ইভেন্ট আয়োজন করতে তো সময় লাগে।”
আজম ওসমানের মুখ চিন্তিত হয়ে উঠলো। “তার এই শেষ প্রদর্শনী কি শুধুই অবসর নেওয়ার একটি আনুষ্ঠানিকতা, নাকি এর পেছনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে? ‘Dante’-র পরবর্তী শিকার কি এই প্রদর্শনীকে কেন্দ্র করে হতে পারে?”
আমার মনেও একই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল। মিশেল চৌধুরীর এই আকস্মিক প্রত্যাবর্তন এবং তার "One Last Dance" —এই নামটি যেন রহস্যের আরও একটি স্তর যোগ করলো। নৃত্যের শেষ পদক্ষেপ যেমন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়, তেমনই কি এই প্রদর্শনী ‘Dante’-র শেষ এবং ভয়ঙ্কর কোনো পরিকল্পনার ইঙ্গিত?
আজম ওসমান দ্রুত তার ল্যাপটপ খুললেন এবং মিশেল চৌধুরীর সাম্প্রতিক গতিবিধি সম্পর্কে খোঁজ নিতে শুরু করলেন। তার দেশে আসার তারিখ, তার সাথে কারা যোগাযোগ রাখছে এবং প্রদর্শনীর প্রস্তুতি কোথায় চলছে—এইসব তথ্য জানার জন্য তিনি তার সোর্সদের কাজে লাগালেন।
আমিও আমার সাংবাদিক বন্ধুদের মাধ্যমে প্রদর্শনীর খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করতে লাগলাম। স্পন্সরদের তালিকা, আমন্ত্রিত অতিথিদের নাম এবং প্রদর্শনীর ভেন্যু—এইসব তথ্য আমাদের তদন্তে কোনো নতুন সূত্র দিতে পারে কিনা, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।
মিশেল চৌধুরীর এই অপ্রত্যাশিত আগমন এবং তার শেষ প্রদর্শনীর ঘোষণা যেন আমাদের তদন্তের নিস্তেজ হয়ে পড়া স্রোতে আবারও গতি সঞ্চার করলো। এতদিন ধরে আমরা তন্নতন্ন করে তার অতীতের অন্ধকার দিক খুঁজেছি, তার সম্ভাব্য মোটিভ জানার চেষ্টা করেছি। এবার যখন তিনি আমাদের নাকের ডগায়, তখন আমাদের আরও সতর্ক এবং তৎপর হতে হবে। "One Last Dance" —এই বিদায় অনুষ্ঠানের মঞ্চ কি ‘Dante’-র শেষ খেলার ক্ষেত্র হতে চলেছে?

অধ্যায় ৭৪

শিল্পের মঞ্চে মৃত্যুর ছায়া, রক্তের তুলি, জীবনের অন্তিম গান—আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি

মিশেল চৌধুরীর "One Last Dance" প্রদর্শনীর প্রথম দিন আজম ওসমান এবং আমি নির্ধারিত সময়ের কিছুক্ষণ আগেই সেখানে পৌঁছে যাই। চোখ ধাঁধানো আলোকসজ্জা, সুসজ্জিত গ্যালারি এবং শিল্পকলার প্রতি অনুরাগী মানুষের ভিড়—সব মিলিয়ে এক উৎসবমুখর পরিবেশ। তবে আমাদের দুজনের মনেই চাপা উত্তেজনা এবং উদ্বেগ বিরাজ করছিল। এই প্রদর্শনীর আড়ালে 'Dante' কোনো নতুন শিকারের সন্ধান করছে কিনা, অথবা তার নৃশংসতার কোনো নতুন নিদর্শন এখানে অপেক্ষা করছে কিনা—এই আশঙ্কাই আমাদের তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল।
প্রদর্শনীর প্রবেশদ্বার থেকে শুরু করে প্রতিটি গ্যালারির আনাচে-কানাচে আজম ওসমানের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। আগত

দর্শক, গ্যালারির কর্মীরা এবং বিশেষ করে মিশেল চৌধুরীর ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের প্রতিটি গতিবিধি তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। আমার দায়িত্ব ছিল সংবাদকর্মী হিসেবে স্বাভাবিকভাবে ঘুরে বেড়ানো এবং একই সাথে কোনো সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়লে তা আজমকে জানানো।

তবে আজমের প্রধান মনোযোগ ছিল প্রদর্শিত প্রতিটি শিল্পকর্মের দিকে। গ্যালারির দেয়ালে সারিবদ্ধভাবে টাঙানো প্রতিটি ওয়েল পেইন্টিংয়ের সামনে তিনি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগের সাথে সেগুলোর প্রতিটি রেখা, প্রতিটি রঙের ব্যবহার এবং প্রতিটি বিষয়ের অন্তর্নিহিত অর্থ বোঝার চেষ্টা করছিলেন। আমরা ইতিমধ্যেই ফরেনসিক রিপোর্টের মাধ্যমে জেনেছি, 'Dante' তার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর ভিক্টিমদের রক্ত ব্যবহার করে ওয়েল পেইন্টের সাথে মিশিয়ে অদ্ভুত কিছু প্রতীক তৈরি করত। এই প্রদর্শনীতে থাকা ছবিগুলোতেও কি সেই একই রক্তের ছোঁয়া লেগে আছে?

প্রদর্শিত প্রতিটি ছবিই যেন জীবন এবং মৃত্যুর এক গভীর দার্শনিক আলোচনা। কোনো ছবিতে নবজাতকের পৃথিবীতে আগমন এবং তার নিষ্পাপ মুখের প্রতিচ্ছবি, আবার কোনো ছবিতে বার্ধক্যের ক্লান্তিকর মুহূর্ত এবং ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়ার চিত্র। প্রকৃতির উত্থান-পতন, সৃষ্টির আনন্দ এবং ধ্বংসের বিষাদ—এইসব বিষয় মিশেল চৌধুরীর ক্যানভাসে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তবে এই আপাতদৃষ্টিতে স্বাভাবিক বিষয়বস্তুর আড়ালে কি কোনো গোপন বার্তা লুকিয়ে আছে? প্রতিটি ছবি কি 'Dante'-র শিকার হওয়া সেই নারীদের জীবনের কোনো বিশেষ মুহূর্ত বা তাদের 'পাপ'-এর ইঙ্গিত বহন করছে?

আজম ওসমান একটি বিশেষ ছবির সামনে এসে থমকে দাঁড়ালেন। ওয়েল পেইন্টিংটিতে একটি নারীর মুখ আঁকা, যার চোখে গভীর বিষাদের ছায়া। মুখের প্রতিটি রেখা যেন এক দীর্ঘশ্বাসের প্রতিচ্ছবি। আজম কিছুক্ষণ নীরবে ছবিটির দিকে তাকিয়ে রইলেন, যেন সেই বিষণ্ণ চোখের ভাষা বোঝার চেষ্টা করছেন। আমার মনে হলো, এই ছবিটি হয়তো রিয়া আমিনের বেদনাহত জীবনের কোনো প্রতিচ্ছবি।

এরপর আমরা আরেকটি ছবির সামনে দাঁড়াই। সেখানে একদল নারীর উল্লাস এবং অবাধ স্বাধীনতার চিত্র আঁকা। তাদের মুখের হাসি এবং শরীরের বাঁধনহারা ছন্দ যেন জীবনের জয়গান গাইছে। কিন্তু আজমের দৃষ্টি আটকে গেল ছবির এক কোণে আঁকা একটি ছোট, প্রায় অস্পষ্ট প্রতীকের দিকে। প্রতীকটি দেখতে অনেকটা শায়ানার শরীরে পাওয়া আঘাতের চিহ্নের মতো।

তৃতীয় আরেকটি ছবিতে দেখা যায় একদল ধনী মহিলার বিলাসবহুল জীবনযাপন। তাদের অহংকারপূর্ণ চাহনি এবং দাম্ভিক ভঙ্গি যেন তাদের ভেতরের শূন্যতাকে আড়াল করার ব্যর্থ চেষ্টা। ছবির রঙের ব্যবহার অত্যন্ত উজ্জ্বল হলেও, কোথাও যেন একটা শীতলতা অনুভব করা যাচ্ছিল। আমার মনে হলো, এই ছবিটি মিতালীর সেই দাম্ভিক এবং দুর্নীতিগ্রস্ত জীবনের প্রতিচ্ছবি হতে পারে।

সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ছবিটি ছিল প্রদর্শনীর একেবারে শেষ প্রান্তে। ওয়েল পেইন্টিংটিতে একটি বৃদ্ধা নারীর মুখের বিকৃত প্রতিচ্ছবি আঁকা, যার চোখে ভয় এবং যন্ত্রণার স্পষ্ট ছাপ। তার মুখের চারপাশে অসংখ্য ছোট ছোট হাতের ছাপ, যেন কেউ তাকে জাপটে ধরে রেখেছে। ছবিটি দেখে আমার শরীরে হিম স্রোত বয়ে গেল। এই ছবিটি কি জ্যাঁ সোনিয়েরের সেই বীভৎস পরিণতির ইঙ্গিত?

আজম ওসমান প্রতিটি ছবির খুব কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন। তার হাতে থাকা ছোট ম্যাগনিফাইং গ্লাসটি তিনি ক্যানভাসের প্রতিটি ইঞ্চি পরীক্ষা করার জন্য ব্যবহার করছিলেন। তিনি হয়তো রক্তের কোনো **সূক্ষ্ম** কণা বা অন্য কোনো অস্বাভাবিক চিহ্ন খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিলেন।

প্রদর্শনীর প্রথম দিন শেষ হওয়ার আগে আজম ওসমান আমার দিকে ফিরে বললেন, "তানভীন, এই ছবিগুলো শুধু শিল্পকর্ম নয়। আমার মনে হচ্ছে এর মধ্যে 'Dante' আমাদের জন্য কোনো বার্তা রেখে গেছে। প্রতিটি ছবি তার শিকার হওয়া নারীদের জীবনের কোনো না কোনো দিকের সাথে সম্পর্কিত। আমাদের এই প্রতীকগুলো বুঝতে হবে, তাদের জীবনের সেই অন্ধকার অধ্যায়গুলো আবার মনে করতে হবে।"

আমি আজমের কথায় সায় দিলাম। শিল্পকলার এই মঞ্চে যেন মৃত্যুর ঠান্ডা ছায়া নেমে এসেছে। রক্তের তুলিতে আঁকা জীবনের এই অন্তিম গান হয়তো আমাদের 'Dante'-র আসল পরিচয় এবং তার পরবর্তী শিকার সম্পর্কে মূল্যবান সূত্র দিতে পারে। আমাদের এখন প্রতিটি ছবির অন্তর্নিহিত অর্থ এবং তাদের সাথে ভিক্টিমদের জীবনের সংযোগ খুঁজে বের করার জন্য আরও গভীরভাবে অনুসন্ধান করতে হবে।

অধ্যায় ৭৬
শিল্পের গভীরে মনের অন্ধকার, প্রতীকের ভাষা, এক মনস্তত্ত্ববিদের বিশ্লেষণ—আমার অনুসন্ধানী দৃষ্টি
মিশেল চৌধুরীর "One Last Dance" প্রদর্শনীর প্রথম দিনের প্রতিটি শিল্পকর্ম আজম ওসমান তার মোবাইলে যত্নসহকারে ধারণ করেছিলেন। প্রদর্শনী শেষ হওয়ার পরই আমরা সরাসরি ডক্টর রায়ের চেম্বারে যাই। গ্যালারির উজ্জ্বল আলো থেকে ডক্টর রায়ের শান্ত, স্নিগ্ধ পরিবেশে প্রবেশ করে কিছুটা মানসিক শান্তি অনুভব করলাম, তবে সেই শিল্পকর্মগুলোর বীভৎসতা তখনও আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।
আজম ওসমান তার মোবাইল থেকে একটি একটি করে ছবি ডক্টর রায়কে দেখাতে শুরু করলেন। ডক্টর রায় প্রতিটি ছবি অত্যন্ত মনোযোগের সাথে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তার চোখে গভীর চিন্তার ছাপ স্পষ্ট ছিল। ওয়েল পেইন্টিংয়ের রঙের ব্যবহার, তুলির আঁচড় এবং ছবির বিষয়বস্তু—কোনো কিছুই তার দৃষ্টি এড়াচ্ছিল না।
প্রথম ছবিটি ছিল সেই বিষণ্ন নারীর মুখ। ডক্টর রায় কিছুক্ষণ নীরবে ছবিটির দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, “এই মুখ গভীর বেদনার প্রতিচ্ছবি। চোখের ভেতরের শূন্যতা এবং মুখের চাপা কষ্ট—এটি সম্ভবত দীর্ঘদিনের মানসিক যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ। শিল্পী হয়তো এই নারীর ভেতরের নিঃসঙ্গতা এবং হতাশা অনুভব করতে পেরেছিলেন।” আমরা ডক্টর রায়কে রিয়া আমিনের অতীত জীবনের কথা জানাই, তার প্যারিসের তিক্ত অভিজ্ঞতা এবং গর্ভপাতের কারণে তার মনে যে গভীর ক্ষত তৈরি হয়েছিল, সে কথা উল্লেখ করি। ডক্টর রায় মনোযোগ দিয়ে শুনলেন এবং বললেন, “হ্যাঁ, এই বিষণ্নতা সেই ধরনের আঘাতের ফল হতে পারে।”
এরপর আজম ওসমান সেই উল্লাসিত নারীদের ছবিটি দেখালেন, যেখানে একটি ছোট প্রতীক শায়ানার শরীরে পাওয়া আঘাতের চিহ্নের মতো দেখা যাচ্ছিল। ডক্টর রায় প্রতীকটি ভালোভাবে দেখে বললেন, “এই ধরনের প্রতীক সাধারণত কোনো নির্দিষ্ট ধারণা বা বিশ্বাসের প্রতিনিধিত্ব করে। এটি হয়তো শিল্পীর ব্যক্তিগত কোনো অভিজ্ঞতা বা দর্শনের সাথে সম্পর্কিত। শায়ানার ক্ষেত্রে, যদি তার শরীরে এই ধরনের আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়ে থাকে, তবে শিল্পী সম্ভবত সেই ঘটনার একটি মানসিক চিত্র তার ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন।”
তৃতীয় ছবিটি ছিল সেই বিলাসবহুল জীবনযাপন করা নারীদের। ডক্টর রায় ছবিটির রঙের ব্যবহার এবং নারীদের অভিব্যক্তি দেখে বললেন, “এই ছবিতে এক ধরনের কৃত্রিমতা এবং শূন্যতা স্পষ্ট। উজ্জ্বল রঙের আড়ালে এক ধরনের শীতলতা—এটি সম্ভবত সেইসব মানুষের প্রতি শিল্পীর বিতৃষ্ণা প্রকাশ করছে, যারা বাহ্যিক চাকচিক্যের মোহে নিজেদের ভেতরের মানবতাকে হারিয়ে ফেলে।” আমরা ডক্টর রায়কে মিতালীর ব্যবসায়িক দুর্নীতি এবং নিষ্ঠুরতার কথা জানাই। ডক্টর রায় বললেন, “তাহলে এই শীতলতা সেই ধরনের মানুষের ভেতরের কাঠিন্য এবং অন্যের প্রতি তাদের নির্দয়তাকে নির্দেশ করতে পারে।”
সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ছবিটি, সেই বৃদ্ধা নারীর বিকৃত মুখ এবং হাতের ছাপ—ডক্টর রায় সেটি দেখে কিছুক্ষণ চুপ রইলেন। তার মুখ কঠিন হয়ে গেল। ধীরে ধীরে তিনি বললেন, “এই ছবিটি অত্যন্ত disturbing। বিকৃত মুখ এবং আঁকড়ে ধরার ভঙ্গি—এটি চরম ভয় এবং অসহায়তার প্রতীক। হাতের ছাপগুলো সম্ভবত ভিকটিমের শেষ মুহূর্তের আতঙ্ক এবং বাঁচার আকুতি প্রকাশ করছে। শিল্পী এই ছবিতে চরম মানসিক যন্ত্রণা এবং শারীরিক কষ্টের চিত্র এঁকেছেন।” আমরা ডক্টর রায়কে জ্যাঁ সোনিয়েরের বীভৎস হত্যাকাণ্ড এবং তার অপরাধী জীবনের কথা জানাই। ডক্টর রায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “তাহলে এই ভয়াবহতা সেই ধরনের মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে—শিল্পীর চোখে।”
এরপর ডক্টর রায় প্রতিটি ছবির সামগ্রিক বিশ্লেষণ করে বললেন, “মিশেল চৌধুরীর এই প্রদর্শনী কোনো সাধারণ বিদায় অনুষ্ঠান নয়। আমার মনে হচ্ছে, এই ছবিগুলোর মাধ্যমে তিনি তার ভেতরের অন্ধকার জগৎ এবং তার বিকৃত দর্শন প্রকাশ করছেন। প্রতিটি ছবি যেন তার শিকার হওয়া নারীদের জীবনের কোনো না কোনো অন্ধকার অধ্যায়ের প্রতিচ্ছবি। রঙের ব্যবহার, প্রতীক এবং মুখের অভিব্যক্তি—সবকিছুই যেন এক গভীর মনস্তাত্ত্বিক বার্তা বহন করছে।”
ডক্টর রায় আরও বলেন, “শিল্পীর মনে সম্ভবত এক ধরনের প্রতিশোধস্পৃহা কাজ করে। তিনি হয়তো মনে করেন, এই নারীরা তাদের জীবনে কোনো না কোনো ভুল বা 'পাপ' করেছেন এবং তাদের সেই ভুলের শাস্তি পাওয়া উচিত। তার শিল্পকর্ম সেই বিকৃত ন্যায়বিচারের প্রতিচ্ছবি।”
আজম ওসমান ডক্টর রায়কে জিজ্ঞাসা করলেন, “ডক্টর, আপনি কি মনে করেন এই ছবিগুলোর মাধ্যমে শিল্পী আমাদের কোনো ক্লু দিতে চাইছেন? তার পরবর্তী শিকার সম্পর্কে কোনো ইঙ্গিত?”
ডক্টর রায় কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, “সম্ভবত। শিল্পীরা প্রায়শই তাদের কাজের মাধ্যমে অবচেতন মনের ভাবনা প্রকাশ করেন। এই ছবিগুলোতে হয়তো এমন কোনো প্রতীক বা বিষয় লুকিয়ে আছে, যা আমাদের পরবর্তী শিকারের পরিচয় বা তার জীবনের কোনো গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কে ধারণা দিতে পারে। আমাদের এই প্রতীকগুলোর অর্থ গভীরভাবে বিশ্লেষণ

করতে হবে।"
ডক্টর রায়ের এই মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আমাদের তদন্তে এক নতুন দিশা দেখালো। মিশেল চৌধুরীর শিল্পকর্ম এখন কেবল রঙের খেলা নয়, বরং এক অসুস্থ মনের অন্ধকার প্রতিচ্ছবি। আমাদের এখন প্রতিটি ছবির প্রতীক, রঙের ব্যবহার এবং বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত অর্থ খুঁজে বের করতে হবে। হয়তো এই শিল্পকর্মগুলোর মধ্যেই লুকিয়ে আছে 'Dante'-র পরবর্তী শিকারের পরিচয় এবং তার নৃশংস খেলার সমাপ্তির সূত্র।

অধ্যায় ৭৫
শিল্পের গভীরে মনের অন্ধকার, প্রতীকের ভাষা, এক মনস্তত্ত্ববিদের বিশ্লেষণ—আমার অনুসন্ধানী দৃষ্টি
মিশেল চৌধুরীর "One Last Dance" প্রদর্শনীর প্রথম দিনের প্রতিটি শিল্পকর্ম আজম ওসমান তার মোবাইলে যত্নসহকারে ধারণ করেছিলেন। প্রদর্শনী শেষ হওয়ার পরই আমরা সরাসরি ডক্টর রায়ের চেম্বারে যাই। গ্যালারির উজ্জ্বল আলো থেকে ডক্টর রায়ের শান্ত, স্নিগ্ধ পরিবেশে প্রবেশ করে কিছুটা মানসিক শান্তি অনুভব করলাম, তবে সেই শিল্পকর্মগুলোর বীভৎসতা তখনও আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।
আজম ওসমান তার মোবাইল থেকে একটি একটি করে ছবি ডক্টর রায়কে দেখাতে শুরু করলেন। ডক্টর রায় প্রতিটি ছবি অত্যন্ত মনোযোগের সাথে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তার চোখে গভীর চিন্তার ছাপ স্পষ্ট ছিল। ওয়েল পেইন্টিংয়ের রঙের ব্যবহার, তুলির আঁচড় এবং ছবির বিষয়বস্তু—কোনো কিছুই তার দৃষ্টি এড়াচ্ছিল না।
প্রথম ছবিটি ছিল সেই বিষণ্ণ নারীর মুখ। ডক্টর রায় কিছুক্ষণ নীরবে ছবিটির দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "এই মুখ গভীর বেদনার প্রতিচ্ছবি। চোখের ভেতরের শূন্যতা এবং মুখের চাপা কষ্ট—এটি সম্ভবত দীর্ঘদিনের মানসিক যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ। শিল্পী হয়তো এই নারীর ভেতরের নিঃসঙ্গতা এবং হতাশা অনুভব করতে পেরেছিলেন।" আমরা ডক্টর রায়কে রিয়া আমিনের অতীত জীবনের কথা জানাই, তার প্যারিসের তিক্ত অভিজ্ঞতা এবং গর্ভপাতের কারণে তার মনে যে গভীর ক্ষত তৈরি হয়েছিল, সে কথা উল্লেখ করি। ডক্টর রায় মনোযোগ দিয়ে শুনলেন এবং বললেন, "হ্যাঁ, এই বিষণ্ণতা সেই ধরনের আঘাতের ফল হতে পারে।"
এরপর আজম ওসমান সেই উল্লাসিত নারীদের ছবিটি দেখালেন, যেখানে একটি ছোট প্রতীক শায়ানার শরীরে পাওয়া আঘাতের চিহ্নের মতো দেখা যাচ্ছিল। ডক্টর রায় প্রতীকটি ভালোভাবে দেখে বললেন, "এই ধরনের প্রতীক সাধারণত কোনো নির্দিষ্ট ধারণা বা বিশ্বাসের প্রতিনিধিত্ব করে। এটি হয়তো শিল্পীর ব্যক্তিগত কোনো অভিজ্ঞতা বা দর্শনের সাথে সম্পর্কিত। শায়ানার ক্ষেত্রে, যদি তার শরীরে এই ধরনের আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়ে থাকে, তবে শিল্পী সম্ভবত সেই ঘটনার একটি মানসিক চিত্র তার ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন।"
তৃতীয় ছবিটি ছিল সেই বিলাসবহুল জীবনযাপন করা নারীদের। ডক্টর রায় ছবিটির রঙের ব্যবহার এবং নারীদের অভিব্যক্তি দেখে বললেন, "এই ছবিতে এক ধরনের কৃত্রিমতা এবং শূন্যতা স্পষ্ট। উজ্জ্বল রঙের আড়ালে এক ধরনের শীতলতা—এটি সম্ভবত সেইসব মানুষের প্রতি শিল্পীর বিতৃষ্ণা প্রকাশ করছে, যারা বাহ্যিক চাকচিক্যের মোহে নিজেদের ভেতরের মানবতাকে হারিয়ে ফেলে।" আমরা ডক্টর রায়কে মিতালীর ব্যবসায়িক দুর্নীতি এবং নিষ্ঠুরতার কথা জানাই। ডক্টর রায় বললেন, "তাহলে এই শীতলতা সেই ধরনের মানুষের ভেতরের কাঠিন্য এবং অন্যের প্রতি তাদের নির্দয়তাকে নির্দেশ করতে পারে।"
সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ছবিটি, সেই বৃদ্ধা নারীর বিকৃত মুখ এবং হাতের ছাপ—ডক্টর রায় সেটি দেখে কিছুক্ষণ চুপ রইলেন। তার মুখ কঠিন হয়ে গেল। ধীরে ধীরে তিনি বললেন, "এই ছবিটি অত্যন্ত disturbing। বিকৃত মুখ এবং আঁকড়ে ধরার ভঙ্গি—এটি চরম ভয় এবং অসহায়তার প্রতীক। হাতের ছাপগুলো সম্ভবত ভিকটিমের শেষ মুহূর্তের আতঙ্ক এবং বাঁচার আকুতি প্রকাশ করছে। শিল্পী এই ছবিতে চরম মানসিক যন্ত্রণা এবং শারীরিক কষ্টের চিত্র এঁকেছেন।" আমরা ডক্টর রায়কে জ্যাঁ সোনিয়েরের বীভৎস হত্যাকাণ্ড এবং তার অপরাধী জীবনের কথা জানাই। ডক্টর রায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "তাহলে এই ভয়াবহতা সেই ধরনের মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে—শিল্পীর চোখে।"
এরপর ডক্টর রায় প্রতিটি ছবির সামগ্রিক বিশ্লেষণ করে বললেন, "মিশেল চৌধুরীর এই প্রদর্শনী কোনো সাধারণ বিদায় অনুষ্ঠান নয়। আমার মনে হচ্ছে, এই ছবিগুলোর মাধ্যমে তিনি তার ভেতরের অন্ধকার জগৎ এবং তার বিকৃত দর্শন প্রকাশ করছেন। প্রতিটি ছবি যেন তার শিকার হওয়া নারীদের জীবনের কোনো না কোনো অন্ধকার অধ্যায়ের প্রতিচ্ছবি। রঙের ব্যবহার, প্রতীক এবং মুখের অভিব্যক্তি—সবকিছুই যেন এক গভীর মনস্তাত্ত্বিক বার্তা বহন করছে।"
ডক্টর রায় আরও বলেন, "শিল্পীর মনে সম্ভবত এক ধরনের প্রতিশোধস্পৃহা কাজ করে। তিনি হয়তো মনে করেন, এই

নারীরা তাদের জীবনে কোনো না কোনো ভুল বা 'পাপ' করেছেন এবং তাদের সেই ভুলের শাস্তি পাওয়া উচিত। তার শিল্পকর্ম সেই বিকৃত ন্যায়বিচারের প্রতিচ্ছবি।"

আজম ওসমান ডক্টর রায়কে জিজ্ঞাসা করলেন, "ডক্টর, আপনি কি মনে করেন এই ছবিগুলোর মাধ্যমে শিল্পী আমাদের কোনো ক্লু দিতে চাইছেন? তার পরবর্তী শিকার সম্পর্কে কোনো ইঙ্গিত?"

ডক্টর রায় কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, "সম্ভবত। শিল্পীরা প্রায়শই তাদের কাজের মাধ্যমে অবচেতন মনের ভাবনা প্রকাশ করেন। এই ছবিগুলোতে হয়তো এমন কোনো প্রতীক বা বিষয় লুকিয়ে আছে, যা আমাদের পরবর্তী শিকারের পরিচয় বা তার জীবনের কোনো গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কে ধারণা দিতে পারে। আমাদের এই প্রতীকগুলোর অর্থ গভীরভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে।"

ডক্টর রায়ের এই মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আমাদের তদন্তে এক নতুন দিশা দেখালো। মিশেল চৌধুরীর শিল্পকর্ম এখন কেবল রঙের খেলা নয়, বরং এক অসুস্থ মনের অন্ধকার প্রতিচ্ছবি। আমাদের এখন প্রতিটি ছবির প্রতীক, রঙের ব্যবহার এবং বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত অর্থ খুঁজে বের করতে হবে। হয়তো এই শিল্পকর্মগুলোর মধ্যেই লুকিয়ে আছে 'Dante'-র পরবর্তী শিকারের পরিচয় এবং তার নৃশংস খেলার সমাপ্তির সূত্র।

অধ্যায় ৭৬

মুখোমুখি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা, শিল্পীর দুর্ভেদ্য জগৎ, একটি সাক্ষাৎকারের ব্যাকুল প্রতীক্ষা—আমার হৃদয়ের গভীরে ডক্টর রায়ের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ মিশেল চৌধুরীর শিল্পকর্মের একটি ভয়ঙ্কর দিক উন্মোচন করলো। তার ক্যানভাস যেন কেবল রঙের খেলা নয়, বরং তার শিকার হওয়া নারীদের জীবনের অন্ধকার প্রতিচ্ছবি। এই উপলব্ধি আজম ওসমানের মনে একটি তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুললো—মিশেল চৌধুরীর মুখোমুখি হওয়ার। তার শীতল চোখের গভীরে সেই অন্ধকার জগতের রহস্য খোঁজার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

"তানভীন," আজম ওসমান আমার দিকে তাকিয়ে দৃঢ় স্বরে বললেন, "আমাদের যেভাবেই হোক মিশেল চৌধুরীর সাথে দেখা করতে হবে। তার মুখোমুখি না হয়ে আমরা এই রহস্যের কিনারা করতে পারবো না। তুমি একজন সাংবাদিক, তোমার পরিচিতি ব্যবহার করে একটা সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করো। আর শোনো, আমি তোমার সাথে যাবো।"

আজম ওসমানের এই অপ্রত্যাশিত অনুরোধে আমি কিছুটা দ্বিধায় পড়েছিলাম। মিশেল চৌধুরী একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী, তার সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা সহজ হবে না। তাছাড়া, আজম ওসমানের সরাসরি উপস্থিতি কি পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলবে না?

তবুও, আজমের ব্যাকুলতা এবং তার দৃঢ় বিশ্বাস দেখে আমি রাজি হলাম চেষ্টা করতে। প্রদর্শনীর কয়েক দিন কেটে যাওয়ার পর, একদিন সন্ধ্যায় আমি মিশেল চৌধুরীর ব্যক্তিগত সহকারী মিসেস ফারহানা রহমানের সাথে যোগাযোগ করি। বেশ কয়েকবার ফোন এবং ইমেইল করার পর অবশেষে তিনি আমার অনুরোধে সাড়া দেন।

আমি মিসেস রহমানকে জানাই, মিশেল চৌধুরীর "One Last Dance" প্রদর্শনী আমাকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছে এবং একজন সাংবাদিক হিসেবে আমি তার শিল্পকর্ম, তার জীবনদর্শন এবং তার অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়ে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন তৈরি করতে আগ্রহী। আমি তাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করি, যেন তিনি আমাকে এবং আমার সাথে থাকা আমার এক সহকর্মীকে (আজম ওসমানকে পরিচয় গোপন রেখে) মিশেল চৌধুরীর সাথে একটি সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারের সুযোগ করে দেন।

প্রথম দিকে মিসেস রহমান কিছুটা ইতস্তত করছিলেন। মিশেল চৌধুরী বর্তমানে খুবই ব্যস্ত এবং প্রদর্শনীর শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি নিয়ে তিনি যথেষ্ট চাপে আছেন বলে জানান। তবে আমি হাল ছাড়িনি। আমি তাকে বোঝানোর চেষ্টা করি, এই সাক্ষাৎকার কেবল একটি সাধারণ প্রতিবেদন হবে না, বরং এটি মিশেল চৌধুরীর দীর্ঘ কর্মজীবনের একটি মূল্যবান দলিল হয়ে থাকবে এবং তার শিল্পকর্মকে আরও বৃহত্তর audience-এর কাছে পৌঁছে দেবে।

আমার আন্তরিক অনুরোধ এবং কিছুটা চাপাচাপির পর অবশেষে মিসেস রহমান রাজি হন। তিনি জানান, প্রদর্শনীর শেষ দিনের পর, যখন ভিড় কিছুটা কমবে, তখন তিনি আমাদের জন্য মিশেল চৌধুরীর সাথে একটি অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন। তবে সেই সাক্ষাৎকারের সময় খুবই সীমিত হবে বলেও তিনি সতর্ক করেন।

অ্যাপয়েন্টমেন্টের খবর শুনে আজম ওসমানের চোখে এক ধরনের অস্থির উত্তেজনা দেখতে পেলাম। তিনি অধীর আগ্রহে সেই মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করছিলেন, যখন তিনি সরাসরি মিশেল চৌধুরীর মুখোমুখি হবেন এবং তার ভেতরের অন্ধকার রহস্যের জাল ভেদ করার চেষ্টা করবেন।

সাক্ষাৎকারের দিন যতই ঘনিয়ে আসছিল, আমার নিজের মধ্যেও এক ধরনের চাপা উত্তেজনা কাজ করছিল। মিশেল

চৌধুরীর মুখোমুখি হওয়া—এই চিন্তা একদিকে যেমন আমাকে কৌতুহলী করে তুলছিল, তেমনই অন্যদিকে এক অজানা আশঙ্কাও সৃষ্টি করছিল। তার শীতল দৃষ্টি, তার রহস্যময় নীরবতা এবং তার শিল্পকর্ম আমার মত রহস্যপ্রেমিকে দারুন রোমাঞ্চিত করছিলো।

অধ্যায় ৭৭

প্রথম দেখা : শীতল ছায়ার স্পর্শ

আমরা যখন ফোনটা পেলাম, বিকেল প্রায় শেষের দিকে।
শহরের ব্যস্ততার ভেতর একটা অদ্ভুত ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল সেদিন। মুঠোফোনের অপর প্রান্তে এক শান্ত, কৃত্রিম গলার নারী কন্ঠ—
"আপনি কি মি. তানবীন? মিস্টার মিশেল চৌধুরী আপনাদের আজ সন্ধ্যায় প্রদর্শনী শেষে একটু সময় দিতে রাজি হয়েছেন।"

আমি এক মুহূর্ত থমকে গিয়েছিলাম। এত সহজে? এত স্বাভাবিকভাবে?
তবু কন্ঠের নিস্তরঙ্গ ভঙ্গি বুঝিয়ে দিল—আমাদের জন্য এ কোনো সৌভাগ্য নয়, বরং যেন এক নিঃশব্দ আমন্ত্রণ—অপরিচিত কোনো গভীর গহ্বরের দিকে।

প্রদর্শনীটা ছিল শহরের এক নামকরা আর্ট গ্যালারিতে। ভেতরটা লোহার কাঠামো আর কাচের খাঁচায় মোড়া—নতুন দিনের উজ্জ্বলতা আর পুরনো দিনের বিষণ্ণতার এক মিশেল। আমরা যখন পৌঁছালাম, তখন শেষ অতিথিরাও ধীরে ধীরে বেরিয়ে যাচ্ছিল।
চারপাশে একরাশ কৃত্রিম আলো, দেয়ালে টানা দুঃস্বপ্নের মতো ছবি, আর তাদের ভেতর ঘুরে বেড়ানো কয়েকজন শিল্পবোদ্ধার বিষন্ন ছায়া।

সেক্রেটারি এসে আমাদের নিয়ে গেলেন গ্রীনরুমের দিকে। হাঁটতে হাঁটতে আমার মনে হচ্ছিল, যেন আমরা অদৃশ্য কোনো অর্কেস্ট্রার সুরের টানে এগিয়ে চলেছি, যেখানে প্রতিটি পদক্ষেপ আমাদের আরও গাঢ় কোনো রহস্যের ভেতর ডুবিয়ে নিচ্ছে।

গ্রীনরুমের ভেতরে ঢুকতেই আমরা প্রথমবারের মতো তাকে দেখলাম—মিশেল চৌধুরী।
একটা একরঙা, ধূসর পোশাক পরা মানুষ, যার মুখে না কোনো উষ্ণতা, না কোনো শত্রুতা—শুধু একটানা শীতলতা।
তার চোখজোড়া যেন কুয়াশায় ঢাকা কোনো পুরনো প্রাচীরের মতো—স্পষ্ট কিছু বোঝা যায় না, শুধু টের পাওয়া যায় এক অনতিক্রম্য দূরত্ব।

"বসুন," মিশেল অল্পস্বরে বললেন। তার গলার স্বরও যেন একই সাথে হালকা আর ভারী—একটা অনুনাসিক ধাঁচ, যেন শব্দও তার কাছে নেহাতই অনিচ্ছাকৃত।

আজম ওসমান সামান্য এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, "আপনি কি শায়ানার মৃত্যুর আগে তাকে চিনতেন?"
(তার স্বর যদিও মৃদু ছিল, আমি জানতাম এর পেছনে চাপা উত্তেজনা লুকিয়ে আছে।)

মিশেল সামান্য ঠোঁট নাড়িয়ে হালকা হাসলেন—না তাচ্ছিল্যের, না বন্ধুত্বের—
"মানুষের পরিচয় কোনো মুখের সাথে নয়, সময়ের সাথে গড়ে ওঠে। কিছু সময় ছায়া হয়ে থাকে, কিছু সময় হয়ে ওঠে ছুরির ধার।"

আমি চমকে উঠলাম। কী অদ্ভুত ভাষা!
আজম ওসমান আবার প্রশ্ন করলেন, "আপনার প্রদর্শনীর কিছু চিত্রকর্ম রহস্যময় প্রতীক এবং বীভৎসতার সাথে সম্পর্কিত। এগুলো কিসের প্রতিফলন?"

মিশেল মৃদু স্বরে বললেন,
"প্রতিটি রঙের নিজস্ব ক্ষয় আছে, ঠিক যেমন প্রতিটি দেহের নিজস্ব মৃত্যু। শিল্প কখনও সান্ত্বনা দেয় না, দেয় আঘাত। আর কিছু আঘাত তো পেতে পেতেই সৃষ্টি হয়।"

তার কথাগুলো যেন ধোঁয়ার মতো, কোনো স্থায়ী আকার নেই। আমি একটা মুহূর্তের জন্য ভেবে নিলাম—সে যেন প্রতিটি বাক্যের ভেতর ইচ্ছাকৃতভাবে এমন ফাঁক রাখছে, যেখানে আমরা হারিয়ে যাই।

আমি নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার ছবিগুলোর কিছু প্রতীক দেখতে পুরনো কেসগুলোর সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। এটা কি ইচ্ছাকৃত?"

মিশেল এবার সামান্য মাথা কাত করে তাকালেন আমাদের দিকে। তার চোখের গভীরতা তখন একটু বেশি স্পষ্ট হলো—
"ইচ্ছা এবং আকস্মিকতা—দুটোই সময়ের দাস। কেউ কারো কাছে দায়বদ্ধ নয়। তবু মাঝেমধ্যে... ছায়াগুলো নিজেদের গল্প আঁকে।"

আজম ওসমান আর আমি দুজনেই তাকে পর্যবেক্ষণ করছিলাম। প্রতিটি উত্তর আমাদের মনে আরো বেশি প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছিল।
তার প্রতিটি কথা যেন দ্ব্যর্থপূর্ণ—কিছু বলছে, আবার কিছু আড়াল করছে।

শেষে আজম সরাসরি প্রশ্ন করলেন, "আপনি কি আমাদের সন্দেহভাজনদের তালিকায় আছেন, সেটা জানেন?"

মিশেল চৌধুরী আবার সেই শীতল হাসিটা হাসলেন।
"সন্দেহের শিকড় থাকে নিজের ভেতর, অন্যের ছায়ায় নয়।
আমি তো কেবল এক নগণ্য রংমিস্ত্রি—অন্ধকারের রং মাখাই, আলো মুছে ফেলি।"

তার কথায় কোনো উত্তেজনা নেই, কোনো প্রতিরোধ নেই—শুধু একরকম মেটালিক নিস্পৃহতা।
আমাদের প্রশ্নোত্তর শেষ হলো না। সময় শেষের সংকেত এল সেক্রেটারির কাছ থেকে।
আমরা উঠে দাঁড়ালাম। বিদায় জানাতে গিয়েও মিশেল কোনো ভঙ্গি করলেন না—শুধু ঠোঁটের কোণে একটা প্রায় অদৃশ্য দাগ টেনে থাকলেন, যেন বললেন—
"সবকিছু এখনো শুরুই হয়নি।**"**

গ্রীনরুম থেকে বেরিয়ে আসার সময় আজম ও আমি দুজনেই চুপ করে ছিলাম।
মনে হচ্ছিল, আমরা যেন কারো সাথে কথা বলিনি—
বলেছি এক নিস্তরঙ্গ দেয়ালের সাথে, যার গায়ে ধরা থাকে না কোনো শব্দ, কোনো উত্তর—শুধু প্রতিধ্বনি।

অধ্যায় ৭৮

ছায়ার বিশ্লেষণ **:** ড**.** রায়ের কক্ষে

ড. রায়ের কক্ষে ঢুকে আমরা যেন এক অন্যরকম নীরবতার ভেতর ঢুকে পড়লাম।
মাথাভরা পাকা চুল, চিন্তায় ভরা কপাল, সেই চেনা ধৈর্যশীল হাসিটা—ড. রায় আমাদের অভ্যর্থনা করলেন যেন অপেক্ষায় ছিলেন।

"আপনাদের মুখ দেখেই বুঝতে পারছি, আজ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা হয়েছে," তিনি বললেন, চেয়ারে হেলে পড়ে।
আজম সোজা হয়ে বসলেন, আমিও। আমার বুকের ভেতর অদ্ভুত চাপা উত্তেজনা।

আমি একটু থেমে বললাম, "ডক্টর, আজ আমরা মিশেল চৌধুরীর সাথে সরাসরি দেখা করলাম।"
তার চোখে সঙ্গে সঙ্গে মনোযোগের দীপ্তি ঝলক খেল।

আমি আমাদের পুরো অভিজ্ঞতা বলা শুরু করলাম—
কীভাবে সেক্রেটারি ফোন করেছিল, কীভাবে প্রদর্শনীর শেষে গ্রীনরুমে দেখা হলো, মিশেলের শীতল, আবেগহীন আচরণ...
তার ফিলোসফিকাল, হেয়ালি করা উত্তর, প্রত্যেক কথায় একটা রহস্য রেখে যাওয়ার স্টাইল...
আজম মাঝে মাঝে যুক্ত করছিলেন—বিশেষ করে মিশেলের উত্তরের ব্যাখ্যার ধরন নিয়ে।

ড. রায় মন দিয়ে শুনলেন পুরোটা। মাঝে মাঝে মাথা ঝুঁকিয়ে কিছু ছোট ছোট নোট নিলেন।

সব শোনার পর তিনি বললেন,
"আপনাদের কাছে কি তার প্রদর্শনীর ২য় দিন আই মিন আজকের আর্টগুলোর কোনো তোলা ছবি আছে? আমি দেখতে চাই।"

আমি আর আজম মোবাইল বের করে এক এক করে গ্যালারির ছবিগুলো খুলে দেখাতে লাগলাম।
গাঢ় রঙের বীভৎস ছবি, বিকৃত শরীর, আঁকা প্রতীক...
আমরা এগিয়ে দিচ্ছিলাম, ড. রায় গভীর মনোযোগে সব দেখছিলেন। কোনো শব্দ করছিলেন না, শুধু ছবির ভেতর ঢুকে যাচ্ছিলেন যেন।

সবকিছু দেখার পর, তিনি চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে সুস্থে বললেন,
"মিশেল চৌধুরী নিঃসন্দেহে এক অসাধারণ জটিল মানসিক গঠনের মানুষ। তার কথাবার্তা, প্রতিটি চিত্রকর্ম, তার মধ্যে একধরনের নিঃস্পৃহ নির্মমতা রয়েছে।"

আমি অসহিষ্ণু হয়ে প্রশ্ন করলাম, "তাহলে কি আপনি মনে করেন তিনিই—?"

ড. রায় দু'হাত উঠিয়ে থামালেন আমাদের।
"আমি বুঝি আপনারা কী বলতে চান," তিনি মৃদু হেসে বললেন, "কিন্তু মনে রাখুন, সন্দেহ আর প্রমাণ এক জিনিস নয়।"

তিনি একটু ঝুঁকে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন, গলার স্বর নরম কিন্তু দৃঢ়:
"মিশেল চৌধুরীর ভাষা, তার হেয়ালিময় উত্তর, তার আঁকা ছবি—সবকিছুই অস্বাভাবিক, শীতল এবং চিন্তার খোরাক দেয়।
তবে... এখনো পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে কোনো সরাসরি প্রমাণ নেই।"

আজম ঠোঁট চেপে ধরলেন। আমি নিঃশ্বাস আটকে শুনছিলাম।

ড. রায় আবার বললেন,
"এই ধরনের মনস্তত্ত্বের মানুষেরা কখনও কখনও বাস্তব অপরাধ করে, আবার কখনও শুধুই নিজেদের অন্ধকার শিল্পের ভেতর ডুবে থাকেন।
আমরা নিশ্চিত হতে পারি না—সে শুধু আঁকছে নাকি বাস্তবে কিছুর অংশ। এখনো পর্যন্ত সে শুধুই একজন... রহস্যময় শিল্পী।"

তিনি আরও যোগ করলেন,
"তবে হ্যাঁ, তার মধ্যে একটা ব্যাপার স্পষ্ট—সে মানুষের ভয় এবং অসহায়তাকে উপভোগ করে। কথায় কথায় আড়ালে

ফেলে দেওয়া ইঙ্গিত, তার ছবিতে মৃত্যু আর বিভীষিকার প্রতিফলন...
এটা তার ভেতরের বিকৃতি প্রকাশ করে।
আপনাদের সাবধান থাকতে হবে। কারণ, যদি সে সত্যিই কিছুর সাথে জড়িত থাকে, তাহলে সে আমাদের থেকে কয়েক ধাপ এগিয়ে থাকতেও পারে।"

আমি আর আজম চোখাচোখি করলাম।
ড. রায়ের কথা আমাদের মনে আরো বেশি আশঙ্কার ছায়া ছড়িয়ে দিলো।
একদিকে আমাদের হাতের মুঠোয় কিছুই নেই—
অন্যদিকে, সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক বিশাল ছায়া, যার প্রতিটি ব্যঞ্জনায় মৃত্যুর ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে।

অধ্যায় ৭৯

'Bloody Girl' : রক্তের ছায়ায় অমোঘ টান

সকালটা শুরু হলো এক অদ্ভুত উত্তেজনায়।
নিউজ পোর্টাল, টেলিভিশন, সোশ্যাল মিডিয়া—সবখানে একটাই শিরোনাম ঘুরপাক খাচ্ছিল, যেন শহরের বাতাস পর্যন্ত ভারী হয়ে উঠেছে সেই খবরে।

"বিশ্বখ্যাত চিত্রশিল্পী মিশেল চৌধুরী তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অয়েল পেইন্টিং প্রদর্শন করবেন প্রদর্শনীর শেষ দিনে।"
চিত্রটির নাম—**'Bloody Girl, with Love from Paris'।**

আমি চোখ কচলিয়ে খবরটা দেখছিলাম।
একটা ঝাঁকুনি অনুভব করলাম বুকের ভেতর।
'ব্লাডি গার্ল'—রক্তমাখা মেয়ের প্রতিচ্ছবি, আর তার সাথে প্যারিসের নাম জড়ানো—এই নামটাই যেন আমার মনে শত শত প্রশ্নের জট বেঁধে দিল।

কি এমন ছবি আঁকতে চলেছেন মিশেল?
কেন এই নাম?
আর এই "Love from Paris"—এর ভেতরে লুকিয়ে আছে কী রহস্য?

আমার মেরুদণ্ড বেয়ে একটা ঠান্ডা শিহরণ নেমে গেল।
আমি তড়িঘড়ি করে আজমের কেবিনের দিকে এগোলাম, বুকের ভেতর এক অসমাপ্ত ঝড় নিয়ে।

"আজম ভাই," আমি দম নিতেই নিলাম না, "আপনি শুনেছেন? মিশেল চৌধুরী তার জীবনের শেষ অয়েল পেইন্টিং আনতে চলেছেন! নাম দিয়েছেন 'Bloody Girl, with Love from Paris'!"

আজম মাথা তুলে তাকালেন আমার দিকে, চুপচাপ।
তার মুখে কোনো বিস্ময় ছিল না, কোনো রোমাঞ্চও না।
বরং একটা স্থিরতা, যেন বহু আগের জানা কোনো খবরের প্রতি এক নির্বিকার দৃষ্টিপাত।

"এমনটাই তো হবার কথা ছিলো" তিনি শান্ত গলায় বললেন।

আমি যেন মুহূর্তের জন্য থমকে গেলাম।

আমার উত্তেজনা যেন হঠাৎ জমাট বাঁধা ঠান্ডায় পরিণত হলো।
আজম সবসময়ই একধাপ এগিয়ে থাকেন, কিন্তু আজ কেন যেন এটা আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

"আপনি জানতেন? আগে থেকেই?" আমি হতচকিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

আজম মৃদু মাথা নাড়লেন।
"জানতাম না, তবে এখন এটাই গুরুত্বপূর্ণ—এই চিত্রকর্ম, তার নাম, এবং সময়ের সাথে মিশেল চৌধুরীর আচরণ—সবকিছু একসাথে মিলিয়ে দেখলে এটা আর নিছক শিল্পের ঘোষণা বলে মনে হয় না।"

আমি চুপ করে রইলাম। আজম ঠিকই বলছেন।
এটা নিছক একটা চিত্র প্রদর্শন নয়।
এর ভেতর লুকিয়ে আছে মৃত্যু, রহস্য, আর হয়তো—আরও কিছু অদেখা ভয়।

"আমাদের কি ডক্টর রায়ের সাথে এই ব্যাপারে কথা বলা উচিত না?" আমি বললাম, আমার গলার স্বর অজান্তেই নিচু হয়ে এল।

আজম কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন,
"হ্যাঁ, একদম উচিত।
মিশেল চৌধুরী যা করছে, তা নিছক শিল্পের পরিধি ছাড়িয়ে গেছে।
ডক্টর রায় আমাদের হয়তো বুঝতে সাহায্য করতে পারবেন—এই নামের আড়ালে আসলে কী বার্তা লুকিয়ে আছে।"

আমি মাথা নাড়লাম।
আমরা দুজনেই জানতাম—'Bloody Girl' শুধু একটা ছবি নয়,
এটা হয়তো একটা মৃত্যু ও এক ভবিষ্যৎ শিকার-এর ছায়াপাত।

আমাদের সামনে সময় কম।
আর মিশেলের রক্তমাখা ক্যানভাসের আড়ালে লুকিয়ে থাকা ছায়াগুলো ক্রমশ ঘন হয়ে আসছিল।

অধ্যায় ৮০

শিল্পের শেষ বাঁশি, এক নতুন আতঙ্কের জন্ম

মিশেল চৌধুরীর "One Last Dance" প্রদর্শনীর শেষ মুহূর্তগুলো যেন এক দমবন্ধ করা উত্তেজনার সৃষ্টি করছিল। "Bloody Girl, with Love from Paris" নামের সেই শেষ শিল্পকর্মটি উন্মোচিত হওয়ার আগে আজম ওসমান এবং আমি, তানবীন, দুজনেই যেন এক অদৃশ্য tension-এর মধ্যে ডুবে যাচ্ছিলাম। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, প্রদর্শনীর বাকি দিনগুলোতেও আমরা গ্যালারিতে যাবো, প্রতিটি শিল্পকর্ম আরও একবার দেখবো, যদি কোনো নতুন সূত্র আমাদের চোখে পড়ে।

প্রদর্শনীর পঞ্চম দিনে আমরা যখন পৌঁছালাম, তখনও সেই একই ভিড়, একই ঔৎসুক্য। তবে আমাদের দুজনের মনেই অন্য একটা অস্থিরতা কাজ করছিল। আজম ওসমান আজও প্রতিটি ছবির সামনে দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগের সাথে দেখছিলেন, তার চোখে সেই একই প্রশ্ন—শিল্পের মধ্যে লুকিয়ে থাকা 'Dante'-র বার্তা। আমি তার পাশে থেকে দেখছিলাম, আমার সাংবাদিক মনও চারপাশের পরিস্থিতি তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করছিল। আমার মনে হচ্ছিল, এই শিল্পকলার মাঝে কোথাও যেন একটা ভয়ঙ্কর সত্য লুকিয়ে আছে, যা আমরা এখনও পর্যন্ত ধরতে পারছি না।

আজম ওসমান বিশেষ করে সেই ছবিগুলোর সামনে বেশি সময় দিচ্ছিলেন, যেগুলো আগের হত্যাকাণ্ডগুলোর সাথে সম্পর্কিত—রিয়া আমিনের বিষণ্ণ প্রতিচ্ছবি, শায়ানার শরীরে পাওয়া চিহ্নের মতো প্রতীক সম্বলিত নারীর উল্লাস, মিতালীর দাম্ভিক জীবনের প্রতিচ্ছবি এবং জ্যাঁ সোনিয়েরের ভয়ঙ্কর পরিণতির ইঙ্গিত। তিনি ছবিগুলোর প্রতিটি কোণ, প্রতিটি রেখা খুঁটিয়ে দেখছিলেন, যেন কোনো লুকানো বার্তা খুঁজে ফিরছেন। আমি দেখছিলাম, তার কপালে চিন্তার ভাঁজ আরও গভীর হচ্ছিল। প্রতিটি মুহূর্ত যেন একটা যুদ্ধ, যেখানে তিনি ‘Dante’-র মনের গভীরে ডুব দিতে চাইছেন, তার নৃশংসতার কারণ খুঁজে বের করতে চাইছেন।

আমি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, “আজম সাহেব, কিছু পাওয়া গেল?”

তিনি মাথা নেড়ে বললেন, “না, এখনও পর্যন্ত তেমন কিছু নেই। তবে আমার মনে হচ্ছে, এই ছবিগুলোর মধ্যে ‘Dante’ কিছু সূত্র রেখে গেছে। আমাদের আরও গভীরে দেখতে হবে।” তার কন্ঠ দৃঢ়, কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম, এই মুহূর্তে তিনি কতটা একা। তার ব্যক্তিগত জীবনের ঝড় যেন এই কেসের অন্ধকারে আরও ঘনীভূত হয়েছে।

আমরা দুজনেই জানতাম, সময় খুব কম। আর মাত্র কয়েক ঘন্টা, তারপরই মিশেল চৌধুরী তার শেষ শিল্পকর্ম উন্মোচন করবেন। আমাদের হাতে বেশি সময় নেই। প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান, প্রতিটি পদক্ষেপ সাবধানে ফেলতে হবে।

ষষ্ঠ দিনে আমরা যখন গ্যালারিতে গেলাম, তখন সেখানকার বাতাসে এক অন্যরকম উত্তেজনা। আজ মিশেল চৌধুরীর সাথে কথা বলার শেষ সুযোগ। আজম ওসমান ঠিক করলেন, যে করেই হোক, তিনি শিল্পীর মুখোমুখি হবেন। তার মনে জমে থাকা হাজারো প্রশ্নের উত্তর তিনি আজ পেতে চান।

আমরা গ্যালারিতে ঢুকেই মিশেল চৌধুরীকে খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু তিনি সেখানে ছিলেন না। তার কয়েকজন সহকারী এবং শিল্প সমালোচক সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তবে শিল্পী নিজে অনুপস্থিত।

আজম ওসমান শিল্পীর সেক্রেটারি মিসেস ফারহানা রহমানের কাছে গেলেন। “আমরা মিশেল চৌধুরীর সাথে কথা বলতে চাই। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ,” আজম ওসমান বললেন।

সেক্রেটারি শীতল স্বরে উত্তর দিলেন, “মিশেল চৌধুরী আজ এখানে নেই। তিনি তার শেষ কাজ ‘Bloody Girl, with Love from Paris’-এর প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত। আপনাদের যা বলার পরে এসে বলবেন।”

আমরা হতাশ হয়ে ফিরে এলাম। আজম ওসমানের চোখে একটা চাপা ক্রোধ দেখতে পেলাম। তিনি সহজে হার মানার মানুষ নন। তবে এই মুহূর্তে তার অসহায়তা আমারও খারাপ লাগছিল।

“আমরা আবার চেষ্টা করবো,” তিনি বললেন। “আমি বুঝতে পারছি না, কেন তিনি আমাদের সাথে কথা বলতে চাইছেন না। নিশ্চয়ই এর পেছনে কোনো কারণ আছে।” তার কন্ঠ দৃঢ়, কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম, এই মুহূর্তে তিনি কতটা একা। তার ব্যক্তিগত জীবনের ঝড় যেন এই কেসের অন্ধকারে আরও ঘনীভূত হয়েছে।

প্রদর্শনীর শেষ দিন এগিয়ে আসছিল, আর আমাদের হাতে সময় ছিল খুব কম। "Bloody Girl, with Love from Paris" কি আমাদের জন্য নতুন কোনো ভয়ঙ্কর বার্তা নিয়ে আসছে? নাকি এটা শুধুই এক শিল্পীর বিদায়? এই প্রশ্নগুলো আমাদের তাড়া করে ফিরছিল। আর সেই সাথে মিশেল চৌধুরীর রহস্যময় অনুপস্থিতি আমাদের মনে নতুন সন্দেহের জন্ম দিচ্ছিল। আমরা যেন এক জটিল ধাঁধার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিলাম, যার সমাধান আমাদের পেতেই হবে।

অধ্যায় ৮১

শিল্পের শেষ আহ্বান, রক্তে রাঙা প্যারিস

মিশেল চৌধুরীর "One Last Dance" প্রদর্শনীর শেষ দিন। আজ ঢাকার শিল্পকলা জগতে যেন এক অন্যরকম আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। দেশ-বিদেশের বিখ্যাত শিল্পী, সমালোচক, এবং শিল্পকলাপ্রেমীরা আজ এখানে সমবেত হয়েছেন এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হতে। আজ উন্মোচিত হবে মিশেল চৌধুরীর জীবনের শেষ প্রদর্শনী এবং এই প্রদর্শনীর সবচেয়ে আলোচিত শিল্পকর্মগুলোর মধ্যে একটি—"Bloody Girl, with Love from Paris"। তবে এটা তার জীবনের শেষ এবং শ্রেষ্ঠ কাজ নয়, কারণ শিল্পী নিজেই ঘোষণা করেছেন যে তিনি তার জীবনের শেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মটি নিয়ে কাজ করছেন এবং সেই কারণেই তিনি আজ উপস্থিত থাকতে পারেননি। এই ঘোষণাটি একই সাথে বিস্ময় এবং উত্তেজনার জন্ম দিয়েছে।

আমি এবং আজম ওসমানও সকাল থেকেই গ্যালারিতে উপস্থিত। আমাদের মনে মিশ্র অনুভূতির ঢেউ—কৌতূহল, উত্তেজনা, এবং সেই সাথে এক চাপা উদ্বেগ। আজ হয়তো অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে, আবার হয়তো নতুন কোনো রহস্যের সূচনা হবে, যা আমাদের আরও গভীরে টেনে নিয়ে যাবে।

গ্যালারির ভেতরে আজ যেন তিল ধারণের ঠাঁই নেই। শিল্পকলার প্রতি অনুরাগী মানুষের ভিড়ে চারপাশ মুখরিত। বিভিন্ন ভাষার গুঞ্জন, শিল্প নিয়ে আলোচনা, এবং ক্যামেরার ফ্ল্যাশের ঝলকানি—সব মিলিয়ে এক উৎসবমুখর পরিবেশ। তবে এই উৎসবের মধ্যেও একটা চাপা অস্থিরতা বিরাজ করছে। সাংবাদিক এবং ক্যামেরাম্যানদের ভিড় সামলাতে আয়োজকদের রীতিমতো বেগ পেতে হচ্ছে। আজম ওসমান একপাশে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করছেন, যেন প্রতিটি মানুষের গতিবিধি, প্রতিটি মুহূর্তের স্পন্দন তার নজরে রাখতে চান। তার চোখে সেই একই গভীর মনোযোগ, যা আমি আগের দিনগুলোতেও দেখেছি।

প্রদর্শনীর শুরুতেই ঘোষণা করা হলো, শিল্পী মিশেল চৌধুরী আজ উপস্থিত থাকতে পারছেন না। তার সেক্রেটারি মিসেস ফারহানা রহমান জানালেন, শিল্পী তার জীবনের শেষ এবং শ্রেষ্ঠ কাজটিকে নিখুঁত রূপ দিতে এতটাই নিমগ্ন যে, এই মুহূর্তে প্রদর্শনীতে আসা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে তিনি খুব শীঘ্রই সবার সামনে আসবেন এবং এই শিল্পকর্মটি তার জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ হবে, এমনটাই আশা করা হচ্ছে। মিসেস রহমানের কণ্ঠ দৃঢ়, কিন্তু তার চোখে-মুখে একধরনের রহস্যের ছায়া। এই ঘোষণায় দর্শকদের মধ্যে কিছুটা হতাশা দেখা দিলেও, শিল্পকর্মটি দেখার উত্তেজনা এতটুকুও কমেনি। বরং, শিল্পীর অনুপস্থিতি এবং শ্রেষ্ঠ কাজটির প্রতিশ্রুতির কারণে কৌতূহল আরও বেড়ে গেছে।

অবশেষে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হলো। গ্যালারির আলো কিছুটা ম্লান করে দেওয়া হলো, এবং একটি পর্দা সরানোর ঘোষণা করা হলো। সবাই অধীর আগ্রহে তাকিয়ে রইলেন, যেন সময় থমকে গেছে। উত্তেজনা এবং নীরবতা একসাথে মিশে এক অদ্ভুত পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

ধীরে ধীরে পর্দা সরানো হলো, এবং যা দেখা গেল, তাতে মুহূর্তের জন্য গ্যালারিতে পিনপতন নীরবতা নেমে এল। "Bloody Girl, with Love from Paris"—পুরো ক্যানভাস জুড়ে শুধু লাল রঙের বিভিন্ন শেড ব্যবহার করা হয়েছে। আর সেই লাল রঙের মাঝে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে একটি নারীর অবয়ব। এটা মিশেলের জীবনের শেষ ও শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম নয়, বরং তার শেষ প্রদর্শনীর শেষ শিল্পকর্মগুলোর মধ্যে একটি। ছবিটি দেখামাত্রই দর্শকদের মধ্যে যেন একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল।

নারীটির সোনালী চুল, এবং তার চেহারার অর্ধেকটা যেন কোনো সাধারণ মানুষের নয়। বরং খ্রিস্টান ধর্মে বর্ণিত লুসিফারের নারী সঙ্গী ডিমন লিলিথের মতো। তার চোখের চাহনিতে একই সাথে মায়া এবং ভয়, যেন সে একই সাথে স্বর্গ এবং নরকের প্রতিচ্ছবি। শরীরের বাকিটুকু বারের নর্তকীর পোশাকে আবৃত, এবং তাকে দেখা যাচ্ছে বারের মধ্যে নৃত্যরত অবস্থায়, যেখানে তিনি পুরুষদের মদ পরিবেশন করছেন। তার অঙ্গভঙ্গিতে একই সাথে আহ্বান এবং প্রত্যাখ্যান, যেন সে দর্শকদের একটি নিষিদ্ধ জগতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

ছবিটি এতটাই শক্তিশালী এবং একই সাথে বিতর্কিত যে, দর্শকদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। কেউ হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন, কারো চোখে বিস্ময়, আবার কেউ কেউ ছিঃ ছিঃ করে উঠল। শিল্পকলার ইতিহাসে এমন কাজ আগে কখনও দেখা যায়নি। ছবিটি যেন দর্শকদের নৈতিকতার সীমারেখা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে, তাদের মনে লুকানো অন্ধকার ইচ্ছাগুলোকে প্রকাশ করে দিচ্ছে।

আজম ওসমানের মুখ দেখে মনে হলো, তিনি যেন এই ছবিটির জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তার চোখে কোনো বিস্ময় নেই, বরং গভীর মনোযোগ। তিনি ধীরে ধীরে ছবিটির দিকে এগিয়ে গেলেন, প্রতিটি ডিটেইল খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। তার দৃষ্টি এত তীক্ষ্ণ যে মনে হয়, তিনি যেন ছবির ভেতরে লুকিয়ে থাকা প্রতিটি রহস্য ভেদ করতে চান।

আমি তানবীন, সাংবাদিক হিসেবে নিজের উত্তেজনা ধরে রাখতে পারছিলাম না। এই ছবি যেন আমার ভেতরের অনুসন্ধিৎসু মনকে আরও উস্কে দিল। এর মধ্যে কি লুকিয়ে আছে 'Dante'-র কোনো বার্তা? নাকি এটা শুধুই শিল্পীর একটি ভয়ঙ্কর বিদায়? এই প্রশ্নগুলো আমার মনে ঝড়ের মতো ঘুরতে লাগলো।

গ্যালারির পেছনের নীরব কোণে দাঁড়িয়ে আজম ওসমান ছবিটির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি যেন শিল্পীর মনের গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করছেন। আমি এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম তার পাশে।

"আজম সাহেব, আপনার কী মনে হয়?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। আমার কন্ঠ সামান্য কেঁপে গেল।

তিনি গভীর স্বরে বললেন, "আমি এখনও নিশ্চিত নই। তবে এই ছবিতে অনেক রহস্য লুকিয়ে আছে। লাল রঙের ব্যবহার, নারীর দ্বৈত রূপ—সবকিছুই যেন একটা গভীর বার্তা দিচ্ছে।" তার কন্ঠ শান্ত, কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি বলছে, তিনি এই রহস্যের শেষ দেখতে বদ্ধপরিকর।

আমরা দুজনেই জানি, এই রহস্যের সমাধান সহজ নয়। কিন্তু আমরা হাল ছাড়তে রাজি নই। "Bloody Girl, with Love from Paris" হয়তো 'Dante'-র শেষ প্রদর্শনী এবং শেষ শিল্পকর্মগুলোর মধ্যে একটি, কিন্তু এর পেছনের সত্য আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে। আর জানতে হবে কোথায় মিশেলের শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম, যা তিনি এখনও শেষ করছেন। আমাদের যাত্রা এখনও শেষ হয়নি, বরং এই ছবিটি যেন এক নতুন পথের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

অধ্যায় ৮২

শিল্পের শেষ আহ্বান, প্রতিবাদের সুর

"Bloody Girl, with Love from Paris" উন্মোচনের পর গ্যালারির পরিবেশ যেন এক মিশ্র প্রতিক্রিয়ার ঘূর্ণিতে আটকে গিয়েছিল। দর্শকদের মধ্যে নানা মুনির নানা মত। কেউ ছবিটির সাহসী উপস্থাপনার প্রশংসা করছিলেন, আবার কেউ এর বিতর্কিত বিষয়বস্তু নিয়ে ছিঃ ছিঃ করছিলেন। শিল্পকলার ইতিহাসে এমন দ্বিধাবিভক্ত করা কাজ আগে কখনও দেখা যায়নি।

একদল দর্শক ছবিটির লাল রঙের ব্যবহার এবং নারীর দ্বৈত রূপ নিয়ে আলোচনা করছিলেন। তাদের মতে, এটি সমাজের মুখোশ খুলে দেওয়া এক প্রতিবাদ, যেখানে শিল্পীর নিজস্ব চিন্তাভাবনা এবং দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে। তারা মনে করছিলেন, মিশেল চৌধুরী নারীর জটিল মনস্তত্ব এবং সমাজের নৈতিক অবক্ষয়কে একটি শক্তিশালী রূপকের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তাদের আলোচনায় রঙের গভীরতা, নারীর চাহনির রহস্যময়তা এবং নর্তকীর পোশাকের অন্তর্নিহিত বার্তা নিয়ে নানা বিশ্লেষণ উঠে আসছিল।

অন্য দলের মতে, ছবিটি অশ্লীল এবং কুরুচিপূর্ণ। তারা শিল্পীর রুচিবোধ নিয়ে প্রশ্ন তুলছিলেন এবং এমন বিতর্কিত কাজ প্রদর্শনীতে রাখার যৌক্তিকতা নিয়ে সমালোচনা করছিলেন। তাদের মতে, শিল্পীর স্বাধীনতা মানে এই নয় যে তিনি যা খুশি তাই দর্শকদের ওপর চাপিয়ে দেবেন। তাদের আলোচনায় নৈতিকতার প্রশ্ন, শিল্পের সীমা এবং সমাজের ওপর এর প্রভাব নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চলছিল।

আজম ওসমান এবং আমি, তানবীন, দুজনেই এই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আজম ওসমান গভীর মনোযোগের সাথে দর্শকদের প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করছিলেন, যেন তিনি তাদের মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা চিন্তাগুলোও

পড়তে পারছিলেন। তার চোখে সেই পরিচিত স্থির দৃষ্টি, যা আমি আগের দিনগুলোতেও দেখেছি। আমি সাংবাদিক হিসেবে এই পুরো পরিস্থিতিটা নথিভুক্ত করছিলাম, কারণ আমি জানতাম এই ঘটনা শিল্পকলার ইতিহাসে এক নতুন বিতর্ক সৃষ্টি করবে।

প্রদর্শনী শেষ হওয়ার সময় এগিয়ে আসতেই গ্যালারির বাইরে এক অন্যরকম উন্মাদনা দেখা গেল। ঢাকার শিল্পকলাপ্রেমীদের মধ্যে কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল, আজ রাতে গ্যালারিতে এক বিশেষ কনসার্টের আয়োজন করা হয়েছে। বিখ্যাত বিদেশি সাইকেডেলিক রক ব্যান্ড "Mystery"-কে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে শুধুমাত্র আজকের রাতের জন্য। শোনা যাচ্ছে, এই ব্যান্ডটিকে পছন্দ করার পেছনে মিশেল চৌধুরীর ব্যক্তিগত পছন্দ এবং তার গ্লোবাল ইমেজ কাজ করেছে। এই খবর ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই দর্শকদের মধ্যে উত্তেজনা চরমে ছিল।

কনসার্টের সময় ঘনিয়ে আসতেই গ্যালারির ভেতরের আলো কমিয়ে দেওয়া হলো, এবং চারদিকে এক রহস্যময় অন্ধকার নেমে এল। দর্শকদের মধ্যে উত্তেজনা চরমে পৌঁছাল। অবশেষে মঞ্চের আলো জ্বলে উঠল, এবং "Mystery" তাদের পরিবেশনা শুরু করল।

ব্যান্ডের প্রথম গানটির নাম ছিল "Justify Morality"। গানের সুর এবং লিরিকগুলো এতটাই শক্তিশালী ছিল যে, মুহূর্তের মধ্যে দর্শকদের মধ্যে এক অন্যরকম ভাবের সৃষ্টি হলো। আজম ওসমান এক কোণে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরালেন, এবং ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে গানের শিরোনামটি শুনে তিনি আগ্রহী হলেন। তিনি ধীরে ধীরে লিরিকগুলো শুনতে লাগলেন এবং নিজের নোটবুকে টুকে নিতে শুরু করলেন।

গানের কিছু লাইন ছিল এরকম:

"Who decides what's right and wrong?

The powerful or the weak?

Justice sleeps, the guilty roam,

While truth remains oblique."

"Bloody hands paint a canvas of lies,

Morality bleeds in the devil's disguise.

Broken mirrors reflect our shame,

In this twisted game, who's to blame?"

আমি তানবীন, কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে গান শুনছিলাম। আমার মনে এক অদ্ভুত আলোড়ন সৃষ্টি হলো। আজম ওসমানের আশেপাশে প্রায়ই সিগারেট খাওয়া হয়, এটা নতুন কিছু নয়। কিন্তু আজকের বিষয় ছিল অন্যরকম। চারপাশের পরিবেশ, আলো-আঁধারি, দর্শকদের উত্তেজনা, আর সেই সাথে গানের লিরিকের গভীরতা—সব মিলিয়ে আমার মস্তিষ্ক যেন এক অন্য জগতে চলে গিয়েছিল। আমার মনে পড়ে গেল, প্রায় দুই বছর আগে ফুসফুসের সমস্যার কারণে আমি সিগারেট ছেড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু আজকের পরিস্থিতি যেন আমার সব বাঁধ ভেঙে দিল।

আজম ওসমান সিগারেট ধরিয়ে আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। আমি প্রথমে কিছুটা দ্বিধা বোধ করলেও, শেষ পর্যন্ত লোভ সামলাতে পারলাম না। সিগারেটটা হাতে নিয়ে একটা লম্বা টান দিলাম। ধোঁয়াটা আমার ফুসফুসে প্রবেশ করতেই এক অদ্ভুত অনুভূতি হলো। মাথাটা একটু ঝিমঝিম করতে লাগলো, কিন্তু একই সাথে একটা নিষিদ্ধ আনন্দের ঢেউ যেন খেলে গেল।

সিগারেট টানতে টানতে আমরা দুজনে গানের লিরিক নিয়ে আলোচনা করতে লাগলাম। গানের কথাগুলো যেন সমাজের অন্ধকার দিকগুলোর প্রতি এক তীব্র প্রতিবাদ। আমরা দুজনেই একমত হলাম যে, এই পুরো বিষয়টার সাথে মিশেল চৌধুরীর "Bloody Girl, with Love from Paris" ছবিটির একটা গভীর সম্পর্ক আছে। গানের লিরিকের কিছু লাইন যেন ছবিটির প্রতিচ্ছবি, যেখানে নৈতিকতার সংজ্ঞা, ন্যায়-অন্যায়ের বিভেদ এবং সমাজের লুকানো অন্ধকার দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে।

হঠাৎ করেই আজম ওসমান বললেন, "আমার মনে হয়, আমাদের এখনই ডক্টর রায়ের কাছে যাওয়া উচিত। এই গান, এই ছবি, আর এই পুরো প্রদর্শনী—সবকিছু মিলিয়ে আমার মনে হচ্ছে আমরা একটা ভয়ঙ্কর ধাঁধার মধ্যে আটকে গেছি। ডক্টর রায় হয়তো আমাদের এই রহস্যের জট খুলতে সাহায্য করতে পারবেন।"

আমিও তার সাথে একমত হলাম। আমরা জানতাম, ডক্টর রায় হয়তো আমাদের নতুন কোনো পথের সন্ধান দিতে পারবেন। আমরা দ্রুত গ্যালারি থেকে বের হয়ে ডক্টর রায়ের বাড়ির দিকে রওনা দিলাম। রাতের ঢাকা শহরের নীরবতা আমাদের ভেতরের অস্থিরতাকে আরও বাড়িয়ে তুলছিল, যেন চারপাশের অন্ধকার আমাদের মনের ভেতরের রহস্যগুলোকে আরও ঘনীভূত করে দিচ্ছিল।

অধ্যায় ৮৩

মনস্তত্ত্বের গোলকধাঁধা

গ্যালারি থেকে বেরিয়ে আমরা যখন ডক্টর রায়ের বাড়ির দিকে যাচ্ছিলাম, তখন রাতের ঢাকা শহরের নীরবতা আমাদের ভেতরের অস্থিরতাকে আরও বাড়িয়ে তুলছিল। আজম ওসমান গাড়ি চালাচ্ছিলেন, আর আমি পেছনের সিটে বসে আনমনে ভাবছিলাম। মিশেল চৌধুরীর "Bloody Girl, with Love from Paris", "Mystery" ব্যান্ডের গানের লিরিক, আর আজকের পুরো ঘটনা—সবকিছু মিলেমিশে যেন একটা জটিল ধাঁধার সৃষ্টি করেছে। আমার সাংবাদিক মন নানা প্রশ্ন আর সন্দেহের জালে আটকে গিয়েছিল।

ডক্টর রায়ের বাড়ির সামনে পৌঁছে আজম ওসমান গাড়ি পার্ক করলেন। আমরা দ্রুত নেমে গিয়ে কলিং বেল টিপলাম। কিছুক্ষণ পর দরজা খুললেন ডক্টর রায়। তার চোখেমুখে কিছুটা ক্লান্তির ছাপ, তবে আমাদের দেখে তিনি এক মুহূর্তের জন্যেও বিরক্তি প্রকাশ করলেন না। বরং ভেতরে ডেকে নিয়ে বসালেন। তার বসার ঘরের শান্ত পরিবেশ কিছুটা স্বস্তি এনে দিচ্ছিল, কিন্তু আমাদের ভেতরের অস্থিরতা তখনও কমেনি।

আমরা বসতেই আজম ওসমান সরাসরি ঘটনার প্রসঙ্গে গেলেন। তিনি ডক্টর রায়কে মিশেল চৌধুরীর প্রদর্শনীর শেষ দিনের অভিজ্ঞতা খুলে বললেন। "Bloody Girl, with Love from Paris" ছবিটির একটি ছবি তিনি তার মোবাইল ক্যামেরায় তুলে এনেছিলেন, সেটি ডক্টর রায়কে দেখালেন। এরপর "Mystery" ব্যান্ডের কনসার্টের কথা এবং "Justify Morality" গানের কিছু লিরিকও তিনি ডক্টর রায়কে পড়ে শোনালেন। আজম ওসমানের কন্ঠ কিছুটা উত্তেজিত ছিল, কারণ তিনি বুঝতে পারছিলেন এই ঘটনাগুলো কোনো সাধারণ শিল্পচর্চা নয়, বরং এর পেছনে গভীর কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে।

ডক্টর রায় গভীর মনোযোগের সাথে সবকিছু শুনলেন। ছবিটির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তিনি যেন এক গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন। তার কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল, যা দেখে বোঝা যাচ্ছিল, তিনি বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারছেন। তার চোখ কিছুটা যেন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল, যেন তিনি শিল্পীর মনের গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করছেন।

"এই ছবিটি এবং গানের লিরিকগুলো—দুটোই যেন একই মুদ্রার দুই পিঠ," ডক্টর রায় বললেন। "শিল্পীর মনে একটা গভীর

দ্বন্দ্ব চলছে, যা তিনি এই ছবি এবং গানের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। নারীর দ্বৈত সত্তা, সমাজের নৈতিক অবক্ষয়, এবং ন্যায়-অন্যায়ের আপেক্ষিকতা—এই বিষয়গুলো শিল্পীর মনে একটা ঝড় তুলেছে।" তার কন্ঠ শান্ত, কিন্তু প্রতিটি শব্দের মধ্যে যেন এক গভীর অর্থ লুকিয়ে ছিল।

তিনি আরও বললেন, "আমার মনে হয়, শিল্পী হয়তো কোনো মানসিক trauma-এর শিকার হয়েছেন। তার অতীতের কোনো ঘটনা হয়তো তার বর্তমান চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করছে। এই ছবিতে নারীর যে রূপ দেখানো হয়েছে, তা একই সাথে আকর্ষণীয় এবং ভয়ঙ্কর। এর মধ্যে একটা চাপা ক্রোধ এবং প্রতিশোধের ইঙ্গিত আছে।" ডক্টর রায় ছবিটির বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশ্লেষণ করতে শুরু করলেন, যেন তিনি শিল্পীর মনের প্রতিটি কোণ খুঁটিয়ে দেখছেন।

আজম ওসমান এবং আমি দুজনেই ডক্টর রায়ের কথাগুলো মন দিয়ে শুনছিলাম। আমাদের মনে হচ্ছিল, আমরা যেন একটা জটিল রহস্যের আরও গভীরে প্রবেশ করছি। প্রতিটি কথা, প্রতিটি বিশ্লেষণ আমাদের মনে নতুন প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছিল।

ডক্টর রায় কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার বলতে শুরু করলেন, "গানের লিরিকগুলোর দিকে একটু লক্ষ্য করুন। সেখানে বলা হয়েছে:

"Who decides what's right and wrong?

The powerful or the weak?

Justice sleeps, the guilty roam,

While truth remains oblique."

এই লাইনগুলো সমাজের ক্ষমতার কাঠামো এবং ন্যায়বিচারের অভাব নিয়ে একটি গভীর প্রশ্ন তৈরি করে। শিল্পী হয়তো সমাজের প্রচলিত নৈতিকতার বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। তিনি হয়তো বলতে চাইছেন, যারা শক্তিশালী, তারাই ঠিক-ভুলের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে, আর দুর্বলরা সবসময় ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়।"

তিনি আরও যোগ করলেন, "আরেকটি লাইন ছিল এরকম:

"Bloody hands paint a canvas of lies,

Morality bleeds in the devil's disguise.

Broken mirrors reflect our shame,

In this twisted game, who's to blame?"

এই লাইনগুলোতে শিল্পী যেন সমাজের ভণ্ডামি এবং নৈতিকতার মুখোশের পেছনের অন্ধকার দিকটি তুলে ধরেছেন। 'Bloody hands' হয়তো সেইসব মানুষের প্রতীক, যারা নিজেদের স্বার্থের জন্য মিথ্যা আর ছলনার আশ্রয় নেয়। আর 'Broken mirrors' হয়তো আমাদের নিজেদের দুর্বলতা এবং লজ্জার প্রতিচ্ছবি। শিল্পী হয়তো এই সমাজের পতন এবং মানুষের নৈতিক অবক্ষয়ের জন্য দায়ী কে, সেই প্রশ্ন করছেন।"

ডক্টর রায় আরও কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, "আমার মনে হয়, আপনাদের উচিত যে করেই হোক মিশেল চৌধুরীর সাথে আরেকবার দেখা করা। তাকে কিছু মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্ন করে দেখুন, তার অতীতের কোনো ঘটনা বা ব্যক্তিগত জীবনের কোনো trauma-এর কথা যদি তিনি বলতে রাজি হন। হয়তো কোনো ছোট সূত্রও আমাদের এই রহস্যের জট খুলতে সাহায্য করতে পারে।"

তিনি আরও যোগ করলেন, "তবে মনে রাখবেন, কাজটি খুব সাবধানে করতে হবে। শিল্পী হয়তো খুব সংবেদনশীল এবং আবেগপ্রবণ হতে পারেন। কোনো ভুল পদক্ষেপ নিলে হিতে বিপরীত হতে পারে।"

আমরা ডক্টর রায়কে ধন্যবাদ জানিয়ে তার বাড়ি থেকে বের হলাম। রাতের নীরবতা যেন আমাদের ভেতরের অস্থিরতাকে আরও বাড়িয়ে তুলছিল। আমরা জানতাম, আমাদের সামনে এক কঠিন পথ অপেক্ষা করছে, কিন্তু আমরা হাল ছাড়তে রাজি ছিলাম না। যে করেই হোক, আমাদের এই রহস্যের শেষ পর্যন্ত যেতে হবে।

অধ্যায় ৮৪: শিল্পকলার অন্তরালে সাক্ষাৎকারের আর্তি

পরের দিন সকালটা অন্য দিনের মতো ছিল না। রাতের ঘটনাগুলো তানভীন আর আজম ওসমানের মনে গভীর দাগ কেটেছিল। ডক্টর রায়ের পরামর্শ অনুযায়ী, তারা সিদ্ধান্ত নিল যে আজকেই মিশেল চৌধুরীর সাথে দেখা করতে যাবে। শিল্পীর মনস্তত্ত্ব হয়তো এই রহস্যের জট খুলতে সাহায্য করতে পারে, এমন একটা ক্ষীণ আশা তাদের মনে।

সকাল দশটার দিকে তারা শিল্পীর স্টুডিও কাম অ্যাপার্টমেন্টের সামনে এসে দাঁড়াল। অভিজাত এলাকার নীরব গলিতে পুরনো ধাঁচের একটি তিনতলা বাড়ি, যার বাইরের দেয়াল লতানো গাছে ঢাকা। তবে আজ পরিবেশটা একটু ভিন্ন। তারা বাড়ির প্রধান ফটকের সামনে পৌঁছাতেই কয়েকজন নিরাপত্তা রক্ষী তাদের পথ আটকে দাঁড়ালো। তাদের পোশাক এবং কঠিন চাহনি বুঝিয়ে দিচ্ছিল, ভেতরে ঢোকা সহজ নয়।

"আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?" একজন রক্ষী জানতে চাইলেন।

আজম ওসমান তার পরিচয় দিলেন, "আমরা মিশেল চৌধুরীর সাথে দেখা করতে এসেছি। আমরা তার শিল্পকর্মের উপর একটি বিশেষ সাক্ষাৎকার নিতে চাই, এমন একটি সাক্ষাৎকার যা আগে কেউ নেয়নি।" তানভীন তার সাংবাদিক পরিচয়পত্র দেখালেন। "এটা তার সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম নিয়ে আমাদের একটি বিশেষ প্রতিবেদন।"

রক্ষীরা নিজেদের মধ্যে কথা বলল এবং ভেতরে যোগাযোগ করার চেষ্টা করল। কিন্তু তাদের চোখে-মুখে সন্দেহের ছাপ স্পষ্ট। কিছুক্ষণ পর একজন রক্ষী ফিরে এসে জানালো, "দুঃখিত, এখন কারো ভেতরে যাওয়ার অনুমতি নেই। স্যারের সাথে দেখা করা সম্ভব নয়।"

তানভীন কিছুটা হতাশ হলো, "কিন্তু আমরা তো দূর থেকে এসেছি। আমাদের একটু কথা বলা খুব জরুরি ছিল। এটা তার জীবনের শেষ কাজ, আমরা শুধু তার শিল্পের গভীরতা নিয়ে আলোচনা করতে চাই।"

আজম ওসমানও যোগ করলেন, "আমরা খুবই অল্প সময় নেব। পাঁচ মিনিটের বেশি লাগবে না। এটা শিল্পকলার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি দলিল হবে।"

তারা গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। সময় যেন কাটতেই চায় না। তাদের মনে একটাই প্রশ্ন - ভেতরে ঢোকার অনুমতি মিলবে তো?

প্রায় এক ঘন্টা পর গেট খুললো এবং সেই মধ্যবয়স্ক মহিলা বেরিয়ে এলেন, যা সম্ভবত মিশেল চৌধুরীর সেক্রেটারি। তার চোখে আগের মতোই কঠিন ভাব। "আমি দুঃখিত, স্যার এখন কারো সাথে দেখা করতে পারবেন না। তিনি একটি বিশেষ কাজ করছেন, যেটা তার মতে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম হতে চলেছে। যতক্ষণ না এটা শেষ হচ্ছে, তিনি কারো সাথে কথা বলতে পারবেন না।"

তানভীন প্রায় মরিয়া হয়ে বলল, "কিন্তু এটা তো শিল্পকলার একটা গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত! আমরা শুধু তার সৃষ্টির পেছনের ভাবনাটা জানতে চাই, তার অনুপ্রেরণা কী ছিল সেটা বুঝতে চাই।"

সেক্রেটারি মাথা নেড়ে বললেন, "আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু আপনারা যদি অনুমতি দেন, তাহলে কাজ শেষ হলে আমি আপনাদের সাথে স্যারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ঠিক করে দেব। আপাতত আপনারা আসতে পারেন।"

তাদের আর কিছু বলার ছিল না। হতাশ মনে তারা শিল্পীর বাড়ির সামনে থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হলেন। বাইরে রোদ ঝলমল করছে, কিন্তু তাদের মনে মেঘ জমে আছে। হাতে আসা সুযোগটা ফসকে গেল, আর রহস্যের জালটা যেন আরেকটু গভীর হলো।

অধ্যায় ৮৫: ব্যর্থতার ছায়া, নতুন রহস্য

মিশেল চৌধুরীর বিশাল বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা দুজন—আমি আর আজম সাহেব—একে অপরের দিকে তাকালাম। আমাদের চোখে হতাশা। এত দূর থেকে এসেও খালি হাতে ফিরতে হলো। শিল্পকলার প্রতি তার অসীম নিষ্ঠা, নাকি অন্য কিছু, আমরা বুঝতে পারছিলাম না। তবে এটা স্পষ্ট ছিল, মিশেল চৌধুরী এই মুহূর্তে কারও সঙ্গে দেখা করতে রাজি নন।

গাড়িতে ফেরার পথে আজম সাহেব চুপ করে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তার মুখে চিন্তার ছাপ। আমিও পেছনের সিটে বসে ভাবছিলাম, এরপর আমাদের কী করা উচিত। মিশেল চৌধুরীর ব্যাপারে আমরা যা জানি, তা খুবই সামান্য। তার কাজ, তার খ্যাতি, এইটুকুই। কিন্তু তার ব্যক্তিগত জীবন? সে যেন এক রহস্যে মোড়া।

"আমাদের অন্য পথে এগোতে হবে," অবশেষে মুখ খুললেন আজম সাহেব। "মিশেল চৌধুরীর বাবার ব্যাপারে আরও কিছু তথ্য জোগাড় করতে হবে। যতটুকু শুনেছি, তার ব্যক্তিগত জীবনটাও বেশ জটিল ছিল।"

আমি আগ্রহ নিয়ে তাকালাম। "আপনি কি তার মায়ের কথা বলছেন? শুনেছি তিনি প্যারিসে থাকতেন, ফরাসি নাগরিক ছিলেন..."

আজম সাহেব মাথা নেড়ে সায় দিলেন। "হ্যাঁ, এবং তাদের সম্পর্কটা স্বাভাবিক ছিল না। হয়তো সেখানে কোনো সূত্র পাওয়া যেতে পারে। মিশেল চৌধুরীকে বুঝতে হলে, আমাদের তার শিকড়ের দিকে তাকাতে হবে।"

পরের কয়েকদিন আমরা মিশেল চৌধুরীর বাবার জীবন নিয়ে তদন্ত শুরু করলাম। পুরনো দিনের খবরের কাগজ, পারিবারিক নথিপত্র, বন্ধুদের সাক্ষাৎকার—যা কিছু সম্ভব, আমরা খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে, খুব বেশি তথ্য পাওয়া গেল না। তার যেন একটা গোপন জীবন ছিল, যা লোকচক্ষুর আড়ালেই থেকে গিয়েছিল।

আমরা তার মায়ের ব্যাপারেও খোঁজখবর করতে শুরু করলাম। প্যারিসের কিছু পুরনো ঠিকানায় যোগাযোগ করা হলো, কিন্তু সেখান থেকেও বিশেষ কিছু জানা গেল না। তিনি যেন এক মুহূর্তে মিলিয়ে গিয়েছিলেন, কোনো চিহ্ন না রেখেই।

যত দিন যাচ্ছিল, রহস্য যেন ততই ঘনীভূত হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, আমরা একটা দেওয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, যেটার ওপারে কী আছে, তা আমাদের জানার কোনো উপায় নেই। মিশেল চৌধুরীর পরিচয়, তার বাবার অতীত, মায়ের অন্তর্ধান—সবকিছু মিলে একটা জটিল ধাঁধা তৈরি হয়েছিল, যার সমাধান আমাদের খুঁজতেই হবে।

ঠিক আছে, আমি ৮৬তম অধ্যায়টি আপনার নির্দেশনা অনুযায়ী লিখছি:

অধ্যায় ৮৬: অতীতের প্রতিধ্বনি

মিশেল চৌধুরীর বাবার জীবন নিয়ে আমাদের তদন্ত আরও গভীর হতে শুরু করল। আমরা বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য জোগাড় করতে লাগলাম, পুরনো দিনের বন্ধুদের সঙ্গে কথা বললাম, ব্যবসায়িক নথিপত্র ঘেঁটে দেখলাম। কিন্তু বেশিরভাগ তথ্যই ছিল গতানুগতিক—কাজ, খ্যাতি, সাফল্য। ব্যক্তিগত জীবনের গভীরে যেন একটা অদৃশ্য পর্দা টানা ছিল।

অবশেষে, আমরা মিশেল চৌধুরীর বাবার এক পুরনো ব্যবসায়িক পার্টনারের খোঁজ পেলাম। তিনি শুধু ব্যবসায়িক পার্টনারই ছিলেন না, তার ছোটবেলার বন্ধুও ছিলেন। বৃদ্ধ মানুষটি প্রথমে কথা বলতে রাজি না হলেও, আজম সাহেবের কৌশলী কথাবার্তায় ধীরে ধীরে মুখ খুলতে শুরু করলেন।

তাদের বন্ধুত্ব, ব্যবসা, একসঙ্গে কাটানো সোনালী দিনগুলোর কথা বলতে গিয়ে তিনি যেন নস্টালজিক হয়ে পড়েছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি মিশেল চৌধুরীর বাবার যৌবনকালের কিছু অজানা কথা জানালেন।

"ওহ, সে সময়টা ছিল অন্যরকম," তিনি হাসতে হাসতে বললেন, "তোমাদের বন্ধু (মিশেল চৌধুরীর বাবা) ছিল দুর্দান্ত ফুর্তিবাজ। জীবনটাকে পুরোপুরি উপভোগ করতে চাইত। কত জায়গায় ঘুরেছে, কত মানুষের সঙ্গে মিশেছে, ইয়ত্তা নেই।"

আমরা মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম। আজম সাহেব প্রশ্ন করলেন, "প্যারিসে যাওয়া-আসা করতেন তিনি অনেকজনের কাছে শুনলাম, ব্যবসার কাজে?"

বৃদ্ধ লোকটি মাথা নেড়ে বললেন, "হ্যাঁ, ব্যবসা তো ছিলই, তবে শুধু ব্যবসা নয়। সেখানেই তো মিশেলের মায়ের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিলো। মহিলা ফরাসী ছিলেন,এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নাকি ছিলেন।"

আমি কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। "তাদের সম্পর্কটা কেমন ছিল?"

বৃদ্ধ লোকটি একটু ইতস্তত করে বললেন, “ভদ্রমহিলার সম্পর্কে আমি কেন তার পরিবারের লোক ও কিছু জানেনা। শুধু জানতাম সে প্যারিসে গেলে এই মহিলার সাথে তার সাক্ষাৎ হতোই,আমি যা যা আপনাকে বললাম সেটাও ওর মুখেই শোনা। জীবনে কোনোদিন মিশেলের মাকে আমি দেখিওনি।”

একদিন হঠাৎ প্যারিস থেকে ফিরে এসে আমাদের জানায়, ওটা তারই ছেলে। তার মা প্যারিসেই থাকেন, ফরাসি নাগরিক।"

আবারো হতাশ হয়ে গেলাম,রফিক সাহেব যা তথ্য দিয়েছেন তার মাঝে তাদের বন্ধুত্ব ও ব্যাক্তিগত জীবনে ফুর্তিবাজ ছিলেন এটা ছাড়া মিশেলের মা সম্পর্কে যেসব তথ্য দিলেন এসব তথ্য আগে থেকেই জানা।

আজম সাহেব বললেন, "তাহলে মিশেল চৌধুরীর মা সম্পর্কে এইটুকুই জানা যায়?"

বৃদ্ধ লোকটি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। "হ্যাঁ, এইটুকুই। এর বেশি কিছু আমরাও জানি না। আর বাইরের দুনিয়াও এইটুকুই জানে।"

আমরা যেন একটা গল্পের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছিলাম, যেখানে অনেক প্রশ্নের উত্তর এখনও অজানা। কিন্তু এইটুকু তথ্যের ওপর ভিত্তি করে, আমরা হয়তো আরও গভীরে পৌঁছাতে পারতাম, আরও অনেক রহস্যের সমাধান করতে পারতাম।

তবে অনেক কিছুই জানতে পেরেছি, যেমন-

* মিশেল চৌধুরীর বাবার পুরনো ব্যবসায়িক পার্টনার রফিক সাহেবের সাথে বন্ধুত্বের কথা এবং তাদের ফুর্তিবাজ জীবনের কিছু ঝলক।

* প্যারিসে মিশেলের মায়ের সঙ্গে তার বাবার দেখা হয় এবং মিশেলের জন্ম সেখানেই হয় জানতে পেরেছি।

তবে এই বিষয়ে খুব বেশি তথ্য পাওয়া গেলোনা রফিক সাহেবের কাছ থেকেও।

অধ্যায় ৮৭: নীরবতার অন্তরালে রহস্য

তদন্তের গতি যেন কিছুটা থমকে গিয়েছিল। অন্যান্য সূত্র ধরে এগোনোর চেষ্টা করছিলাম আমরা, বিভিন্ন ফরেনসিক রিপোর্ট খতিয়ে দেখছিলাম, মিশেল চৌধুরীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের আরও বিশদ ফলাফল জানার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু দিনের পর দিন যাচ্ছিল, প্রায় একটা মাস কেটে গেল, অথচ মিশেল চৌধুরীই যে মূল খুনি, তার স্বপক্ষে জোরালো কোনো প্রমাণ বা ম্যাচ মেকিং খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না।

আমরা যেন একটা গোলকধাঁধাঁয় ঘুরপাক খাচ্ছিলাম, যেখানে প্রতিটি পথের শেষে নতুন একটি প্রশ্ন অপেক্ষা করছিল। খুনেরহত্যাকাণ্ডের নৃশংসতা, দেওয়ালের সেই রহস্যময় চিহ্ন, আর মিশেল চৌধুরীর রহস্যময় নীরবতা—সবকিছু মিলে একটা জটিল ধাঁধা তৈরি হয়েছিল, যার সমাধান আমাদের খুঁজতেই হবে।

তদন্তের এই ডামাডোলের মধ্যে আমরা প্রায় ভুলতেই বসেছিলাম মিশেল চৌধুরীর সঙ্গে সরাসরি কথা বলার কথা। এতদিন ধরে আমরা বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য জোগাড় করার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু মূল মানুষটার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে তার মনের গভীরে কী চলছে, সেটা জানার সুযোগ যেন হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছিল।

অবশেষে, একদিন আজম সাহেব বললেন, "আমাদের আবার মিশেল চৌধুরীর কাছে যেতে হবে। হয়তো তার মুখোমুখি হলেই আমরা কোনো নতুন সূত্র খুঁজে পেতে পারি।"

আমিও রাজি হলাম। মনে একটা চাপা উত্তেজনা কাজ করছিল। হয়তো এটাই আমাদের তদন্তের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে।

পরের দিন সকালে আমরা আবার সেই বিশাল বাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে রিসেপশনে গিয়ে মিশেল চৌধুরীর সেক্রেটারি সেই মধ্যবয়স্ক মহিলার খোঁজ করলাম। তিনি এগিয়ে এলে আজম সাহেব বললেন, "আমরা মিশেল চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। উনি কি এখন আছেন?"

মহিলার মুখটা যেন মুহূর্তের জন্য ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তিনি একটু ইতস্তত করে বললেন, "আসলে, স্যার তো প্রায় এক মাস ধরে নিখোঁজ।"

আমরা যেন আকাশ থেকে পড়লাম। "নিখোঁজ? আপনারা পুলিশে খবর দেননি?" আজম সাহেব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

মহিলা মাথা নেড়ে বললেন, "না, এটা স্যারের কাছে নতুন কিছু নয়। উনি প্রায়ই এভাবে কিছুদিন উধাও হয়ে যান। হয়তো কোনো নতুন কাজের জন্য নিজেকে গুটিয়ে নেন, অথবা কোথাও ঘুরতে যান। তবে সাধারণত যাওয়ার আগে তিনি আমাকে জানিয়ে যান।"

আমি আর আজম সাহেব একে অপরের দিকে তাকালাম। আমাদের মনে অজস্র প্রশ্ন ভিড় করতে শুরু করল। মিশেল চৌধুরী কোথায় গিয়েছেন? কেন গিয়েছেন? এর পেছনে কি খুনেরহত্যাকাণ্ডের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আছে?

মহিলা একটু থেমে বললেন, "তবে যাওয়ার আগে স্যার আপনাদের জন্য একটা চিরকুট রেখে গিয়েছেন।"

আমরা যেন কিছুটা আশার আলো দেখতে পেলাম। "চিরকুট? কোথায় সেটা?" আজম সাহেব উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

মহিলা আমাদের একটা খাম এগিয়ে দিলেন। খামের ওপর আমাদের দুজনের নাম লেখা। আজম সাহেব দ্রুত খামটা খুললেন। ভেতরে একটা কাগজ, তাতে কিছু অদ্ভুত সাংকেতিক চিহ্ন আর প্রতীক আঁকা। তার নিচে ইংরেজি হরফে লেখা: "If you know, you know how to find me."

আমরা কিছুক্ষণ চুপ করে সেই চিরকুটের দিকে তাকিয়ে রইলাম। এর মানে কী? এই সাংকেতিক চিহ্নগুলোর রহস্যই বা

কী? মিশেল চৌধুরী কি আমাদের কোনো ধাঁধা দিয়ে গেলেন? নাকি এটা কোনো বার্তা, যা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে?

আমাদের তদন্ত যেন নতুন একটা মোড় নিল। এতদিন আমরা বাইরের জগতের সূত্র খুঁজছিলাম, এখন আমাদের মনোযোগ ফেরাতে হবে ভেতরের জগতের দিকে—মিশেল চৌধুরীর মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা রহস্যের দিকে।
(চলবে……………)

উপন্যাসের পরবর্তী ও সমাপ্তি অংশ পাবেন পর্ব ২ তে………